পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রাচীন ভারত।

বৈদিক ও মধ্যযুগ।

৬৮২০ খৃঃ পূঃ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়, বেদরত্ন

প্রণীত।

রিসার্চ্চ হাউস্—রাজসাহী।

কলিকাতা

৩০নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ ষ্টার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৪৮ সাল—৫৬৪৬৭ সৃষ্টাব্দ

টাকা।

ভূমিকা

-:০:-

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব তৃতীয় খণ্ডে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কঙ্কাল প্রকাশিত হইল।

বাল্যকালে ইতিহাসে পড়িয়াছি অমুক সময় হইতে তৎপূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। সেই সময় হইতেই প্রাগ্ঐতিহাসিক কালের ইতিহাসের অভাব পূরণের একটি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়াছিল।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এখনও দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন "হিন্দুর সৃষ্টিকর্ত্তা ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। * * এখন আমরা জানি পৃথিবী বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, ইহা বিরাট সূর্য্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রাচীন কালে ইহা সূর্য্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে শীতলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমে পৃথিবীতে মানুষ দূরে থাকুক কোনরূপ জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরে সর্ব্বপ্রথম অতিনিম্নস্তরের জীব উদ্ভূত হয় এবং ক্রম-বিকাশের ফলে অতি আধুনিক কালে বর্ত্তমান মানবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ঈশ্বর ধ্যানে বসিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জগৎ, মানুষ ও জানোয়ার সৃষ্টি করেন নাই। (১) * * ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা পড়িয়াছি, কারণ মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই।" (২) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তত্ত্ব—নামক প্রথম খণ্ড পড়িলে তাঁহাকে এরূপ বলিতে হইত না। মূল সংস্কৃত না পড়িলে ঠিক তত্ত্ব জানা যায় না।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৮ সালে পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছি। তাহাতে ঋগ্বেদ হইতেই সৃষ্টি তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া পুরাণ,

(১) ভারতবর্ষ ৪৫।২।৯৩৭, ৯৩৮ পৃষ্ঠা। (২) ভারতবর্ষ ৪৬।২।৪০৮।

জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব প্রভৃতির সহিত মিল করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সায়ণের ভাষ্যের সাহায্যে এখন সকলেই ঋগ্বেদ বুঝেন কিন্তু সায়ণ ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন, তখন এদেশে কেহ বিজ্ঞান জানিত না, তাই সায়ণ ঋগ্বেদের যে সমস্ত ঋকে বিজ্ঞানের কথা আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এখন সেই সমস্ত ঋকের বিজ্ঞান সম্মত অর্থ করিলে অনেক বিজ্ঞান সম্মত তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই বৈজ্ঞানিক মহাশয় সে ভাবে পড়িতে পারেন নাই, তজ্জন্যই এইরূপ লিখিয়াছেন। পড়িলে দেখিতেন বৈদিক ঋষি অসভ্য (৩) ছিলেন না। অতি প্রাচীন কালে অনুমান হয় খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দীতে, সূর্য্য হইতে পৃথিবী স্ফুলিঙ্গবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এ তত্ত্ব আর্য্য ঋষিগণ বিশদরূপে শুনাইয়াছেন তাহা আমি দেখাইয়াছি।

তাৎকালিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া ১৬ কপি ও আসামের ডিরেক্টার মহোদয় ৮ কপি পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব লইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আমি তাহাতে উৎসাহিত হইয়া ১৩২১ সালে পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের "মেরুতত্ত্ব" নামক দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাতে উত্তর মেরুতে আর্য্যগণের আদি নিবাস হইতে ৬৪০১ খৃঃ পূঃতে সুমেরু প্রদেশে আগমন এবং ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃতে মহাজলপ্লাবনে নৌকায় ভাসিয়া বৈবস্বত মনুর হিমালয় পর্ব্বতে অবতরণ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি।

বাঙ্গলা ও আসামের তাৎকালিক ডিরেক্টার মহোদয়দ্বয় প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও ৫৬ কপি ও ৮ কপি লইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

একদিন আমি কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম একঘরে ৮ জন এম, এ বসিয়া গল্প করিতেছেন, আমাকে

(৩) ভারতবর্ষ ৪৫।২।৯৪০, ৯৪২।

একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যে পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব লিখিয়াছেন, প্রমাণ পাইলেন কোথায়" ?

আমি বলিলাম ঋগ্বেদ হইতে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব পাইতেছি। তাঁহারা বলিলেন, "ও মহাশয়! বেদ যে কৃষকের গান, তাহাতে ইতিহাস কি আছে" ?

"আচ্ছা! আর কোথায় কি পাইয়াছেন" ? পুরাণ হইতে অনেক তত্ত্বই পাইতেছি। শুনিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া কহিলেন—"পুরাণ? সে তো মিথ্যা! মিথ Mythology! ফেবল্‌স! তাহাতে সত্য ইতিহাস কি থাকিতে পারে" ?

"আচ্ছা! আর কোথায় কি পাইযাছেন" ? বলিলাম, "রামায়ণ মহাভারতে তাৎকালিক ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে"। তাঁহারা বলিলেন "কবির কাব্য"! আহা! হা! আপনার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে। এ ইতিহাস কেহ পড়িবে না।"

আমি তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইলাম, বলিলাম, সব প্রমাণ লইতেছি না। যাহা বিজ্ঞানসম্মত, তাহাই লইতেছি, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ও অলৌকিক কিছু লই নাই।

যে ছয়জন ভদ্রলোক বসিয়া শুনিতেছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয়! আপনারা এই ভদ্রলোককে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উত্তর দিবার সময় কি ইহাঁকে দিয়াছেন? উনি একটি একটি শাস্ত্রের নাম করিতেই আপনারা তাহা উড়াইয়া দিতেছেন, ইহা রীতি নহে। যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তেমনি উত্তর দিবার সময় দিয়া আপনারা চুপ করিয়া শুনিবেন, পরে তাঁহার কথা শেষ হইলে আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহাই রীতি"। প্রশ্নকর্ত্তাদ্বয় বলিলেন, "আমরা আর কিছু বলিব না, আপনি বলুন," আমি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। তাঁহারা শুনিয়া বলিলেন, হাঁ' একটা

ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইয়াছেন বটে, বই দুইখানি পড়িতে হইবে।" তখন ঐ ছয়জন বলিলেন, কেন মহাশয়, এতক্ষণ উড়াইয়াই দিতেছিলেন, এখন ও কথা বলেন কেন? তাঁহারা বলিলেন, "না! না! আমাদের অন্যায় হইয়াছে।"

শাস্ত্রের প্রতি দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের এইরূপ অবহেলা দেখিয়া আমার উৎসাহ অনেক কমিয়া গেল। আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আজ এই পরপারে ডাকের সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। ৭৯ বৎসর বয়স চলিতেছে আগামী কার্ত্তিক মাসে ৮০ বৎসরে পড়িব। আমার পিতা ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন আমি সে সময় ছাড়াইয়াছি, তাই আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কর্জ্জ করিয়া কঠোর পরিশ্রমে সংগৃহিত এই প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক খণ্ড রোগ শয্যায় থাকিয়া প্রকাশিত করতঃ আমার বাল্যকালের ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম। পরমায়ুতে কুলাইলে বিস্তারিত ইতিহাস প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা রহিল। চক্ষুর জ্যোতি যেরূপ দ্রুত কমিয়া যাইতেছে তাহাতে সে ভরসা হয় না। যদি জীবিত থাকি এবং অন্ধ না হই তবে চতুর্থ খণ্ডে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস এবং পঞ্চম খণ্ডে নুহের ইতিহাস অর্থাৎ বাবিলনের ইতিহাস প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সুতরাং বিশ্বাস যোগ্য।

এই নাটক নভেল প্লাবিত দেশে ইতিহাসের আদর নাই। এই দেশের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন "ইতিহাস পড়িয়া কি করিব? উহা ছাত্রের পাঠ্য।" ছাত্রগণ বলেন "এই বই স্কুলের পাঠ্য নহে, পড়িয়া কি হইবে।" সমালোচক বলেন, "এ সকলের যথার্থ মীমাংসা বা যাচাই করিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের নাই, বিশেষজ্ঞের উপর ভার দিলাম।" ঐ মতও সমালোচকের দয়ার পরিচায়ক, কারণ তিনি "কিছুই হয় নাই" বলেন নাই। এই ভাবে এদেশে ইতিহাসের পাঠক নাই।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসম্মত সত্য ইতিহাস হিন্দু-শাস্ত্র ব্যতিত অন্যত্র পাইবার উপায় নাই। খননাদি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহার ব্যাখ্যা হিন্দু-শাস্ত্র ব্যতিত অন্যত্র পাওয়া যায় না। আর্যগণের আদি জন্ম ভূমির সন্ধান, তাঁহের পিতা মাতা ও পুত্রাদির সন্ধান, হিন্দু-শাস্ত্র ব্যতিত আর কোথাও পাওয়া যায় না। হিন্দু-শাস্ত্র হইতে গবেষণা দ্বারা কিরূপে সত্য ইতিহাস উদ্ধার করিতে হয়, তাহা এই গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পৃথিবীর সমস্ত আর্যজাতির পূর্ব পুরুষ একদিন এক সঙ্গে একই সমাজে বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ, কে কবে পৃথক হইয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ, হিন্দু-শাস্ত্রেই আছে। খনন করিয়া তাহা পাওয়া যায় না। ইহা না দেখায় ইতিহাস নষ্ট হইতেছে।

হিন্দু-শাস্ত্রের যে সমস্ত তত্ত্ব মিথ্যা বলিয়া স্থির এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা কি ভাবে বিশ্লেষণ করিলে সত্য ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাও এই গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। গবেষকগণ এই গ্রন্থ পড়িলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে। অনেক ভ্রম ধারণা খণ্ডিত হইবে।

যদি কোন স্থানে কাহারও কিছু সন্দেহ হয়, আমাকে লিখিলে, দরিদ্র হইলেও, আমি নিজ খরচে তাহার উত্তর দিব। কারণ আলোচনা দ্বারা সত্য আবিষ্কৃত হয়, আমি সত্যের ভিখারী। নিজেই কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না।

মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস্ সাহেব তাঁহার The Outline of History তে ৭৫, ৮৩ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের যে তিন খানি প্রাচীন মানচিত্র দিয়াছেন তাঁহার সময়ের সহিত আমাদের মতের মিল না হইলেও হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ভূতত্ত্ব সহ মিল হইয়াছে জন্য ঐ তিন খানি মানচিত্র আমি এই গ্রন্থে দিলাম, অনুগ্রহ করিয়া তিনি এ জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনা।

১৩ই আশ্বিন ১৩৪৮ সাল। শ্রীবিনোদ বিহারী রায়, বেদরত্ন।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র

৬ পৃষ্ঠার নীচে—(১) লোমশ, (২) লোমশূন্য স্থলে—"(১) লোমশ যথা গরু, ভেড়া ইত্যাদি। (২) লোমশূন্য বা লোম বিরল যথা মহিষ, শূকর, হস্তী" হইবে।

৭ পৃষ্ঠায় লোম বিরল যথা—"নরসিংহ" হইবে।

"মহিষ, শূকর, হস্তী ইত্যাদি" কাটা।

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	পৃষ্ঠা	জল রায়ু	জল বায়ু
২৫	,,	গ্রস্থে	গ্রন্থে
২৬	,,	ডিমাউস্	তিমাউস্
২৯	,,	কুণ্ডু	কণ্ডু
৮৬	,,	৭।১৯।৪৬	৮।১৯।৩৬
১৩০	,,	৪নং চিত্র	৫নং চিত্র
১৮১	,,	অজমীর	অজমীঢ
১৭৯	,,	পিতামহ	পিতাসহ
২৪০	,,	পদ্মায়	পদ্মায
,,	,,	পরে	পারে
,,	,,	থাকিতে	থাকিতেও

গ্রন্থকারের বংশাবলী

-:0:-

ব্রহ্মা—কশ্যপ ** বীতরাগ পুত্র সুষেণ (আদিশূর স্থাপিত, ৭৭২ খৃষ্টাব্দ), ব্রহ্মাই ওঝা, ৩ দক্ষ, ৪ সান্তনু, ৫ পীতাম্বর, ৬ হিরণ্যগর্ভ, ৭ বেদগর্ভ, ৮ ভৃগর্ভ, ৯ জিগনি, ১০ স্বর্ণবেখ (কবঞ্জা—পাবনা), ১১ সন্দকা ওঝা, ১২ কৈতাই ভাদুড়ী, ১৩ সঙ্কর্ষণ ১৪ ভল্লুকাচার্য, ১৫ যোগেশ্বর ১৬ পুণ্ডরীক, ১৭ বিশম্ভর, ১৮ লক্ষ্মীপতি, ১৯ বৃহস্পতি, ২০ **উদ্দেনাচার্য** ভাদুড়ী, ২১ পশুপতি, (বালিয়াটি) ২২ গজাই, ২৩ ববাই, ২৪ দামাই, ২৫ শিব, ২৬ দশাই, ২৭ পরমানন্দ, ২৮ যদুরাম, ২৯ সুরানন্দ **ধর্ম রায়** (নবাব সরকারের রায় রায়ান হইতে রায়), ৩০ গজেন্দ্র, ৩১ মথুরা নাথ, ৩২ জয়কৃষ্ণ, ৩৩ হরিরাম রায় (তালন্দ), ৩৪ রঘু নন্দন, ৩৫ বিষ্ণুরাম, ৩৬ রামচন্দ্র, ৩৭ শ্যামকিশোর, ৩৮ রাম নারায়ণ, ৩৯ কালি নারায়ণ রায়, ৪০ **বিনোদ বিহারী রায়,** ৪১ গোপাল চন্দ্র রায়, গৌর গোপাল রায়, মদন গোপাল রায়। কন্যা বিজনবালা দেব্যা (লোচন গৌড), সুনীতিবালা দেবী (হাটরা ৺প্রমথ নাথ চৌধুরীর পুত্র যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী সহ বিবাহ, এক্ষণে মালদহ, নাচোল থানার হাঁকরোল বাসী), ৺সুখদায়িনী দিঘাপতিয়া ভুপেন্দ্র নাথ তলাপাত্র সহ বিবাহ। পুত্র বীরেন্দ্র নাথ, ধীরেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র নাথ, জীবেন্দ্র নাথ)। নিভাননী দেবী (বালুভরা শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র গোস্বামী সহ বিবাহ। পুত্র পূর্ণেন্দু গোস্বামী)। মৃণালিনী দেবী (খয়ের বাড়ী) হাল বিরামপুর (চরখাই ষ্টেসন বাসী শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী সহ বিবাহ) পুত্র সিধু ও নিধু।

৪১ গোপাল চন্দ্র পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও প্রদীপ। ৪১ গৌরগোপাল রায় পুত্র হিরু ও ধীরু। ৪১ মদনগোপাল রায় পুত্র ভুণ্ডুল।

জন্ম—১২৬৯ সাল।

(১৩২৯ সালের ফটো হইতে

মৃত্যু—১৩৪৩ সাল, ফাল্গুন মাস

আমার কঠোর সাধনার ফল এই প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আমার স্ত্রী ৺ নির্ম্মলা দেবীর উত্তরসাধকতায় ও উৎসাহে লিখিত হইয়াছে। এজন্য ইহা তাহার নামে উৎসর্গ করি ম

বিশেষ ঘটনাপঞ্জী

-:o:--
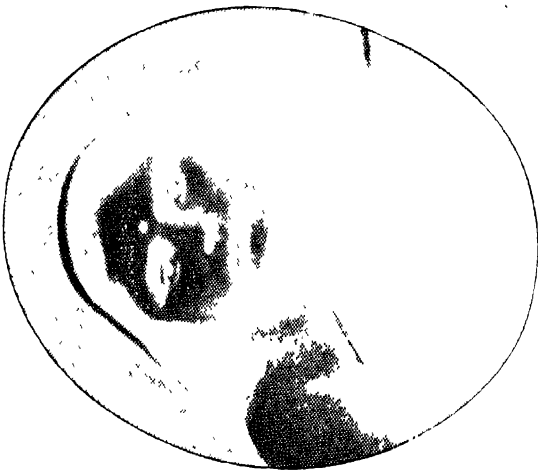
খৃঃ পূঃ	৬৮২০	ব্রহ্মার জন্ম।
,,	৬৭৭৭	স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম।
,,	৬৭১৭	রাজা প্রিয়ব্রতের রাজত্ব।
,,	৬৭ শতাব্দী	দ্বিতীয় মনু।
,,	,,	তৃতীয় মনু।
,,	,,	চতুর্থ মনু।
,,	,,	পঞ্চম মনু।
,,	৬৫ শতাব্দী	ষষ্ঠ মনু।
,,	৫৫৯৮	মহাজলপ্লাবন। বৈবস্বত মনুর ভারতাগমন।
,,	,,	জাহাজ নির্ম্মাণ।
,,	৫৫ শতাব্দী	ক্রান্তিপাত গণনা।
,,	,,	২৭ নক্ষত্র আবিষ্কার।
,,	,,	কাস্পিয়ান সমুদ্র তীরে সুমেরিয়ান উপনিবেশ
,,	৪৮ শতাব্দী	সরস্বতী তীরে আর্য্য উপনিবেশ।
,,	,,	আর্য্যাবর্ত্ত গঠন (মনুসংহিতার)।
,,	,,	মরুভূমি বাসযোগ্য করণ।
,,	৪৪ শতাব্দী	সাতপুরা পর্ব্বতস্থ পুরী ধ্বংশ।
,,	,,	পঞ্জাব গঠন।
,,	৪৩ শতাব্দী	অগস্ত্যের সমুদ্র শুষ্ককরণ।
,,	,,	সিন্ধু ও ঝিলম নদী মাত্র সিন্ধু সমুদ্রে পতন।
,,	,,	কর্কটরেখা আবিষ্কার।
,,	,,	অগস্ত্যের জার্ম থিওরী।

খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দী দ্বিতীয় জলপ্লাবন। দ্রাবিড়ী।

,, ,, পৃথিবীর ঈষৎ শয়নভাব আবিষ্কার।

,, ,, ব্রহ্মচক্র গণনা।

,, ,, ২৭ নক্ষত্রের নামকরণ।

,, ,, ব্রহ্মপুত্র নদী আসামে প্রবাহিত।

,, ,, অঙ্গ বঙ্গাদি দেশ স্থাপন।

,, ৪২।৪১ শতাব্দী অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র।

,, ,, সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার।

,, ৩৮ শতাব্দী সগরের বাবিলন জয়।

,, ,, যমুনা পূর্ব্ববাহিনী করা।

খৃঃ পূঃ ৩৭ শতাব্দী ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন।

,, ৩৫ ,, বায়ুচালিত বিমান।

,, ৩২ ,, কলিযুগ গণনারম্ভ।

,, ২৮ ,, রাবণ বধ।

,, ২০ ,, ভারত যুদ্ধ ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ।

,, ৫৯২ ,, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ। প্রথম বৌদ্ধসভা।

,, ৪৯২ ,, দ্বিতীয় বৌদ্ধসভা।

,, ৩২৭ ,, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রাপ্তি।

,, ২৭৮ ,, অশোকের রাজত্বলাভ।

,, ২৭৪ ,, ,, অভিষেক।

,, ২৫৬ ,, তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা।

খৃষ্টাব্দ ৩২০ অব্দ গুপ্তাব্দ প্রচলন।

,, ষষ্ঠ শতাব্দী বঙ্গের পশ্চিমে সুহ্মদেশ স্থাপন।

,, সপ্তম ,, "ব" দ্বীপ সমুদ্রে নিমজ্জন।

,, ৭৩২ অব্দ আদিশূরের রাজ্য প্রাপ্তি।

,, ৭৪৬ ,, বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়ন।

,, ১২০০ ,, মুসলমানের বঙ্গ জয়। লক্ষণসেনের পলায়ন

ঋগ্বেদের সূচী।

—ঃ*ঃ—

১৯।৩৬—৮৬। ২০।২৫—৮৬। ২৪।৭—৭৬। ২৯।৯—২১। ৩৯।৩৭—৮৭। ৫৪।৪—৭৬। **নবম মণ্ডল**—১১৩।৭—৬৪। ১১৩।৮—৬৪। ১১৩।৯—৬৪। ১১৩।১০—৬৪। ১১৪।৩—২৩। **দশম মণ্ডল**—১৭।৮—২৮। ৩৩।৪—৪৬,৮৬। ৩৯।৪—৮৮। ৪৩।৩—৭৫। ৪৯।৮—১৪৬। ৫৮।১—২৬,৬৩। ৫৮।২—৬৩। ৫৮।৪—৬৩। ৫৮।৫—৬১,৬৩। ৫৮।৬—৬১। ৫৮।৯—৬৩। ৫৮।১২—৬৩। ৫৮ সূক্ত—৬৮। ৫৯।১—৬৪। ৫৯।২—৬৪। ৫৯।৩—৬৪। ৫৯।৫—৬৪। ৫৯।৬—৬৪। ৬২।৯—৩৭,৬৯। ৬২।১০—৩৭,৬৯,১৪৬। ৬২।১৪—৩৭,৬৯। ৭২।৩—২। ৭২।৪—২। ৭২।৫—৩। ৭২।৯—৪। ৮৫।৬—৯৯। ৮৫।৯—৯৯। ৮৫।১১—৯৯। ৮৫।১৩—২৩,৩০। ৮৫।১৪—৯৯। ৮৫।৩১—১৪১। ৯০।৩—২। ৯৯।২—১৭৪। ৯৯।৩—১২৪। ১০২ সূক্ত—১৫৪,১৫৫, ১৮১। ১০২।২—১৮১। ১১২।২—১১৬। ১১২।১০—১১৩। ১২৯।৫—২,৪। ১৪৮।৫—৪৫। ১৯০।৩—১৩,১৫।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রাচীন

পূর্ব্বাভাষ

আদিতে কি ছিল?

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সব কিছুই ছিল না। না ছিল এই দিগন্তব্যাপী জগৎ—না ছিল ঐ সূর্য্য চন্দ্র তারকা রাজি। এই পার্থিব আর ঐ নৈসর্গিক কিছুই ছিল না—ছিল কেবল অনন্ত **অন্ধকার**। (১) প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দের বিষয় কিছুই ছিল না—ছিল কেবল **নিত্য পরমাণু ও শক্তি**। তাহা ও নিষ্ক্রিয় ছিল। সুতরাং শক্তি সমুদ্রে নিত্য পরমাণু যেন নিদ্রায় অচেতন হইয়া ভাসিতেছিল। (২)

সৃষ্টি।

পুরাণ মতে সৃষ্টি নয় প্রকার—(১) মহত্তত্ব (Meteria Prima), (২) ভূতসর্গ (Elements), (৩) বৈকারিক বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৃষ্টি, (৪) মুখ্য, স্থাবর বা নগ সৃষ্টি, (৫) তির্য্যক স্রোতা (Reptiles) সৃষ্টি, (৬) উর্দ্ধ স্রোতা (পাখী, Birds) সৃষ্টি, (৭) অর্বাক স্রোতা সৃষ্টি (Mammals), (৮) অনুগ্রহ সৃষ্টি, (৯) কৌমার সৃষ্টি। (৩)

মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি—পরমাণু ও শক্তি জাগিল। অস্থি রহিতা শক্তি অস্থি যুক্ত পরমাণুকে আশ্রয় করিল (৪)। অমনি পরামাণু জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্রিয়া শক্তি পাইয়া ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে প্রথমে গতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই জলন্ত পরমাণুই হিন্দুর কল্পিত চতুরানন **ব্রহ্মা**। জলন্ত বলিয়াই ইহার লাল বর্ণ কল্পিত হইয়াছে।

এই জ্বলন্ত পরমাণু, পরমাণু সমষ্টির এক চতুর্থাংশ (৫)। ইহাদের নাম স্বধা (নিজেই নিজেকে ধারণ করে)। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়া শক্তি হীন। ইহাদের নাম প্রয়তি (প্র বিশেষরূপে যম অর্থ নিবৃত্তি) (৬)। ইহারা অমর সুতরাং নিত্য (৭)। এই স্বধাই Meteria prima বা Electron বা মহত্তত্ত্ব।

ভূতসর্গ সৃষ্টি—মহত্তত্ত্ব হইতে বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি সৃষ্টি হইয়াছে (৮)।

(১) ঋগ্বেদ ১০। ১২৯। ৩ সূক্ত। (২) মনুসংহিতা ১। ৫। (৩) বিষ্ণু পুরাণ ১। ৫।২৩ ; বায়ু ৬ অঃ। (৪) ঋগ্বেদ ১। ১৬৪। ৪ ঋক। (৫) ঋগ্বেদ ১০। ৯০। ৩, (৬) ঋগ্বেদ ১০। ১২৯। ৫ ঋক। (৭) ১০। ৯০। ৩ ঋক।

(৮) ঋগ্বেদ ১০। ৭২। ৩, ৪ ঋক।

আর্যগণ যখন এই চারিটি ভূত আবিষ্কার করেন তখন সম্ভবতঃ গ্রীকগণের আদি পুরুষ ইহাদিগের সহিত এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা আর্যদল হইতে পৃথক হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলে আর্যগণ সম্ভবতঃ সকল পদার্থেই ছিদ্র আছে দেখিয়া "ব্যোম" বা আকাশ বা শূন্য বা Space" আবিষ্কার করিলেন এবং তাহা ভূতের সামিল করিলেন। এই জন্য সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীকগণ ছিদ্রকে ভূত বলিয়া ধরেন নাই। তাহারা চারি ভূত স্বীকার করিতেন। (৯)

পঞ্চ ভূতের মধ্যে যাহা কঠিন তাহার নাম ক্ষিতি (Solid matter), যাহা তরল তাহা অপ্ (Liquid), যাহা উষ্ণ তাহা তেজ (heat), যাহা চলিয়া বেড়ায় তাহা বায়ু (air), যাহা ছিদ্র তাহা আকাশ (space)। (১০)

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে ৯২টি ভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ৯২টি ভূতই ঐ পাঁচটি পদার্থের মিশ্রণে সৃষ্টি হইয়াছে। রসায়ণ বিদ্যার সাহায্যে ব্যতিত ইহাদিগকে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ৯২টি ভূতের দ্বারাই মানুষের অনেক উপকার হইতেছে। ৯২টি ভূতের মধ্যেই পঞ্চভূত আছে।

বৈকারিক সৃষ্টি—এই পঞ্চভূত বা ৯২টি ভূত একত্র মিলিত হইয়া কতকগুলি জ্যোতিষ্ক সৃষ্ট হইয়াছে এবং আকাশে ঘুরিতেছে (১১)।

বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন ঘুর্ণন বেগে তাহার একটি হইতে ৭টি খণ্ড ক্রমে ছুটিয়া পড়িয়া বায়ু যোগে স্ফীত হইয়া পরস্পর পরস্পরের

---

(৯) The Atom by Andrade, P. 11.

(১০) তত্র পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎ কঠিনং সা পৃথিবী, যৎদ্রবং তা আপঃ, যদুষ্ণং তত্তেজঃ, যৎ সঞ্চরতি স বায়ুঃ যচ্ছুষিরং তদাকাশম্ (গর্ভোপনিষৎ ২)।

(১১) ঋগ্বেদ ১০। ৭২। ৫ ঋক।

আকর্ষণে থাকিয়া মূল গোলকের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। ইহারই একটি গ্রহ আমাদের **পৃথিবী** (১২)।

মূল গোলক সূর্য কর্ত্তৃক ইহারা আকর্ষিত বা গৃহীত জন্য ইহাদিগকে গ্রহ বলে। সূর্য মার্ত্তণ্ড নামে কেন্দ্রে থাকিয়া দিবা রাত্রি করিতেছে। (১৩)

ইহাতে জানা যাইতেছে আর্যগণ বৈদিক যুগেই সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন। তাঁহারা আকর্ষণকে অমৃত বা অবিনাশী বন্ধন বলিয়াছেন। (১৪)

এই ৮টি গ্রহের নাম (১) সূর্য (মার্ত্তণ্ড), (২) বুধ, (৩) শুক্র, (৪) পৃথিবী, (৫) মঙ্গল, (৬) বালখিল্য (Asteroids) (৭) বৃহস্পতি, (৮) শনি। ইহারাই বৈকারিক নামা তৃতীয় সৃষ্টি।

প্রথমে আর্যগণ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষই জানিতেন অর্থাৎ সূর্য মধ্যে থাকে পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহাই জানিতেন (১৫)। এই মার্ত্তণ্ড শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী কালে মৃত্তিকা নির্মিত অণ্ড হওয়ায় পৃথিবী কেন্দ্রে অর্থাৎ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং সূর্য তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহারই নাম ভৌমকেন্দ্রিক জ্যোতিষ। (১৬)

মুখ্য সৃষ্টি—পৃথিবীর অর্দ্ধ তরলাবস্থায় সূর্যের ও চন্দ্রের আকর্ষণে তাহার দেহে জোয়ার ভাটা খেলিতে লাগিলে তদ্বারা পৃথিবীর দেহ ওতপ্লুত হইতে লাগিল। ক্রমে জল বায়ু যোগে তাহার উপরিভাগ

(১২) মহা-শান্তি—১৮৩ অঃ।

(১৩) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৯ ঋক। (১৪) ঋগ্বেদ ১০।৭২।৫ ঋক।

(১৫) ঋগ্বেদ ৫।৮৪।২ ঋক। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ১ খণ্ড ১৬৯ পৃঃ।

(১৬) মৎস্য পুরাণ ১২৮।৪২।

শক্ত ছালে পরিণত হইল। তখন আভ্যন্তরিক বিপ্লবে শক্ত ছাল স্থানে স্থানে ফাটিয়া সেই অর্দ্ধ তরল পদার্থ উপরে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে জমাট হইয়া পাহাড়ে পরিণত হইতে লাগিল। ইহাই "নগ" নামক চতুর্থ মুখ্য সৃষ্টি। নগ অর্থাৎ পাহাড।

তির্যক স্রোতা সৃষ্টি—এতদিন পৃথিবীর উষ্ণতা হেতু জল তাহার উপরে দাঁড়াইতে পারিত না, পড়িবা মাত্র আবার বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জল বায়ু যোগে আরও শীতল হইল, তখন জল তাহার উপরে দাঁড়াইতে লাগিল। ক্রমে পৃথিবীর চারিদিকে জল জমিয়া পৃথিবী জলে ডুবিয়া গেল। তখন এই জলে তির্যক স্রোতা অর্থাৎ বক্রগতি বিশিষ্ট জীব সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সৃষ্টিই **মৎস্য অবতার**। মদ অর্থাৎ জলে যাহারা বাস করে তাহারাই মৎস্য। ইহারা দুই প্রকার—[১] জলচর. [২] উভচর।

[১] জলচর জীব মরিয়া জলবায়ু আদির যোগে পচিয়া পৃথিবীর দেহে চর সৃষ্টি করিতে লাগিল, আর্যগণ এই তত্বই রূপকে মধু কৈটভ যুদ্ধের নামে বর্ণনা করিয়াছেন। মধু অর্থ জল কৈটভ অর্থ কীটাকৃতি জীব। ইহাদের মেদাদি পচিয়া পৃথিবীর স্তর সৃষ্টি করিয়াছে তাই পৃথিবীর এক নাম মেদিনী। এই তত্ত্ব আর্য ঋষি যখন আবিষ্কার করেন তখন মুদ্রা যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, হয়ত লিপি জ্ঞানও তেমন প্রচলিত ছিল না, সেই জন্য সহজে মনে রাখিবার কৌশল স্বরূপ গল্পাকারে এই তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন।

এই মধু কৈটভ বধ ব্যাপার এখনও চলিতেছে এবং পৃথিবীর দেহ গঠনে কত সাহায্য করিতেছে। বিষ্ণু (সূর্য) প্রকৃতির অর্থাৎ nature এর সাহায্যে জীব ধ্বংস করিয়া নূতন নূতন চর গঠন করিতেছে ,ও

ভবিষ্যতেও করিবে। এইরূপে গঠিত দেশকে ঋগ্বেদ ও মনুসংহিতায় "দেবনির্ম্মিত দেশ" বলে। (১৭)

যে জীব কেবল জলে বাস করে তাহারাই জলচর জীব। পৃথিবীর প্রথম স্তরে আর্যগণ মৎস্য অবতারের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই স্তরে পৃথিবী জলমগ্ন থাকা কালে কেবল জলচর জীবই ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবী দেহ খনন করিয়া সেই প্রমাণই পাইয়াছেন।

[২] উভচর জীব—নূতন নূতন দেশ গঠিত হইলে যে জীব জলেও থাকে স্থলেও থাকে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে।

এই জলচর ও স্থলচর জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) এক শ্রেণীর জীব কঠিন আবরণ যুক্ত। (২) আর এক শ্রেণীর জীব কঠিন আবরণ শূন্য।

(৬) **উর্দ্ধ স্রোতা জীব** সৃষ্টি—ক্রমে নবগঠিত স্থলভাগে বৃক্ষাদি জন্মিতে লাগিল। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আগে খাদ্য সৃষ্টি করিয়া তার পর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধ জন্মে। তাই ফলবান বৃক্ষাদি আগে জন্মিয়াছে, পাখী আদি ফলভোজী জীব তার পরে জন্মিয়াছে। উর্দ্ধ স্রোতা অর্থ যাহারা উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) পালক যুক্ত, (২) পালক শূন্য, যেমন বাদুড়।

(৭) **অর্বাক স্রোতা** সৃষ্টি—অর্থাৎ এই সময় নিম্ন মুখ স্তন্য পায়ী জীব সৃষ্ট হইয়াছে (Mammals)। ইহারাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) লোমশ, (২) লোম শূন্য।

(৮) অনুগ্রহ সৃষ্টি—ইহারা ইচ্ছামত যে কোন ভাবে হাত পা ব্যবহার করিতে পারে। ইহারাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) লোমশ

(১৭) ঋগ্বেদ ৩।৩৩।৪ ঋক ; মনু ২।১৭।

যথা বানর, বন মানুষ, (২) লোম শূন্য বা লোম বিরল যথা—মহিষ, শূকর, হস্তী ইত্যাদি।

৯। **কৌমার সৃষ্টি**—শ্বেতবর্ণ আর্য জাতি এই সৃষ্টির অন্তর্গত, ইহারা সভ্য মানুষ (ভাগবত ১।৩।৬ শ্লোক)। এই সৃষ্টির প্রথম সভ্য আর্য মানব ব্রহ্মা।

মনুষ্য সৃষ্টি।

কাল বর্ণের মানুষ—মেরু প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য হইতে দূরে থাকায় তথাকার উষ্ণতা প্রথমে কমিয়াছে। এই জন্য উত্তর মেরুই প্রথমে মানুষের বাস যোগ্য হইয়াছে। তথায় প্রথমে যে মানব জাতি সৃষ্টি হইয়াছিল, পৃথিবীর তাৎকালিক উষ্ণতা ও সূর্যের তীব্র উত্তাপ দগ্ধ হইয়া তাহাদের চর্ম্মের বর্ণ কাল হইয়াছিল। ইহাদের মস্তকের পার্শ্ব দেশ চাপা এবং সম্মুখ ভাগ বর্দ্ধিত, ললাট অপ্রশস্ত ও ক্রম নিম্ন, কপোল দেশ স্ফীত ও নিঃসারিত, চুল কোঁকড়া, নাসিকা স্থূল ও চেপ্টা, চক্ষু কুটিল, ওষ্ঠ অতিশয় পুরু, বুদ্ধিহীন, ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য।

তাম্রবর্ণ মানুষ—মেরু প্রদেশের উত্তাপ ক্রমে কমিলে তখনকার জল বায়ু যোগে মানুষের বর্ণ একটু পরিষ্কার হইয়া লাল বা তাম্র বর্ণ হইয়াছিল। আকৃতি ও স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছিল। ইহাদের চুল কাল, সোজা ও শক্ত। শ্মশ্রু ক্ষুদ্র ও অল্প। কপালের অস্থি উচ্চ। নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, মস্তক ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাদ্ভাগ চ্যাপ্টা, মুখ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু, প্রতিহিংসা পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধ প্রিয়। ধর্ম্মজ্ঞান নিকৃষ্ট।

এই সময় কাল বর্ণের মানুষ তাহাদিগের উপযুক্ত উষ্ণ প্রদেশের অনুসন্ধানে দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছিল। এখন তাহাদিগকে আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ মণ্ডলে দেখা যায়। ইহাদিগকে কাফ্রি বলে।

কটাবর্ণের মানুষ—ক্রমে মেরু প্রদেশের উত্তাপ আরও কমিয়া গেল। তাম্রবর্ণ মানুষের বর্ণ একটু পরিষ্কার হইয়া কটা রং হইয়াছিল। ইহারা ও শিকারে প্রাপ্ত জীবের মাংস খাইত। ইহাদের আচার ব্যবহার লালবর্ণের মানুষ অপেক্ষা একটু উচ্চ ও উন্নত ছিল। ইহাদিগকেই সম্ভবতঃ ভারতে দ্রাবিড়িয়ান বলে। ইহাদিগের নাসিকা চওড়া প্রশস্ত। মস্তক অপ্রশস্ত (dolichocephalic) ও দীর্ঘ, পশ্চাদ্ভাগ চ্যাপ্টা, মাথার চুল কাল এবং ঢেউ তোলা। ধর্ম্মজ্ঞান তাম্রবর্ণের মানুষ অপেক্ষা উচ্চ। চক্ষু একটু টেরচা, কপোলের অস্থি একটু উচ্চ। ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত।

এই সময় তাম্রবর্ণের মানুষ নিজেদের উপযুক্ত জল বায়ুর স্থানের অনুসন্ধানে আমেরিকার দিকে নামিয়া গিয়াছে। এখনও ইহারা আমেরিকায় বাস করিতেছে। ইহাদিগকে রেড ইণ্ডিয়ান বলে।

পীতবর্ণের মানুষ—ক্রমে সূর্যতেজ ও পৃথিবীর উত্তাপ আরও কমিয়া গেলে এই কটা বর্ণের মানুষের রং আরও একটু পরিষ্কার হইয়া পীত বর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের চুল কাল, সোজা ও লম্বা। দাড়ি অল্প। নাসিকা স্থূল, ক্ষুদ্র, চ্যাপ্টা, মস্তক গোল, পার্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ চৌরস, ললাট দেশ নিম্ন, চক্ষু অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। ইহারা অনুকরণ প্রিয়। কৃষি কার্য্যে অতি পটু, নীতি জ্ঞান নিকৃষ্ট।

এই সময় কটাবর্ণের মানুষ দক্ষিণে নিজেদের উপযুক্ত জল বায়ুর অন্বেষণে চীন দেশ দিয়া নামিয়া ক্রমে আসাম প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছিল। সেখান হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছে। ইহারা ডল্‌মেন (dolmen) অর্থাৎ এড়ুক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মৃত দেহ কবর দিত।

শ্বেতবর্ণের মানুষ—ক্রমে আরও উত্তাপ কমিয়া গেলে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন হইল। বায়ু শীতল হইল, জল জমাট বান্ধিতে লাগিল।

সূর্য তেজের প্রখরতা কমিয়া গেল। তখন মানুষের পীতবর্ণ আরও পরিষ্কার হইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। ইহাদিগের কেশ কৃষ্ণবর্ণ, মস্তক বৃহৎ, মুখ ডিম্বাকৃতি, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরু। কপোলের অস্থি উন্নত নহে। চক্ষু সমান্তরাল, নৈতিক জ্ঞান প্রখর। ইহারা উন্নতিশীল।

এই সময় পীত বর্ণের মানুষ মঙ্গোলিয়া দেশে নামিয়া গিয়া নিজেদের উপযুক্ত জল বায়ু যুক্ত দেশে বাস করিয়াছে। চীন জাপান ও ব্রহ্ম দেশের মানুষ এই জাতীয়। ইহাদিগকে মঙ্গোলিয়ান জাতি বলে।

জীবের জন্ম ক্রম।

	(ক) লোম শূন্য	(খ) লোমশ
১০।	শ্বেত মনুষ্য	সিম্পাঞ্জি
৯।	পীতবর্ণ মনুষ্য	ওরাঙ্গওটান
৮।	তাম্রবর্ণ মনুষ্য	গরিলা
৭।	কাফ্রি মনুষ্য	গিবন
৬।	নরসিংহ	বানর
৫।	স্তন্যপায়ী লোমশূন্য	স্তন্যপায়ী লোমশ
৪।	পাখী পালক শূন্য	পাখী পালকযুক্ত
৩।	সরিসৃপ শক্ত আবরণ শূন্য	সরিসৃপ শক্ত আবরণযুক্ত
২।	মৎস্য আইস শূন্য	মৎস্য আইস যুক্ত
১।	কীট খোলা শূন্য	কীট খোলা যুক্ত

জীব কোষ।

জাতি-নির্ণয়।

যত প্রকার আকৃতির মানুষ আছে, সকলেই সম্ভবতঃ এক জাতি হইতে ক্রমে জলবায়ু প্রভৃতির অবস্থানুসারে উন্নত আকারের হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া পূর্ব আকৃতির লোক যে তাহাদের মধ্যে হয় না, তাহা নহে। যেমন কাফ্রি হইতে তাম্রবর্ণ মানুষ, তাহা হইতে কটাবর্ণের মানুষ, তাহা হইতে পীত, তাহা হইতে ক্রমে শ্বেত বর্ণের মানুষ জন্মিয়াছে, সেই জন্য তাহাদের পরবর্ত্তী পুরুষেও ঐ প্রকারের আকৃতির মানুষ তাহাদের মধ্যে জন্মিতে পারে। এই জন্যই এক জাতীয় মানুষের মধ্যে অপর এক জাতীয় মানুষের মুখ দেখা যায়। এখন পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদ্গণ কালবর্ণের মানুষের মধ্যে মুখের চেহারা অনুসারে নানা মানুষের নাম করিয়াছেন, যথা—(১) পিথিক্যানথ্রপাস (Pithecanthropus), (২) নিয়ানডারথ্যাল্ মনুষ্য (Neanderthal man), (৩) ক্রোম্যাগনন (Cromagnon man), (৪) রেণডিয়ার মনুষ্য (Reindear man) ইত্যাদি। ইহারা সকলেই কালবর্ণের মানুষ। এক এক দেশের জলবায়ু অনুসারে এক এক রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। এষ্ট্রালয়েড জাতি (Australoid type), বুসম্যান টাইপ (Bushman type), নিগ্রো জাতি (Negro type) এই কালবর্ণেরই অন্তর্গত।

এখন মাথা মাপিয়া জাতি ঠিক করিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা ঠিক নহে। এক পরিবারের দুই সন্তানের একটির আকৃতি আর্যের মত আর একটির আকৃতি মঙ্গোলিয়গণের মত হইতে পারে। এই মঙ্গোলিয়গণের আকৃতির লোক যদি কালবর্ণের হয় তাহা হইলেই সে কাফ্রি জাতির মানুষ হইল, কিন্তু তাই বলিয়া সে কাফ্রির মধ্যে গণ্য হইবে না। আর্য পিতামাতার সন্তান সে, সুতরাং আর্যই হইবে। এরূপ প্রমাণ অনেক

পাওয়া যায়। আবার রিজলি সাহেব পঞ্জাব হইতে মাথা মাপিতে মাপিতে যতই পূর্বদিকে আসিয়াছেন ততই মাথা মোটা লোক পাইয়াছেন, আর তাহাদিগকে বিভিন্ন জাতিভুক্ত করিয়াছেন। ইহা ঠিক হয় নাই। এক জাতীয় মানুষের সন্তানই স্থানের গুণভেদে, কাল পাত্র অনুসারে এক এক জাতি হইতে জন্মিয়াও পৃথক পৃথক আকার পাইতে পারে। ইহা প্রকৃতিরই খেলা। তাই দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানুষ দেখা যায়। ভারতের উত্তর পশ্চিমের মানুষের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের মানুষের বর্ণ একটু ময়লা। তীব্র সূর্যতেজই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

নারায়ণ।

পৃথিবীর মানচিত্রখানি খাড়া করিয়া ধরিলে আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর দক্ষিণাংশে জলভাগ বেশী, উত্তরদিকে স্থলভাগই বেশী। দেখিয়া মনে হয় স্থলভাগ যেন নৌকার ন্যায় (১৮) জলের উপর ভাসিতেছে। ঋষিগণ এ তত্ত্ব জানিতেন, তাই স্থলভাগকে ভাসমান কল্পনা করিয়া নারায়ণ নাম দিয়াছেন। নার অর্থ জল যাহার অয়ন অর্থাৎ শয্যা তাহাকে নারায়ণ বলিয়াছেন (১৯)। ইহাই নারায়ণের ভাসমান শয্যা। বাইবেলের স্পিরিট (২০) সম্ভবতঃ এই উভয় সম্প্রদায় এক স্থানে বাস করিবায় সময় কল্পিত হইয়াছে।

পদ্মযোনি।

এই স্থলরূপী নারায়ণের নাভি অর্থাৎ কেন্দ্র উত্তর মেরু। পৃথিবীকে ঋষিগণ পদ্মসহ তুলনা করিয়াছেন। উত্তর মেরু এই পদ্মের কর্ণিকা (২১)।

(১৮) বায়ু ৬।২৭; (১৯) বায়ু ৬।৫ শ্লোক।

(২০) Gen. 1, 2. (২১) বায়ু ৩৪।৩৭।

নারায়ণের এই নাভি পদ্মে অর্থাৎ উত্তর মেরুতে আদি আর্য মানব ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে, এইজন্য ঋষিগণ তাঁহার এক নাম পদ্মযোনি রাখিয়াছেন (২২)। আদি আর্য মানবের উত্তর মেরু প্রদেশে জন্মের ইহা একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ। তাৎকালিক ঋষিগণ ইহার সাক্ষী।

ব্রহ্মা ও আদম।

আদি আর্য মানবের নাম ব্রহ্মা (২৩)। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, এইজন্যই তাঁহার নাম ব্রহ্মা (২৪)। ব্রহ্মা নিজ দেহকে দুইভাগ করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অপর অর্দ্ধাংশে নারী সৃষ্টি করিলেন (২৫)। বাইবেলে লিখিত আছে ঈশ্বর আদমের পঞ্জরাস্থি লইয়া "ইভা" নামক একটি স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া আদমকে দিলেন। আদম তাহার গর্ভে আত্মসদৃশ (২৭) পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও স্বীয় আকৃতির অনুরূপ এই আর্য্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তজ্জন্যই এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রদিগকে ব্রহ্মার "মানস" পুত্র (মনন করিয়া যাহাদিগকে কোন উদ্দেশ্যে জন্ম দেওয়া যায়) বলে (২৮)।

ইহাতে অনুমান হয় ব্রহ্মা ও আদম একই ব্যক্তি। আদম আর্য আদি মানব। উভয় সম্প্রদায় এক স্থানে একত্র বাসকালে এই ইতিহাস

(২২) বায়ু ৩৪।৩৭, ৪২, ৪৪।

(২৩) বায়ু ৪।৭৭ ; ৫।২৪।

(২৪) বায়ু ৫।৪২। (২৫) মনু ১।৩২।

(২৬) Gen. ch. 2, 2, 22. (২৭) Gen. ch. 3. 3.

(২৮) বায়ু ৯।১৮, ১৯।

কল্পিত হইয়া থাকিবে। "আদেন" অর্থ আদিস্থান এই মেরুপ্রদেশ জ্ঞাপকই বটে।

আদি আর্যনিবাস

আর্যগণের আদি নিবাস সম্বন্ধে নানামত দেখা যায়। যথা—

১। মধ্য এসিয়া।

২। ককেসাস পার্বত্য প্রদেশ

৩। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া।

৪। হাঙ্গেরী প্রদেশ।

৫। উত্তর মেরুপ্রদেশ।

উত্তর মেরু প্রদেশেই আর্যদিগের আদি জন্মভূমি। প্রথমে **দিব** অর্থাৎ উত্তর মেরু প্রদেশ, তারপরে **পৃথিবী,** তারপরে **অন্তরীক্ষ,** তার পরে **স্বর্গ** স্থাপিত হইয়াছে (২৯)। অর্থাৎ আর্যগণ প্রথমে দিব নামক স্থানে (উত্তর মেরুতে) বাস করিয়াছেন। এই দিব্ শব্দ হইতেই দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ দিববাসিগণই দেবতা নামে অভিহিত হন। দেবতা বা দেব শব্দের ইংরাজী অনুবাদ "God" হইবে না। স্থল বিশেষে Deity হইতে পারে। আবেস্তামতে দিব্ প্রদেশের নাম ঐর্ষনবয়েজো। আর্যগণের মতে "বিরাজভবন"। ইহার পরে স্বারোচিষ মনু পৃথিবীতে অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে দিব্ অর্থাৎ মেরুপ্রদেশ ধ্বংস হইলে সুমেরু বা Altai পার্বত্য প্রদেশে বা অন্তরিক্ষে চাক্ষুষ মনু আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। চাক্ষুষ মনুবংশের পরে, মহাজলপ্লাবনের পরে

(২৯) ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩ ঋক।

এই অন্তরীক্ষ প্রদেশ স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল। ইন্দ্র প্রভৃতি তখন এখানে রাজত্ব করিতেন।

কাল নিরূপণ।

গ্রীক দূত মেগাস্থেনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—ভারতীয়গণ দুই প্রণালীতে বৎসর গণনা করিতেন—

(১) পিতা বেক্কাস হইতে আলেক্জাণ্ডার পর্যন্ত ১৫৪ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর ৩ মাস রাজত্ব করিয়াছেন (Frag, 50).

(২) ডাইওনিসাস হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬০৪২ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। (Do).

এলেক্জাণ্ডার্ ৩২৬ খৃঃ পূঃতে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ৩২৬ খৃঃ পূঃ সহ ৬৪৫১ বৎসর যোগ করিলে ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। আর্যগণ সম্ভবতঃ এই ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ হইতেই একটি অব্দ গণনা করিয়া থাকিবেন। আমরা এই অব্দ সেই **আর্য্যাব্দ** বলিব। ব্রহ্মার মানস পুত্র, আর্যগণের প্রথম রাজা, স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম সময় হইতে সম্ভবতঃ এই অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। ১ আর্যাব্দ ও ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দ এক, অর্থাৎ ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ হইতে ১ আর্যাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং অনুমানে ৬৮২০ খৃঃ পূঃ অব্দে ব্রহ্মার জন্ম ধরা যাইতে পারে। আমরা এই সময় হইতে আর্যদিগের ইতিহাস আরম্ভ কাল ধরিব।

স্বায়ম্ভুব মনু।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব। উত্তর মেরু প্রদেশের আদি আর্য উপনিবেশের প্রথম রাজা। কোন উপনিবেশের প্রথম রাজাকে মনু বলে। এই মনু হইতেই আর্য মানব নাম হইয়াছে। এইজন্য স্বায়ম্ভুব

মনুকে **প্রথম মনু** বলা যায়। ইনি জন্ম হইতেই রাজা, এ জন্য তাঁহার জন্ম হইতেই **আর্য্যাব্দ** গণনা ধরা হইল। তিনি অনুমান ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ১ হইতে ৬০ আর্য্যাব্দ বা ৬৭১৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত তাঁহার আনুমানিক রাজত্বকাল ধরা হইল।

রাজা প্রিয়ব্রত।

অধ্যাপক ম্যাক্‌স্ ডঙ্কার তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন রাজা স্পেতাম্বাস ৬৭১৭ খৃঃ পূঃ তে রাজত্ব করিয়াছেন। আমরা ধরিলাম ৬৭১৭ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৬৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দ বা ১২২ আর্য্যাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। মেগাস্থেনিসের মতে ইনি ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। এই স্পেতাম্বাসই স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত.।

রাজা প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্র নামক পুত্র **স্বারোচিষ মনু** নামক দ্বিতীয় মনু হইয়া থাকিবেন। ইনি সম্ভবতঃ স্বীয় রুচি অনুসারে হিমালয় পর্বতের উপর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ইহাই ঋগ্বেদের **পৃথিবী** (৩০)। তাঁহার বংশের রাজাগণ মহাজলপ্লাবন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

প্রিয়ব্রতের পুত্র **উত্তম** বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর দক্ষিণে অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথাকার প্রথম মনু হইয়া থাকিবেন। ইনি **তৃতীয় মনু**। মতান্তরে উত্তম উত্তানপাদ রাজার পুত্র, প্রিয়ব্রতের ভ্রাতুষ্পুত্র। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ

---

(৩০) ঋগ্বেদ ১০। ১৯০। ৩ ঋক। রমেশ বাবু বলেন এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাহা নহে। প্রাচীন ভাষার ঋক। অনুবাদ প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের। ব্যাসকৃত।

এই বংশকেই সম্ভবতঃ Alpine জাতি বলেন। ইহাদের বর্ণ Nordic অপেক্ষা একটু ময়লা।

প্রিয়ব্রতের পুত্র **তামস** সম্ভবতঃ ঈজিপ্টে গিয়া রাজত্ব স্থাপন করতঃ **চতুর্থ মনু** এবং ঈজিপ্টের প্রথম মনু হইয়া থাকিবেন। স্থান বিশেষে তিনি তমাস্ বা ডিমাউস্ (Tim˜us) (৩১) নামে কথিত হইয়া থাকিবেন।

গ্রীস দেশের গ্রন্থে ইহাকে মানব জাতির পিতা "টেম" (Tem, father of human being) বলে। (৩১) তামস শব্দ পরে "টেম" হইয়া থাকিবে। এই জাতিকে ঈজিপ্টে দেখা যায় না, সম্ভবতঃ এসিয়ার মহাজলপ্লাবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহাদের বর্ণ ময়লা শ্বেত বর্ণ। এল্পাইন অপেক্ষা ময়লা।

প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র **রেবত** সম্ভবতঃ বর্ত্তমান স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ তথাকার প্রথম মনু হইয়া থাকিবেন। ইনি **পঞ্চম মনু**। লিথুনিয়া প্রভৃতি দেশে সম্ভবতঃ এই জাতিরই বংশধর এখনও বাস করিতেছে। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে নর্ডিক (Nardic) জাতি বলেন। উত্তর মেরুর নিকটে বাস জন্য ইহাদের বর্ণ শ্বেত।

রাজা প্রিয়ব্রত উত্তর মেরু প্রদেশকে ৯ বর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মেরুস্থিত বর্ষের নাম রাখিয়াছিলেন ইলাবৃত বর্ষ। তাহার দক্ষিণের বর্ষ, হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে কিম্পুরুষ বর্ষ। তাহার দক্ষিণে হিমবর্ষ। এই বর্ষ সমুদ্র তীরে ধনুকাকারে অবস্থিত। ইলাবৃত বর্ষের

(৩১) মাসিক বসুমতী ৪৪।১।৮৭।

(৩২) Rigvedic India by A. C. Das. P. 37.

উত্তরে রম্যক্ বর্ষ, তদুত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ, তদুত্তরে কুরু বর্ষ। এই বর্ষ সমুদ্র তীরে ধনুরাকারে অবস্থিত। মেরু প্রদেশের পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ ও পশ্চিমদিকে রোমক বর্ষ।

সূর্য সিদ্ধান্তে লিখিত আছে—ভদ্রাশ্ব (কিম্বা যম কোটির) বর্ষে মধ্যাকাশে যখন সূর্য থাকে, ভারতে (লঙ্কাতে) সূর্যের তখন উদয়; কেতুমালে (কিম্বা রোমকে) তখন মধ্যরাত্রি, এবং কুরুতে (সিদ্ধপুরে) তখন অস্ত হয়। আবার যখন ভারতে মধ্যাহ্ন হয়, কেতুমালে তখন সূর্য উদয় হয়, কুরুতে মধ্যরাত্রি ও ভদ্রাশ্ব বর্ষে অস্ত হয় (৩২)।

মেরুপ্রদেশে ইলাবৃত বর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঠিক এইরূপ দৃশ্যই দেখা যায়। অন্য কোন স্থান হইতে এরূপ দৃশ্য দেখা যায় না। ইহা আর্যগণের উত্তর মেরুবাসের একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ।

মেরু প্রদেশে কাল গণনা।

মিথুন গণনা।

আর্যগণ মেরু প্রদেশে দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রি দেখিলেন। দিবসে সূর্য আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে তদ্রূপ নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে মেরু প্রভা (Aurora Borialis) অন্ধকার নাশ করে। এই দিবারাত্রিকে তাঁহারা মিথুন বলিতেন।

দিবসে সূর্য উদয় হইয়া আকাশের চারিদিকে স্ক্রুপাকের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। ৯০ পাকে যে স্থানে যায়, সেখান হইতে ৯০ পাকে আবার স্ক্রুপাকের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতে নামিতে চক্রবালের (Horizon) নিম্নে নামিয়া যায়। ইহাই তথাকার সূর্যাস্ত।

(৩২) সূর্য- ১২।৭০।৭১।

৯০ পাকে আকাশের যে রেখা পর্যন্ত সূর্য উঠে তাহার উপরে আর উঠিতে পারে না। এই রেখাকে **অয়ন** রেখা বলা যায়। অয় অর্থ গতি—অন্ অর্থ না, অর্থাৎ যাহার উপরে সূর্যের গতি নাই।

তাঁহারা কাল গণনার জন্য মিথুন গণনা আবশ্যক বোধ করিলেন। দেখিলেন একটি বড় নক্ষত্রের নিকট সূর্য উদিত হয়। সে নক্ষত্রের গতি নাই। একস্থানেই স্থির হইয়া থাকে। ইহার উজ্জ্বলতা খুব বেশী দেখিয়া নাম রাখিলেন **তিষ্য**। এই তিষ্য নক্ষত্র হইতে আর একটি উজ্জ্বল তারা বাহির হইয়া যাইতে দেখা গেল। তাঁহারা ইহার নাম রাখিলেন "গ্রহ"। সূর্যের দ্বারা আকর্ষিত বা গৃহীত হইয়া অবিনাশী-বন্ধনে থাকিয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ আরও গ্রহ আছে তাহা আমরা উপরে দেখিয়াছি। এই উজ্জ্বল গ্রহটীর নাম রাখিলেন **বৃহস্পতি**। এই বিষয়টী সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য কল্পনা করিলেন "তিষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্ম" হইয়াছে।

তাঁহারা দেখিলেন বৃহস্পতি তিষ্য নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া ১২ মিথুন ঘুরিয়া আসিয়া আবার তিষ্য নক্ষত্রের নিকট উপস্থিত হইল। ইহাতে তাঁহারা ১২ মিথুন গণনার একটি চক্র পাইলেন। বৃহস্পতি এক মিথুনে যতটা যায় সেখানে তাঁহারা একটি নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত করিলেন। এইরূপে ১২ মিথুনে এক চক্রের ১২টি স্থান চিহ্নিত হইল। এই চিহ্নের নাম রাখিলেন স্তোম, এবং যে বিভাগে তিষ্য পড়িল তাহার নাম রাখিলেন মিথুন। সম্ভবতঃ এইভাবেই আর্যগণের মেরুবাস কালেই রাশিচক্রের পত্তন হইয়া থাকিবে। স্তোম শব্দই পরবর্ত্তী কালে "রাশি" বলিয়া কথিত হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদে অত্রিপুত্র ভৌমঋষি বলিয়াছেন "পৃথিবী প্রতিস্তম্ভ (রাশি বা স্তোম) ত্যাগ করিতে করিতে সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে (৩৩)।

(৩৩) ঋগ্বেদ ৫।৮৪।২ ঋক।

মিথুন গণনা করিতে যিনি নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার নাম হইল **বৃহস্পতি**। দেবগণের পুরোহিতের নাম ও বৃহস্পতি। প্রাচীনকালে পুরোহিতগণ যে কালের সংখ্যা রাখিতেন তাহার প্রমাণ আছে। "**দিব**" নামক স্থানে অর্থাৎ মেরু প্রদেশে এই সময় আর্যগণ বাস করিতেন।

১২ মিথুন গণনা করা হইলে **বৃহস্পতি চক্র** শেষ হইয়া আবার দ্বিতীয়বার বৃহস্পতির ভ্রমণ আরম্ভ হইল সুতরাং বৃহস্পতি চক্রের ঘূর্ণন সংখ্যা রাখা জন্য আর একটি চক্র কল্পনা করা আবশ্যক হইল। এই বৃহস্পতি নামক পুরোহিতের অধস্তন পুরুষ দীর্ঘতমা ঋষি ও কাল গণনা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—পঞ্চ অর বিশিষ্ট একটী চক্র কল্পিত হইয়াছিল (৩৪)। সম্ভবতঃ ঐ চক্রের প্রতি অরে ১ বার্হস্পত্য চক্র গণনা করা হইত। ইহাতে ৫ × ১২ = ৬০ মিথুন গণনা করা চলিত। আমরা ইহাকে **পঞ্চারী চক্র** বলিব।

৬০ মিথুন গণনা হইলে এই পঞ্চারী চক্রের সংখ্যা রাখা জন্য আর একটি চক্র কল্পিত হইয়াছিল। দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন ১২ অর বিশিষ্ট একটি চক্র কল্পিত হইয়াছিল। এই সূর্য চক্রে ৭২০ মিথুন গণনা করা হইত (৩৫)। ইহাকে সম্ভবতঃ **সুদর্শন চক্র** বলা যাইতে পারে। এই চক্রের প্রতি অরে এক পঞ্চারী চক্র বা ৬০ মিথুন গণনা করা হইত। এইরূপে ৬০ × ১২ = ৭২০ মিথুন এই চক্রে গণিত হইতে লাগিল। যথা—

১২ মিথুনে	১ বার্হস্পত্য চক্র।
৫ বার্হস্পত্য চক্র বা	
৬০ মিথুনে	১ পঞ্চারী চক্র।
১২ পঞ্চারী চক্র বা	১ আদিত্য চক্র
৭২০ মিথুনে	বা সুদর্শন চক্র।

(৩৪) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৩ ঋক। (৩৫) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১ ঋক।

এই আদিত্য চক্রকে জ্যোতিষ মতে **ভ চক্র** বলে। এই গণনা আর্যগণের মেরু প্রদেশে আদি বাসের একটী বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ।

মিথুনের বিভাগ।

চন্দ্রকে উদিত হইয়া সূর্যের মতই আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধে অয়ন স্থান বা রেখা পর্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। উদিত হইয়া চন্দ্র ৭॥ পাক ঘুরিতে ঘুরিতে অয়ন রেখা পর্যন্ত উঠিয়া আবার ৭॥ পাকে নামিয়া চক্রবালের নীচে যায়। তৎপরে ১৫ পাক পর্যন্ত চন্দ্রকে মেরু প্রদেশে দেখা যায় না। তৎপরে আবার চক্রবালের উপরে উদিত হইয়া পূর্বের ন্যায় উদয় হয় এবং নামিয়া যায়।

সম্ভবতঃ এই সময় তাঁহারা চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি দেখিয়া ৩০ তিথি স্থির করিয়া থাকিবেন। এই তিথির সাহায্যে তাঁহারা মেরু প্রদেশের এক দিনকে ছয় ভাগে ভাগ করিয়া থাকিবেন। সূর্যের এক এক পাককে এক এক তিথি ধরিয়া দুই ৯০ পাকে ১৮০ তিথিতে ৬ টি বিভাগ করিয়াছেন। চন্দ্রের "মাস্‌" নাম হইতে এক এক বিভাগের নাম মাস হইয়া থাকিবে। মাস অর্থ পরিমাণ করা। ছয় ভাগের বা মাসের ৬ আদিত্যের নাম (১) মিত্র, (২) অর্যমা, (৩) ভগ, (৪) অংশ, (৫) দক্ষ, (৬) বরুণ। (৩৬)।

(১) **মিত্র**—উদয় হইতে ৩০ পাকের নাম মিত্র। দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকিবার পরে সূর্য উদিত হইয়া মিত্র ভাবে, অন্ধকার নাশ করিয়া, মেরু বাসীদিগকে দেখা দেয়। তেজ ও প্রখর নহে সে জন্য মিত্রের এই ভাগের আর এক নাম মধু। মথ অর্থ বিনাশ করা। অন্ধকার নষ্ট করিয়া মধুর কিরণ বর্ষণ করে এবং মদ্‌ অর্থ জল হইতে উঠিয়া উদয় হয়, এজন্যও মধু বলা যায়। এই ভাগের সূর্য উদয়ের সময় রক্ত বর্ণ দেখায়।

(৩৬) ঋগ্বেদ ২।২৭।১ ঋক।

(২) **অর্য্যমা**—দ্বিতীয় ৩০ পাকের বিভাগের আদিত্যের নাম অর্যমা। অর্য, ঋ ধাতুর অর্থ গমন করা—মা অর্থ পরিমাণ করা। পরিমিতভাবে যে গমন করে, অথবা পরিমাণ করিতে করিতে যে গমন করে তাহার নাম অর্যমা। এই বিভাগের অপর নাম "শুক্র"। শুক্র অর্থাৎ শুচ অর্থ নির্ম্মল। সূর্য এই সময় মিত্রের ন্যায় মলযুক্ত অর্থাৎ রক্তবর্ণ দেখায় না; উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল দেখায়। বিশুদ্ধ কিরণ দান করে।

(৩) **ভগ**—তৃতীয় ৩০ পাকের বিভাগের আদিত্যের নাম ভগ। সূর্য যতই উর্দ্ধে উঠিতে থাকে ততই তাহার তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তজ্জন্য এই ভাগের আদিত্যের নাম ভগ (ভ দীপ্তি-গ গমন করা অর্থাৎ পূর্ণ দীপ্তির সহিত গমন করে যে তাহার নাম ভগ)। এই বিভাগের আর এক নাম নভঃ অর্থাৎ আকাশ বা উচ্চ স্থান॥ ভগ সর্বোচ্চ ভাগে ভ্রমণ করে (৩৭)।

(৪) **অংশ**—সূর্য এইরূপে ৯০ পাকে অয়ন পর্যন্ত গিয়া আবার নামিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিও হ্রাস পাইতে থাকে। পূর্ণ দীপ্তি থাকে না, অংশ হইতে আরম্ভ হয়। সর্বোচ্চ স্থানে থাকায় এই বিভাগের নাম "নভস্য" অর্থাৎ উচ্চ আকাশের।

(৫) **দক্ষ**—সূর্য ক্রমাগত দক্ষিণে নামিতেছে, তাই এই ভাগের আদিত্যের নাম দক্ষ (দক্ অর্থ জল) অর্থাৎ জলের দিকে অবতরণকারী। এই ভাগের আর এক নাম "শুচি", শুচ অর্থ নির্ম্মল। অর্যমার ন্যায় দক্ষও নির্ম্মল।

(৬) **বরুণ**—সূর্য অবতরণ করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে নামিয়া সমুদ্রকে বরণ করে তাই এই বিভাগের (সূর্যের) নাম বরুণ। এই ভাগের আর এক নাম মধুব। মথ অর্থ বিনাশ করা। এই

(৩৭) ঋগ্বেদ ৮।২৯।৯ ঋক।

সময় মেরু প্রদেশের আলোক নষ্ট হয়। বৃ অর্থ আবরণ করা অর্থেও সূর্যের আলোক এই ভাগে অন্ধকার দ্বারা আবৃত হয় এজন্যও, বরুণ নাম হইতে পারে।

মিত্র প্রাতঃ সূর্য এবং বরুণ সান্ধ্য সূর্য। সন্ধ্যায় বরুণের পর প্রাতঃকালে মিত্রকে দেখা যায়, সম্ভবতঃ সেইজন্য মিত্রাবরুণ এক সঙ্গে স্তুত হয়।

ছয় আদিত্য ও মধু মাধবাদি নাম যথাক্রমে লিখিলে এইরূপ হয়—

অয়ন স্থান বা অয়ন রেখা।

↓ ৪। অংশ (নভস্য)	† ৩। ভগ (নভঃ)
↓ ৫। দক্ষ (শুচি)	† ২। অর্যমা (শুক্র)
↓ ৬। বরুণ (মাধব)	† ১। মিত্র (মধু)

↓ অস্ত **বিষুব রেখা** † উদয়।

এইরূপে ৬ আদিত্য গণনা আর্যগণের মেরু প্রদেশে আদি বাসের একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ।

বিষুব সংক্রমণ

মেরু প্রদেশে সূর্য বিষুব রেখাতেই উদয় হয়, আবার বিষুব রেখাতেই অস্ত যায়। উদয়ের কিছু পূর্ব্বে নক্ষত্র দেখা যায় তজ্জন্য বিষুব সংক্রমণ লক্ষ্য করা কঠিন নহে। সুতরাং পরোক্ষভাবে বিষুব সংক্রমণ হইতেই মিথুন গণনা আরম্ভ হইত। সূর্যা ঋষি বলিয়াছেন—"সূর্যাকে বহন করিয়া সূর্য পূর্ব দিক হইতে আসিয়া পশ্চিমে নিবৃত্ত হয়। তখন

অন্ধকারে সূর্য কিরণ হত হয়, আলোক অর্থাৎ দিবসে সম্যকরূপে প্রকাশ পায়।” (৩৮)

সূর্য বিষুব রেখাতে উদয় হইয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসিয়া এক মিথুনেই বিষুব রেখার নিম্নে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়। আবার উদয় কালে বিষুব রেখাব উর্দ্ধে প্রকাশ পায়। এই সময়ে বিষুব সংক্রমণ অর্থাৎ সূর্যা সূর্য কর্ত্তৃক বিষুব রেখার নিম্নে বাহিত হয়। এই রূপে মেরু প্রদেশে বাসকালেই আর্যগণ বিষুব সংক্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মেরুপ্রদেশ ব্যতিত এই ঋক অন্যত্র খাটে না।

আদিত্য গণনা।

মেরুপ্রদেশে ৯০ অক্ষাংশে ৬ মাস সতত দিবা, ছয় মাস সতত রাত্রি হয়। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির পরে কতক লোক ৮৫ অক্ষাংশে আসিলেন। তথায় তাঁহারা দেখিলেন পাঁচ মাস ক্রমাগত দিন, পাঁচ মাস ক্রমাগত রাত্রি এবং দুই মাস ২৪ ঘণ্টায় সূর্যেব উদয়াস্ত হয়। তজ্জন্য এখানে সাত মাসে সাত আদিত্যের প্রয়োজন হইল। এই সপ্তম আদিত্যের নাম “**ইন্দ্র**” (৩৯)।

এখানে লোক সংখ্যা বেশী হইলে কতক কতক লোক নামিয়া ৮০ অক্ষাংশে আসিল। এখানে ৪ মাস সতত দিবা ও চারি মাস সতত রাত্রি দেখিলেন। অন্য চারি মাস ২৪ ঘণ্টায় সূর্যের উদয়াস্ত দেখিলেন। এখানে ৮ মাসের আট আদিত্যের প্রয়োজন হইল। এই অষ্টম অদিত্যের নাম **বিবস্বান** (৪০)।

(৩৮) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৩ ঋক।

(৩৯) ঋগ্বেদ ৯।১১৪।৩ ঋক।

(৪০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

৭৫ অক্ষাংশে আসিলে সেখানে তিন মাস সতত দিবা ও তিন মাস সতত রাত্রি। অন্য ছয় মাস ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি দেখিলেন। এখানে ৯ আদিত্য আবশ্যক হইল। এই নবম আদিত্যের নাম **পূষা**। এই স্থান বাসীগণ নয় মাস ব্যাপী **নবগ্ব** নামক যজ্ঞ করিতেন। এই যজ্ঞকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বৎসরের দিন গণনা করিতেন।

৭০ অক্ষাংশে আসিলে দুই মাস সতত দিবা ও দুই মাস সতত রাত্রি এবং অন্য ৮ মাস ২৪ ঘণ্টায় দিবা রাত্রি দেখিলেন। এখানে ১০ আদিত্যের প্রয়োজন হইল। এই দশম আদিত্যের নাম হইল "**সবিতা**"। এই স্থানবাসীগণ দশ মাস ব্যাপী "**দশগ্ব**" নামক যজ্ঞ করিতেন। নবগ্বগণ যখন দেশে সূর্য দেখিতে পাইতেন না, তখন দশগ্বদিগের দেশে আসিলে সূর্যকে দেখিতে পাইতেন (৪১)

এই সময় সম্ভবতঃ মেরু প্রদেশ হিমশিলাপাতে নষ্ট হইয়াগিয়াছিল। আর্যগণ সুমেরু প্রদেশে আসিয়াছিলেন। এখানে ১২ মাস ২৪ ঘণ্টায় দিবা রাত্রি হয়।

পরবর্ত্তী রাজাগণ।

রাজা প্রিয়ব্রতের পরে তাঁহার ভ্রাতা রাজা উত্তানপাদের পুত্র **ধ্রুব** রাজত্ব করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আর্যগণ ইহার পূর্বেই ধ্রুব নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। ধ্রুবের রাজত্বের আনুমানিক কাল ৬৬৫৫ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৬৩৫ খৃঃ পূঃ ও আর্যাব্দ ১৪২ পর্যন্ত ২০ বৎসর। মেগাস্থেনিস ইহার নাম বলিয়াছেন "বুডয়স"। মেরু প্রদেশে ধ্রুব নক্ষত্র মাথার উপর থাকে। এই নক্ষত্রের নামে ধ্রুবের নাম রাখিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে।

---

(৪১) ঋগ্বেদ ৩/৩৯/৫ ঋক।

শিষ্টি—ধ্রুবের পুত্র শিষ্টির নাম বাইবেলে শেথ এবং মুসলমান ইতিহাসে "শিষ"; ইহার পরে অনুমান ৬৪০১ খৃঃ পূঃ বা ৩৭৬ আর্য্যাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশের নয় জন রাজা মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। শেষ রাজা চক্ষুর সময় এই প্রদেশ **হিমশিলা** পাতে ধ্বংস হইয়া সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—গার্গ্যঋষি মেরু প্রদেশকে ঊর্দ্ধবেণীর আকারে অর্থাৎ উচ্চ আকারে দেখিয়াছেন। তখন এই প্রদেশ বাস যোগ্য ছিল। মেরু প্রদেশ ধ্বংস হইলে গালব ঋষি ঐস্থানকে সরাবাকারে দেখিয়া থাকিবেন। বার্যায়ণি ঋষি সমুদ্রাকারে দেখিয়া থাকিবেন (৪২)। অতএব এই দুই ঋষি মেরু প্রদেশ ধ্বংসের চাক্ষুষ সাক্ষী।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—যে প্রদেশে ধ্রুব রাজত্ব করিতেন প্রলয় কালে সেই প্রদেশ ক্ষয় হইয়াছিল (৪৩)। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে—যজ্ঞ বরাহ মেরু পর্ব্বতকে খুর প্রহারে প্রোথিত করিয়াছিল (৪৪) ইহা বিপ্লবের নামান্তর। অবেস্তা গ্রন্থে লিখিত আছে—হিমশিলাপাতে মেরু প্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল। আর্য্যগণ "**সুঘধ**" নামক স্থানে গিয়াছিলেন।

এই বিপ্লবে মেরু প্রদেশ হইতে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ পিষিয়া গিয়াছিল। এসিয়ার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

চাক্ষুষ মনু বংশ।

আবেস্তা গ্রন্থে লিখিত আছে—"অহুর মজ্‌দ্‌ হিম প্রলয়ের পূর্বে যিমকে সুরক্ষিত প্রদেশে একটি "**বর**" নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একজোড়া করিয়া জীবজন্তু লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে যিম্

(৪২) বায়ু ৩৪।৬৩. ৬৪। (৪৩) বিষ্ণু ২।৮।৯২।

(৪৪) কালিকা পুরাণ ২৫।৪২ শ্লোক।

সুমেরু প্রদেশে গিয়াছিলেন। যিম অর্থ রাজা। হিন্দুশাস্ত্রেও যম অর্থ রাজা (৪৫)।

রাজা চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ (৪৬) মেরু প্রদেশ হিমশিলাপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া সুমেরু প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করতঃ তথায় **ষষ্ঠ মনু** হইয়াছিলেন। আবেস্তা মতে ঐ প্রদেশ অহুর মজ্‌দ্ স্থাপিত দ্বিতীয় প্রদেশ "সুঘধ"। হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নাম **সুমেরু প্রদেশ** (Mt. Altai region)। মেরু অপেক্ষা সুরক্ষিত স্থান বলিয়া ইহার নাম সুমেরু হইয়া থাকিবে। সু উত্তম স্থান বলিয়া সম্ভবতঃ আবেস্তা গ্রন্থে ইহার নাম সুঘধ বা সুখদ হইয়া থাকিবে। হিন্দু শাস্ত্রে পরবর্তীকালে পুরাণ বেত্তাগণ মেরু প্রদেশকেই সুমেরু প্রদেশ মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

রাজা চাক্ষুষ মেরু প্রদেশের ন্যায় সুমেরু প্রদেশকেও ৯টি বর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সুমেরু পার্ব্বত্য প্রদেশের নাম ইলাবৃত বর্ষ হইতেই, আলটাই অর্থাৎ ইলাস্থায়ী হইয়া থাকিবে। এই ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে রম্যক বর্ষ তাহার উত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ তদুত্তরে কুরুবর্ষ। ইহাকে উত্তর কুরুবর্ষ বলে। ইহা মেরু প্রদেশে অবস্থিত। ভারতে ও এই কুরুবর্ষে একসঙ্গে সূর্য উদয় হয়। ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ তাহার দক্ষিণে কিমপুরুষ বর্ষ, তাহার দক্ষিণে হিম বর্ষ। পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ।

এই রাজার রাজত্বের আরম্ভ (৬৪০১ খৃঃ পূঃ) হইতে একটি অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছে। এই অব্দই মেগাস্থেনিস কথিত দ্বিতীয় প্রকার অব্দ গণনা বলিয়া বোধ হয়। ডাইওনিসাস শব্দ দক্ষিণেশ বলিয়াই মনে হয়। রাজা চাক্ষুষই দক্ষিণেশ।

(৪৫) ঋগ্বেদ ১০।৫৮।১ ঋক। (৪৬) মৎস্য পুরাণ ৫।৪০।

সুমেরু প্রদেশ।

সুমেরু প্রদেশে আসিয়া আর্যগণ দেখিলেন এখানে (২৪ ঘণ্টা) ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্রি বা মিথুন হয়। প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য উদয় হয়। চন্দ্রের গতি অনুসারে এখানে ৩০ তিথিতে ৩০ দিনে এক মাস হয়। ইহা মেরু প্রদেশের ৩০ পাকের সমান। সুতরাং ৯০ পাকে ৩ মাস হয়। এই হিসাবে এখানকার ৬ মাসে মেরু প্রদেশের এক দিন, ৬ মাসে এক রাত্রি। তথাকার এক মিথুন এখানকার ১ বৎসরের সমান। চন্দ্রের এই ৩০ তিথিতে দুই পক্ষ ধরা হয়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ এবং প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণ পক্ষ। শুক্লপক্ষ চন্দ্রের দিন, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের রাত্রি। চন্দ্রের এই দিবারাত্রি দ্বারা পিত্রাব্দ গণনা করা যায়। (৪৭)

সুমেরু প্রদেশ ৭০ হইতে ১০০ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার পূর্ব দিকে মঙ্গোলিয়া ও চীন দেশ। পশ্চিমে তুর্কিস্থান ও কাজাক প্রদেশ। উত্তরে মেরু প্রদেশ, দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত।

এই প্রদেশে চারিটি প্রধান নদী ছিল, যথা—(১) সীতা, (২) অলকনন্দা, (৩) স্বরক্ষু এবং (৪) সোমা। **সীতানদী** পূর্ব মুখে গিয়া অরুণোদ হ্রদে (Lake Baikal) পড়িয়া তথা হইতে পূর্ব সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে "চিটা" নামক একটি স্থান আছে, ইহা সীতা নামের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। বরুণোদ্ বা অরুণোদ (৪৮) হ্রদ হইতে শিল্কা নামক একটি নদী বাহির হইয়া আমুর নদীতে পতিত হইয়াছে।

---

(৪৭) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব। ৩৩ পৃষ্ঠা।

(৪৮) বায়ু পুরাণ ৪২।১৫, ১৬।

(২) আলটাই পর্বতের দক্ষিণে "উলুকেম" নামে একটি নদী মানচিত্রে দেখা যায়, সম্ভবতঃ ইহাই **অলকনন্দা নদী**। ইহা বর্ত্তমান অলকানন্দা নহে। বর্ত্তমান অলকনন্দা নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার সঙ্গে মিশিয়াছে।

(৩) সুমেরু প্রদেশের পশ্চিমে আলটাই পর্বত হইতে স্বরক্ষু নামক একটি নদী বাহির হইয়া আরল হ্রদে পতিত হইয়াছে। ইহার বৈদেশিক নাম "জাক্জার্টিস" (Jaxartes) ছিল, এখন শির দরিয়া বলে। এই নদীর নাম পরে স্বরক্ষু—ইতি=**সরস্বতী** হইয়াছে। এই প্রাচীন সরস্বতী নদী (৪৯) পিতৃলোকে অর্থাৎ সুমেরু প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে।

(৪) **সোমানদী**—আলটাই পার্বত্য প্রদেশের উত্তর দিক হইতে বহির্গত হইয়া মহাভদ্র হ্রদে পড়িয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে। সেলেঙ্গা নামক একটি নদী পার্বত্য প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া বৈকাল হ্রদে পড়িয়া লেনা নামে উত্তর সাগরে পড়িয়াছে। অনুমান হয় এই সেলেঙ্গা ও লেনা নদীই হিন্দু শাস্ত্রে সোমা নদী নামে কথিত হইয়া থাকিবে।

রাজা বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তিনি ঋষি এবং প্রজাদিগকে যাগ যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "তাঁহাকেই পূজা করিতে হইবে। ঋষিগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, সুতরাং এরূপ অত্যাচার করা আপনার উচিত নহে। রাজা তাহা শুনিলেন না। তখন ঋষিগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় অভিষেক কালে রাজাদিগকে সুশাসন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে হইত।

(৪৯) ঋগ্বেদ ১০।১৭।৮ ঋক।

বেণ পুত্র রাজা **পৃথুর** সময় সম্ভবতঃ ভুমি কর্ষন দ্বারা শস্য উৎপন্ন করিবার প্রনালী প্রবর্তিত হইয়াছিল (৫০)। সুত ও মাগধ নামে দুই সম্প্রদায় গায়ক ইহাঁর সময় হইতে রাজ সভায় গান করিয়া রাজার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিত (৫১)। পৃথু খৃঃ পূঃ ৬২ ৪৯ বা ৫২৮ আর্যাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। পৃথুর পরে তৃতীয় রাজা প্রাচীনবর্হির সময় সম্ভবতঃ বিষুব সংক্রমণ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে।

এই সময় কণ্ডুনামে এক ঋষি সুমেরু প্রদেশে ছিলেন। তিনি দেখিলেন সূর্য মেরু প্রদেশে পুষ্যা নক্ষত্রে বিষুব রেখাতে উদয় হইত। কিন্তু এখন ঐ নক্ষত্র হইতে অনেক পশ্চিমে আর একটি নক্ষত্রের নিকট সরিয়া আসিয়া উদয় হইতেছে। এই নক্ষত্রের নাম সম্ভবতঃ তিনি **পুনর্ব্বসু** রাখিলেন। হিমপ্রলয়ের সময় বাসস্থান ধ্বংশ হইবার পরে আবার বাসস্থান এই নক্ষত্রে নির্দি ষ্ট হওয়ায় সম্ভবতঃ এই নাম রাখা হইয়া থাকিবে। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে "কুণ্ডু" ঋষি প্রম্লোচা নাম্নী এক অপসরার সহিত ৯৮৭।৬।৩ দিন বাস করিয়াছিলেন। ইহা একটী রূপক বৃত্তান্ত। প্রম্লোচা শ্রাবণ মাসের সূর্যরথে থাকে। এই গল্পে (১) কণ্ডুঋষি, (২) প্রম্লোচা, (৩) শ্রাবণ মাস পাইলাম। সম্ভবতঃ কণ্ডু ঋষি বিযুব বিন্দুর গতি। এই সময় শ্রাবণ মাসে ক্রান্তিপাত বা বিযুব সংক্রমণ হইত। আমাদের গণনানুসারে ৬১৬৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ১লা শ্রাবণ ক্রান্তিপাত শেষ হইয়াছে। ৬৪০৩ হইতে ৫৪৪৮ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত পুনর্বসু নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হইয়াছে। এই সময় লিপি প্রণালী হয়ত প্রচলিত ছিল না। কেহ লিখিতে জানিতেন না। তাই গল্পাকারে ঋষিগণ আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি রাখিয়া থাকিবেন। সহজে মনে রাখিবার জন্য, এই কৌশল করিয়াছিলেন।

(৫০) বায়ু পুরাণ ৬২।১৭৪—১৭৬। (৫১) বায়ু ৬২।১৪৭।

কণ্ডু ঋষির কন্যা মারিষার সহিত রাজা প্রথম প্রচেতার বিবাহ হইয়াছিল। সেই হইতে দশ জন প্রচেতা পর পর রাজত্ব করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রচেতার রাণীই মরিষা নামে অভিহিত হইয়াছেন (৫২)।

প্রচেতাগণ খৃঃ পূঃ ৬১৬৫ হইতে ৫৮৮৫ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৬২ শতাব্দীতে কণ্ডু ঋষি **বিষুব সংক্রমণ** গণনার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। মেরুবাস কালে ঋষিগণ সম্ভবতঃ বিষুব বিন্দুর গতির নাম **সূর্য্যা** রাখিয়া থাকিবেন (৫৩)। এখানে হয়ত প্রত্যেক মাসের বিষুব সংক্রমণের নাম পৃথক পৃথক করিয়া রাখিয়া থাকিবেন। যথা—(১) চৈত্র মাসে ক্রতুস্থলা, (২) বৈশাখ মাসে পুঞ্জিকস্থলা, (৩) জৈষ্ঠ মাসে মেনকা, (৪) আষাঢ় মাসে সহজন্যা, (৫) শ্রাবণ মাসে প্রম্লোচা, (৬) ভাদ্র মাসে নিম্লোচা, (৭) আশ্বিন মাসে বিশ্বাচী (৮) কার্ত্তিক মাসে ঘৃতাচী, (৯) অগ্রহায়ণ মাসে উর্ব্বশী, (১০) পৌষ মাসে বিপ্রচিত্তি, (১১) মাঘ মাসে তিলোত্তমা, (১২) ফাল্‌গুণ মাসে রম্ভা (৫৪)।

নক্ষত্র চক্র।

আমরা উপরে দেখিয়াছি বৃহস্পতির গতি অনুসারে আদিত্য চক্রকে ১২ভাগে বিভক্ত করিয়া ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা তাহা চিহ্নিত করা হইয়াছে। তখন সম্ভবতঃ ইহাদের কোন নামকরণ হইয়াছিল না। ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারাই গণিত হইত। মিথুন গণনা হইতে মনে হয় যে এই সময় তিষ্য নক্ষত্রের ভাগের নাম মিথুন রাখা হইয়া থাকিবে।

(৫২) বিষ্ণু ১।১৫।৫১।

(৫৩) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৩ ঋক।

(৫৪) বায়ু ৫২।৪—২২।

আর্যগণ সুমেরু প্রদেশে আসিয়া দেখিলেন পূর্ণচন্দ্র প্রতিবারে কেবল পূর্ব চিহ্নিত ১২ স্থানেই পূর্ণ হয় না। দুই চিহ্নের মধ্যবর্ত্তী স্থানেও পূর্ণ হয়।

এজন্য পূর্ণচন্দ্রের গতি অনুসারে আরও ১২টি স্থান ঐ চক্রে চিহ্নিত হইল। এইরূপে আদিত্যচক্রে নক্ষত্র দ্বারা ২৪টি স্থান চিহ্নিত করা হইল। এই ২৪টি চিহ্নের নক্ষত্রের নাম তখন কি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে পরবর্ত্তী কালের নক্ষত্রগুলির নাম দেখিয়া অনুমান হয়, এই সময়ই নক্ষত্রের নাম করণ হইয়া থাকিবে। অনুমানে নিম্ন লিখিত নাম গুলি ধরা যাইতে পারে। যথা—(১) অশ্বিনী; (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) পুনর্বসু, (৭) পুষ্যা, (৮) অশ্লেষা, (৯) মঘা, (১০) পূর্বফাল্গুণী, (১১) উত্তর ফাল্গুণী, (১২) হস্তা, (১৩) চিত্রা, (১৪) স্বাতী, (১৫) বিশাখা, (১৬) অনুরাধা, (১৭) জ্যেষ্ঠা, (১৮) মুলা, (১৯) পূর্বাষাঢ়া, (২০) উত্তরাষাঢ়া, (২১) শ্রবণা (২২) ধনিষ্ঠা, (২৩) ভাদ্রপদ, (২৪) রেবতী।

এইরূপে আদিত্যচক্র প্রথমে বৃহস্পতি দ্বারা ১২ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন ইহার নাম হইয়াছিল "**বার্হস্পত্য চক্র**"। এখন পূর্ণ চন্দ্র দ্বারা ঐ চক্র ২৪ ভাগে বিভক্ত হইল এবং ২৪টি নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা ঐ ২৪টি ষ্টেসন চিহ্নিত করা হইল। এখন ইহার নাম নক্ষত্র চক্র বলিতে পারি।

চতুর্থ প্রচেতার সময় ৬০৫৭ খৃঃ পূঃতে ৭২০ মিথুন গণনা চক্র শেষ হইল। তখন আর একটি বড় চক্র আবশ্যক হইল। তখন আর্যগণ কল্পনা করিলেন ঐ ৭২০ মিথুনগণনার চক্রকে ১০ জন বহন করিতেছে (৫৫)। এইরূপে ৭২০ × ১০ = ৭২০০ বৎসর গণনা হইতে

(৫৫) ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৪, ১৫৮।৪,৬ ঋক।

লাগিল। পূর্বে এক চক্রেই বৎসর বা মিথুন গণনা চলিত, এখন ঐ চক্র ১০ জনে বহন করা কল্পিত হওয়ায় এই ১০ জনের সংখ্যা রাখা আবশ্যক হইল। সম্ভবতঃ এইজন্য কর্কট রেখা, বিষুব রেখা ও মকর রেখা লইয়া ১০৮ ডিগ্রি বা অংশের একটি চক্র কল্পনা করিয়া বসান হইল। আমরা দেখিতে পাই প্রতি বৎসর সূর্য কর্কট রেখা হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া **অনুলোম** ভাবে বিষুব রেখার উপর দিয়া মকর রেখা পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে। কর্কট রেখার উর্দ্ধে আর যাইতে পারে না, মকর রেখার নিম্নেও আর নামিতে পারে না। ইহাই বিষ্ণুর ত্রিপাদ ক্ষেপ (৫৬)। এই তিন স্থানের নাম তৎকালে (১) কুচর, (২) মৃগ, (৩) গিরি রাখা হইয়াছিল (৫৭)। ইহাই বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্যের ত্রিপাদ ক্ষেপ।

সূর্য কুচর বা কর্কট রেখা হইতে অনুলোম ভাবে ২৭ অংশ ভ্রমণ করিয়া গিরি বা বিষুব রেখায় উপস্থিত হয়। তথা হইতে অনুলোম ভাবে আরও ২৭ অংশ গিয়া মকর রেখায় উপস্থিত হয়। তথা হইতে **প্রতিলোম** ভাবে বিষুব রেখা পর্য্যন্ত ২৭ অংশ উঠিয়া আরও ২৭ অংশ প্রতিলোম ভাবে ভ্রমণ করতঃ কর্কট রেখাতে যায়। এই রূপে এক বৎসর শেষ হয়। এই এক বৎসরে ত্রিপাদ ক্ষেপ হয়। সূর্যের এই গতি আমরা প্রতি বৎসর দেখিতে পাই। এই চক্রের ব্যাস ৪৭ অংশ এবং এই বৃত্তাভাষের পরিমাণ ১০৮ অংশ। প্রতি বৎসর সূর্য এই চক্রে ৫৪″ বিকলা সরিয়া যায়। ইহাতে ১০৮ অংশে ৭২০০ বৎসর ভ্রমণ গণনা করা হয়। সুতরাং আদিত্য চক্রকে ১০ জন দ্বারা বহন করাইয়া সেই ১০ সংখ্যা রাখা আর আবশ্যক হয় না।

ক্রমে আর্যগণ কণ্ব ঋষির এক নক্ষত্রে ৯৮৭।৬।৩ দিন ভ্রমণ সংশোধন করিলেন। কণ্ব ঋষির গণনা হিসাবে ৫৪·৬″ বিকলা ক্রান্তিপাতগতি হয়।

(৫৬) ঋগ্বেদ ১।১৫৪।১ ঋক (৫৭) ঋগ্বেদ ১।১৫৪।২ ঋক।

তাহারা ৫৪″ বিকলা ধরিলেন। ইহাতে ৩৬০ ডিগ্রি ভ্রমণ করিতে ২৪০০০ বৎসর নির্দিষ্ট হইল। আর্যগণ মেরু প্রদেশে থাকিতেই ডিগ্রি বা অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন " সূর্য বৎসরে চারিগুণ নব্বই পাক ভ্রমণ করে। সুতরাং এই ৯০ × ৪ = ৩৬০ অংশ হয়। (৫৮)। এক নক্ষত্রে ১৫ অংশ এবং এক বার্হস্পত্য ভাগে ৩০ অংশ করিয়া পড়িল। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রে ১০০০ বৎসর প্রতি বার্হস্পত্য ভাগে ২০০০ বৎসর গণনা হইত। এই দুই প্রকার গণনা চলিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞান সম্মত গণনা মতে ৫০·২″ বিকলা গতিই ঠিক। প্রমাণটি ভারত যুদ্ধের তারিখ নির্ণয়ের মধ্যে দেওয়া হইল।

দশম প্রচেতার পরে তাঁহার পুত্র দক্ষ সুমেরু সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে দশ জন দক্ষ ৫৮৮৫ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৬০১ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

কশ্যপ ঋষির বংশ।

মধ্য এসিয়ার " কশ্যপাগার " নামক স্থানে কশ্যপঋষি বাস করিতেন। এখন এই কশ্যপাগারের নাম " কাশগার "। দশম দক্ষের কয়েকটি কন্যার সহিত কশ্যপ ঋষির বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অদিতি, দিতি ও দনু প্রধানা ছিলেন। অদিতির ১২টি পুত্র জন্মিয়াছিল। দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ আদিত্যের নামে তাহাদের নাম রাখা হইয়াছিল। অদিতির পুত্র বলিয়া ইহাদিগকে আদিত্য বলা হইত। যথা—(১) ইন্দ্র (২) অর্যমা, (৩) দক্ষ, (৪) ত্বষ্টা, (৫) পুষা, (৬) বিবস্বান, (৭) সবিতা (৮) মিত্র, (৯) বরুণ, (১০) অংশ, (১১) ভগ, (১২) বিষ্ণু।

(৫৮) বায়ু ৬৯।১১।

দিতির পুত্র ৪টি—হিরণ্যকশিপু, (২) হিরণ্যাক্ষ, (৩) ময়, (৪) মরুৎ। ইহাদিগকে মাতার নাম অনুসারে দৈত্য বলা হয়।

দনুর পুত্র পুলোমা, স্বর্ভানু, মৃকণ্ডু প্রভৃতি। দনুর পুত্র বলিয়া ইহাদিগকে দানব বলা হয়।

কশ্যপ ঋষির অপর স্ত্রী সুরভির গর্ভে ১১টি পুত্র জন্মিয়াছিল। একাদশ রুদ্রের নামে তাহাদের নাম রাখা হইয়াছিল।

কশ্যপ ঋষির স্ত্রী খশার দুই পুত্র—(১) বিলোহিত (২) বিকল। ইহারা উভয়ে সম্ভবতঃ কাল গণনা কার্য্যে ব্রতী ছিল। আর্যগণ প্রথমে সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষই জানিতেন। এই মতে যাহারা কাল গণনা করিত তাহাদিগকে **যক্ষ** বলা হইত। ইহাদের জ্যেষ্ঠ ছিলেন যক্ষ দল ভুক্ত, কনিষ্ঠ ছিলেন রক্ষ দলভুক্ত।

যক্ষ ও রক্ষ।

প্রাচেতস্ বংশে প্রথমে যক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় (৫৮)। এই সময় সৌরকেন্দ্রিক মতই প্রচলিত ছিল। ইহাদিগের মতে সূর্য মধ্যে থাকে, পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যক্ষ ধাতু কর্ষণ অর্থাৎ আকর্ষণ হইতে বুঝা যায় যে যাহারা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কর্ষণ অর্থাৎ ভ্রমণ মানিতেন তাহাদিগকে যক্ষ বলা হইত। সম্ভবতঃ কশ্যপ ঋষির পূর্বেই অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৭ শতাব্দীতেই ভৌমকেন্দ্রিক জ্যোতিষ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

কশ্যপ ঋষি খশার পুত্র বিলোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তুমি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কি বিবেচনা কর? সে বলিয়াছিল আমি পৃথিবীকে যক্ষ্ অর্থাৎ কর্ষণ করিব অর্থাৎ পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরাইব। এই জন্য বিলোহিত যক্ষ দল ভুক্ত হইল। কনিষ্ঠ বলিল

আমি "মাতাকে রক্ষা করিব অর্থাৎ কেন্দ্রে রাখিব।" এ জন্য কনিষ্ঠ বিকল রক্ষ দল ভুক্ত হইল। এইরূপে সম্ভবতঃ ৫৭ খৃঃ পূঃ র শেষ ভাগে যক্ষ ও রক্ষ এই দুই সম্প্রদায় পৃথক ভাবে গঠিত হইয়া থাকিবে (৫৯)। যক্ষগণ দেবগণের মত, সূর্য মধ্যে থাকে, পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরে এই মত স্বীকার করিত বলিয়া তাহারা দেবদল ভুক্ত হইয়াছিল। রক্ষগণ দেবমতের বিরোধী হওয়ায় তাহারা প্রথমে রক্ষ পরে রাক্ষস বলিয়া কথিত হইত। ইহাদিগকে অসুর ও বলিত।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ "অসুর" শুনিলেই তাহাদিগকে দ্রাবিড়ি মনে করেন। তাহা ঠিক নহে। কশ্যপ আর্য, দক্ষ কন্যা খশাও আর্য, সুতরাং ইহাদিগের পুত্রও আর্য বলিয়াই গণ্য হইবে। ইহাদিগের বংশ ও আর্য বংশ। ভৃগু ঋষির দুটি ভার্যা ছিল—(১) দিব্যা, (২) পৌলমী। তন্মধ্যে দিব্যা হিরণ্যকশিপুর কন্যা (৬০)। কশ্যপ ঋষির যজ্ঞে হিরণ্যকশিপু ঋত্বিকের কার্য বেদাদি পাঠ করিয়াছিলেন (৬১)। ভৃগুঋষির দ্বিতীয়া ভার্যা পৌলমী দনুর পুত্র পুলোমার কন্যা ছিলেন। পুলোমার অপর কন্যা শচী ইন্দ্রের মহিষী ছিলেন।

দেবাসুর যুদ্ধ।

দশম প্রাচেতস্ দক্ষ অপুত্রক মৃত হইলে তাঁহার দৌহিত্রদিগের মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ হওয়ায় সুমেরু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যাচারী হওয়ায় অদিতির পুত্র আদিত্যগণ তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে হিরণ্যকশিপুকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই সুমেরুবাসিগণ

(৫৯) বায়ু ৬৯।১০০।

(৬০) বায়ু ৬৫।৭৩. (৬১) বায়ু ২৭।৫০,৫১।

দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। একদল ইন্দ্রের পক্ষ, দ্বিতীয় দল হিরণ্যকশিপুর পক্ষ ছিল। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া দৈত্য ও দানবগণ **অসুর** নামে এবং যুদ্ধ জয় করিয়া আদিত্যগণ **সুর** নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই দেবাসুর যুদ্ধ **আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ নহে।** আর্য **বৈমাত্র ভ্রাতাদিগের** মধ্যে যুদ্ধ।

মনু ও নুহের বিবরণ

গ্রীশদেশে একটি অব্দ গণনা প্রচলিত আছে, তাহার নাম মণ্ডেন্ অব্দ (Mundane Era)। ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ হইতে এই অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছে। এখন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাহার ৭৫৩৯ বৎসর চলিতেছে।

তুরস্ক দেশেও এইরূপ একটি অব্দ গণনা প্রচলিত আছে। ৫৫০৮ খৃঃ পূঃ হইতে তাহার গণনা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাহার ৭৪৪৯ বৎসর চলিতেছে। সম্ভবতঃ এই দুই অব্দ গণনার প্রথমটি ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ তে মহাজলপ্লাবনের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই সময় চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনুর কাল শেষ হইয়া **বৈবস্বত** নামক **সপ্তম মনু** ও **সাবর্ণি** নামক **অষ্টম মনু** বা নুহের কাল আরম্ভ হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় অব্দটি সম্ভবতঃ ৫৫০৮ খৃঃ পূঃ তে সাবর্ণি মনুর বা নুহের মৃত্যু হইতে আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

মহা-জল-প্লাবন।

কশ্যপ ঋষির পুত্র বিবস্বানের দুই পুত্র ছিল (১) বৈবস্বত, (২) সাবর্ণি। বিবস্বান মানস সরোবরের উত্তরে গোবি সাগরের তীরে (৬২)

(৬২) মৎস্য ১।২৩।

সংযমনপুরে রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে একদিন মুখ ধৌত করিবার সময় একটি সফরি মৎস্য তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। মৎস্যটি তিনি কমণ্ডলু মধ্যে রাখিলেন। বড় হইলে তাহাকে পুষ্করিণীতে বা হ্রদে ফেলিলেন। আরও বড় হইলে নদীমধ্যে ফেলিলেন। আরও বড় হইলে সমুদ্রে ফেলিলেন। তখন মৎস্য তাঁহাকে বলিল "শীঘ্রই মহাজলপ্লাবন হইবে। এই সমস্ত দেশ ডুবিয়া যাইবে। সেই সময় তোমার নিকট একখানি নৌকা আসিবে। তাহাতে নানা জীব একজোড়া করিয়া স্থাপন করিবে এবং জলপ্লাবনের সময় নিজে তাহাতে উঠিয়া ভাসিয়া যাইবে।

মৎস্য চলিয়া গেল। ক্রমে ভয়ঙ্কর বিপ্লব দেখা গেল। ঘন ঘন ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়া গেল। বৈবস্বত নৌকায় আরোহণ করিয়া ভাসিয়া চলিলেন (৬৩)। ক্রমে নৌকা হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে লাগিল। বৈবস্বত তথায় অবতরণ করিলেন। এই স্থানের নাম মহামেরু, এখন তাহাকে পামির বলে। তিনি পামীর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ তথাকার প্রথম মনু অর্থাৎ প্রথম রাজা হইলেন।

বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা সাবর্ণি আর একখানি নৌকায় উঠিয়া ভাসিয়া চলিলেন। তাঁহার নৌকা ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গিয়া আরারট বা আরভ পর্বতের সানুপ্রদেশে (৬৪) লাগিল। তিনি তথায় নামিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার তিন পুত্র সাম, হাম ও যাফেত গিয়াছিল।

নাভানেদিষ্ট ঋষি সাবর্ণি মনুকে আরভ পর্বতের সানুপ্রদেশে বাস ও দানাদি করিতে দেখিয়াছেন এবং তিনিও তাঁহার দান গ্রহণ করিয়াছেন (৬৪)। বৈবস্বত মনুর এক পুত্রের নাম নাভানেদিষ্ট ছিল। সম্ভবতঃ এই

(৬৩) মৎস্য ২।১৯। (৬৪) ঋগ্বেদ ১০।৬২।৯, ১০, ১১ ঋক্।

ঋষিই সাবর্ণি মনুকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৬১ ও ৬২ সূক্ত তাঁহারই রচিত। সম্ভবতঃ ৫৫০৮ খৃঃ পূঃ তে সাবর্ণি মনু বা নুহের মৃত্যু হইয়া থাকিবে। সেই হইতে তুরস্কের সংবৎ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। জল নামিয়া গেলে তিনিই সম্ভবতঃ ঈজিপ্টে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তিনি তথায় প্রথম রাজা বা অষ্টম মনু হইয়া থাকিবেন।

ঈজিপ্টের পিরামিড মধ্যে পেপাইরাস কাগজে লিখিত প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। ঈজিপ্টের প্রথম রাজার নাম "মেনেস্"। ঐতিহাসিকগণ কেহ এই মেনেসকে ৫০০০, কেহ বা ৪০০০ খৃঃ পূঃ সময়ের বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরা প্রচলিত ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দই তাঁহার সময় ধরিলাম।

সাবর্ণি মনু বা নুহের পর তাঁহার পুত্র "তেতা" ঈজিপ্টের রাজা হইয়া থাকিবেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে সাবর্ণি মনুর এক পুত্রের নাম "ধৃতি"। এই ধৃতিই সম্ভবতঃ পেপাইরাস কাগজে "তেতা" লিখিত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম সুমতি। সম্ভবতঃ ইনিই বাইবেলে সাম নামে কথিত হইয়া থাকিবেন। নির্মোহ সম্ভবতঃ হাম নামে এবং যবস্ যাফেৎ নামে কথিত হইয়া থাকিবেন। অতএব সাবর্ণি মনুই যে বাইবেলের "নুহ" তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

জাহাজ নির্মাণ।

বৈবস্বত মনু ও মৎস্য বিষয়ক গল্প রূপকে লিখিত হইয়াছে। মৎস্য অর্থ যাহা জলে ক্রীড়া করে। সুতরাং মৎস্য অর্থে নৌকাও বুঝায়। মানুষ প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত করিয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে ক্রমে বড় বড় নৌকা প্রস্তুত করিয়াছে। বৈবস্বত এবং সাবর্ণি মনুর

নৌকাই হয়ত প্রথম সমুদ্রগামী বৃহৎ নৌকা বা জাহাজ। অতএব অনুমান করিতে পারি যে খৃঃ পূঃ ৫৫৯৮ বা ৫৬ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে ও ১১৭৯ আর্যাব্দে আর্যগণ সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

গোবি মরুভুমি।

সম্ভবতঃ এই জলপ্লাবনেই গোবি সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমরা সেই মরুভূমি এখন দেখিতে পাই। রাজা যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান সময় এই বালুকাময় সমুদ্র বা মরুভূমি দেখিয়াছেন (৬৫)।

বংশাবলী-কঙ্কাল।

ডাঃ ভিন্‌সেন্ট স্মিথ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"ইতিহাস বংশাবলী-কঙ্কাল দ্বারা সমর্থিত না হইলে তাহাকে ঠিক ইতিহাস বলা চলে না।" এই জন্য আমি এই বংশাবলী-কঙ্কাল প্রস্তুত করিয়াছি। পুরাণে যত বংশাবলী পাওয়া যায় কোনটিই সম্পূর্ণ নহে। এই অসম্পূর্ণ বংশাবলী ধরিয়া হিসাব করতঃ অনেকেই ইতিহাস লেখেন, কিন্তু তাহা ঠিক হয় না। কারণ এই যে, পুরাণে যত বংশাবলী আছে, তন্মধ্যে সূর্যবংশের বংশাবলী কতকটা সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতে পারে। আর কোন বংশাবলী সম্পূর্ণ করিবার উপায় নাই। বিষ্ণুপুরাণে রামচন্দ্রের নাম আছে ৬৪ পর্যায়ে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৬৩ পর্যায়ে, হরিবংশে ৫৪ পর্যায়ে, অগ্নিপুরাণে ৫১ পর্যায়ে। রামচন্দ্রের সময় নির্ণয় করিতে হইলে এই অনৈক্য পর্যায় ধরিয়া কিরূপে ঠিক হইতে পারে? শতকরা ৪ পুরুষ ধরিলে ৬৪ পর্যায়ে ১৬০০ বৎসর পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণেই লিখিত আছে তিনি ২৪ মহাযুগে ছিলেন। আমরা মহাযুগের বৎসর সংখ্যা যে

---

(৬৫) মহা-প্রস্থানিক পর্ব দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবে স্থির করিয়াছি তাহাতে (১২০×২৪) ২৮৮০ বৎসর ৫৫৯৮ মধ্যে বাদ দিলে ২৭১৮ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ২৪ মহাযুগ ছিল জানা যায়। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে রাবণ বধ করিয়াছেন। সুতরাং ২৭১৮+৩৬=২৭৫৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ২৪ মহাযুগের ত্রেতাযুগ ছিল। আমরা রামচন্দ্রের রাজত্বকাল ২৭৮০ হইতে ২৭৬০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত পাইয়াছি। সুতরাং রামচন্দ্র ঠিক ত্রেতাযুগেই পড়িয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রকে ৬৪ পুরুষ ধরিলে শতকরা ৪ পুরুষ হিসাবে ১৬০০ বৎসর পাওয়া যায়। সুতরাং রামচন্দ্র (১৬০০÷১২০) ১৪ মহাযুগের হইতেছেন। ১০ মহাযুগ বা ১২০০ বৎসর কম হইয়া গেল। অতএব মিল হইল না। কিন্তু আমাদের হিসাবে ঠিক ২৪ মহাযুগেই পড়িয়াছেন। ইহাতে অনুমান হইতেছে আমাদের কৃত বংশাবলী-কঙ্কাল সূর্যবংশ সম্বন্ধে প্রায় ঠিকই হইয়াছে। অন্য কোন বংশাবলী এইরূপে ঠিক করা যায় না, কারণ সূর্যবংশের মত অন্য কোন বংশের অপ্রসিদ্ধ নাম ধরিয়া সে বংশ তালিকা ঠিক হয় না। সেই জন্য আমরা সূর্যবংশের তালিকা ধরিয়া আমাদের ইতিহাসের কাল স্থির করিয়াছি। এই বংশের সকলকে পুত্র বলা যায় না দায়াদ বলা যাইতে পারে। পুরাণে দায়াদ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের বংশ তালিকা প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে অপ্রসিদ্ধ নাম গুলি নিম্নলিখিত ভাবে উহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

১।	বৈবস্বত মনু (বি, বা, ম,)	২৪ বৎসর
২।	প্রসন্ধি (মহা, আশ্ব, ৪ অং,)	২৪ ,,
৩।	ক্ষুপ (ঐ)	২৪ ,,
৪।	ইক্ষ্বাকু (বি, বা, ম)	২৪ ,,
৫।	কুক্ষি (রামা)	২৪ ,,

৬।	বিকুক্ষি (বি, বা, ম)	২৪ বৎসর
৭।	পরঞ্জয় (বি, বা, হ, ভা)	২৪ ,,
৮।	সুযোধন (ম, লি, অগ্নি)	২৪ ,,
৯।	অরিণাভ (শিব)	২৪ ,,
১০।	অনেনা (বি, বা, ম)	২৪ ,,
১১।	বাণ (রামা)	২৪ ,,
১২।	অনরণ্য (রামা)	২৪ ,,
১৩।	ত্রসদশ্ব (বা)	২৪ ,,
১৪।	সম্ভূত (বি, বা)	২৪ ,,

এই ভাবে বংশতালিকা-কঙ্কাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় সময় প্রায় মিল হইবে। উৰ্দ্ধ সংখ্যা ৫০।৬০ বৎসরের এদিক ওদিক হইতে পারে। ৭০০০ বৎসরের বংশ তালিকায় ১০০ বৎসরের ব্যবধান হওয়া বেশী ভুল বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না। এরূপভাবে প্রাচীন ইতিহাস লেখা চলে। বিশেষতঃ যেখানে সময় ঠিকমত পাওয়া যায় না, সেখানে এই উপায় ব্যতীত অন্য আর কি উপায় হইতে পারে! ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ হইতে এই ভাবে কাল ধরা হইয়াছে। এই গণনায় বৈবস্বত মনু, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, রাবণ, বৃহদ্বল প্রভৃতির সময় ঠিক মিল হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

আমরা এই কঙ্কাল অবলম্বনে এই ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি।

খৃঃ পূঃ ৬৭৭৭ অব্দ ব্রহ্মা ও স্বায়ম্ভুব মনুর কাল। এই কাল হইতে ঐতিহাসিক কাল ধরা হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়ব্রত এবং ধ্রুবের কাল মেগাস্থেনিসের কথিত মত ধরা হইয়াছে।

১।	স্বায়ম্ভুব মনু (Father Beccus) বা পিতা মনু)		আর্যাব্দ		
		৬০	৬০	৬৭৭৭	খৃঃ পূঃ
			হইতে	৬৭১৭	পর্যন্ত।
২।	প্রিয়ব্রত (Spetambus)	৬২	১২২	৬৬৫৫	খৃঃ পূঃ
৩।	ধ্রুব (Boudyas)	২০	১৪২	৬৬৩৫	,,
৪।	শিষ্টি বা সেথ (Bible), শিষ (মুসলিম গ্রন্থ) (বিষ্ণু, ভাগ, বায়ু)	২৪	১৬৬	৬৬১১	,,
৫।	বৎসর (ভা)	২৪	১৯০	৬৫৮৭	,,
৬।	পুষ্পার্ণ (ভা)	২৪	২১৪	৬৫৬৩	,,
৭।	ব্যুষ্ট (ভা)	২৪	২৩৮	৬৫৩৯	,,
৮।	প্রাচীন গর্ভ (বা)	২৪	২৬২	৬৫১৫	,,
৯।	উদারধি (বা)	২৪	২৮৬	৬৪৯১	,,
১০।	দিবঞ্জয় (বা)	২৪	৩১০	৬৪৬৭	,,
১১।	সর্বতেজ (বা, ভা)	২৪	৩৩৪	৬৪৪৩	,,
১২।	রিপু (বি, বা, কূর্ম্ম)	২৪	৩৫৮	৬৪১৯	,,
১৩।	চক্ষু (কূর্ম্ম)	১৮	৩৭৬	৬৪০১	,,

এই চক্ষু রাজার রাজত্ব কালে উত্তর মেরু হিমশিলা পাতে ৬৪০১ খৃঃ পূঃ তে ধ্বংশ হইয়াছে। তাঁহার পুত্র চাক্ষুষ রাজা সুমেরু বা আলটাই পার্ব্যত্য প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু ১ম মনু। চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ মনু।

চাক্ষুষ মনু বংশ

১৪।	চাক্ষুষ মনু (ষষ্ঠ মনু, Dionesus বা দক্ষিণেশ)	২৮	৪০৪	৬৩৭৩	খৃঃ পূঃ
১৫।	উরু (বি, বা)	২৮	৪৩২	৬৩৪৫	
১৬।	অঙ্গ (বি, ম)	২৮	৪৬০	৬৩১৭	
১৭।	বেণ (বি, বা, ম)	১৬	৪৭৬	৬৩০১	
১৮।	পৃথু (বি, বা, ম)	৫২	৫২৮	৬২৪৯	
১৯।	অন্তর্দ্ধান (বি)	২৮	৫৫৬	৬২২১	
২০।	হবির্দ্ধান (বি)	২৮	৫৮৪	৬১৯৩	
২১।	প্রাচীন বর্হি (বি বা)	২৮	৬১২	৬১৬৫	
২২।	প্রচেতা ১ম (বি, বা)	২৮	৬৪০	৬১৩৭	
২৩।	প্রচেতা ২য় (ঐ)	২৮	৬৬৮	৬১০৯	
২৪।	প্রচেতা ৩য় (ঐ)	২৮	৬৯৬	৬০৮১	
২৫।	প্রচেতা ৪র্থ (ঐ)	২৮	৭২৪	৬০৫৩	
২৬।	প্রচেতা ৫ম (ঐ)	২৮	৭৫২	৬০২৫	
২৭।	প্রচেতা ৬ষ্ঠ (ঐ)	২৮	৭৮০	৫৯৯৭	
২৮।	প্রচেতা ৭ম (ঐ)	২৮	৮০৮	৫৯৬৯	
২৯।	প্রচেতা ৮ম (ঐ)	২৮	৮৩৬	৫৯৪১	
৩০।	প্রচেতা ৯ম (ঐ)	২৮	৮৬৪	৫৯১৩	
৩১।	প্রচেতা ১০ম (ঐ)	২৮	৮৯২	৫৮৮৫	
৩২।	দক্ষ ১ম (১)	২৮	৯২০	৫৮৫৭	
৩৩।	দক্ষ ২য় (ঐ)	২৮	৯৪৮	৫৮২৯	

(১) মৎস্য পুরাণ ১৩।১৫ ; কালিকা পুরাণ ২৫।৫৬।

৩৪ ।	দক্ষ ৩য় (বি, বা)	২৮	৯৭৬	৫৮০১	খৃঃ পূঃ
৩৫ ।	দক্ষ ৪র্থ (ঐ)	২৮	১০০৪	৫৭৭৩	,,
৩৬ ।	দক্ষ ৫ম (ঐ)	২৮	১০৩২	৫৭৪৫	,,
৩৭ ।	দক্ষ ৬ষ্ঠ (ঐ)	২৮	১০৬০	৫৭১৭	,,
৩৮ ।	দক্ষ ৭ম (ঐ)	২৮	১০৮৮	৫৬৮৯	,,
৩৯ ।	দক্ষ ৮ম (ঐ)	২৮	১১১৬	৫৬৬১	,,
৪০ ।	দক্ষ ৯ম (ঐ)	২৮	১১৪৪	৫৬৩৩	,,
৪১ ।	দক্ষ ১০ম (ঐ)	৩২	১১৭৬	৫৬০১	,,
৪২ ।	ইন্দ্র	৩	১১৭৯	৫৫৯৮	,,

চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ।

বৈবস্বত মন্বন্তর।

১।	বৈবস্বত মনু (বিবস্বান বা সূর্যবংশ)	২৪	১২০৩	৫৫৭৪	খৃঃ পূঃ
২ ।	প্রসন্ধি (মহা, আশ্ব ৪)	২৪	১২২৭	৫৫৫০	,,
৩ ।	ক্ষুপ (ঐ)	২৪	১২৫১	৫৫২৬	,,
৪ ।	ইক্ষ্বাকু (বি, বা)	২৪	১২৭৫	৫৫০২	,,
৫ ।	কুক্ষি (রামা)	২৪	১২৯৯	৫৪৭৮	,,
৬ ।	বিকুক্ষি (বি, বা, ম)	২৪	১৩২৩	৫৪৫৪	,,
৭ ।	পরঞ্জয় (বি, বা, হ)	২৪	১৩৪৭	৫৪৩০	,,
৮ ।	সূযোধন (ম, লিঙ্গ, অগ্নি)	২৪	১৩৭১	৫৪০৬	,,
৯ ।	অরিনাভ (শিব)	২৪	১৩৯৫	৫৩৮২	,,
১০ ।	অনেনা (বি, বা, ম)	২৪	১৪১৯	৫৩৫৮	,,
১১ ।	বাণ (রামা)	২৪	১৪৪৩	৫৩৩৪	,,
১২ ।	অনরণ্য (ঐ)	২৪	১৪৬৭	৫৩১০	,,
১৩ ।	ত্রসদশ্ব (বা)	২৪	১৪৯১	৫২৮৬	,,

১৪।	সম্ভূত (বি, বা)	২৪	১৫১৫	৫২৬২	খৃঃ পূঃ
১৫।	পৃষদশ্ব (বি)	২৪	১৫৩৯	৫২৩৮	,,
১৬।	হর্য্যশ্ব (ঐ)	২৪	১৫৬৩	৫২১৪	,,
১৭।	সুমন্ত্র (ঐ)	২৪	১৫৮৭	৫১৯০	,,
১৮।	ত্রিধন্বা (বি, বা)	২৪	১৬১১	৫১৬৬	,,
১৯।	ত্রৈধন্বা (বা)	২৪	১৬৩৫	৫১৪২	,,
২০।	বেণ (১)	২৪	১৬৫৯	৫১১৮	,,
২১।	পৃথু (ঋক্ (২) বা, ম)	২৪	১৬৮৩	৫০৯৪	,,
২২।	শীঘ্রগঃ (ম)	২৪	১৭০৭	৫০৭০	,,
২৩।	বিষ্টরশ্ব (ব্র)	২৪	১৭৩১	৫০৪৬	,,
২৪।	বিশ্বগশ্ব (বি)	২৪	১৭৫৫	৫০২২	,,
২৫।	অন্ধ্র (বা)	২৪	১৭৭৯	৪৯৯৮	,,
২৬।	বিশ্বগন্ধি (ভা)	২৪	১৮০৩	৪৯৭৪	,,
২৭।	আয়ু (অগ্নি)	২৪	১৮২৭	৪৯৫০	,,
২৮।	ইন্দ্র (শিব)	২৪	১৮৫১	৪৯২৬	,,
২৯।	চন্দ্র (ভা)	২৪	১৮৭৫	৪৯০২	,,
৩০।	বিশ্বক (লিঙ্গ)	২৪	১৮৯৯	৪৮৭৮	,,
৩১।	আর্দ্র (বি, হ, ম)	২৪	১৯২৩	৪৮৫৪	,,
৩২।	যুবনাশ্ব (বি, ভা)	২৪	১৯৪৭	৪৮৩০	,,
৩৩।	শ্রাবস্ত (বি, বা)	২৪	১৯৭১	৪৮০৬	,,
৩৪।	বংশক (লিঙ্গ)	২৪	১৯৯৫	৪৭৮২	,,
৩৫।	বৃহদশ্ব (বি, বা)	২৪	২০১৯	৪৭৫৮	,,
৩৬।	কুবলাশ্ব (ধুন্ধুমার) (বি, বা, ম)	২৪	২০৪৩	৪৭৩৪	,,

(১) ঋগ্বেদ ১০।১৪৮।৫ ম, বা।

(২) ঐ

৩৭।	দৃঢ়াশ্ব (বি, বা, ম)	২৪	২০৬৭	৪৭১০	খৃঃ পূঃ
৩৮।	প্রমোদ (ম)	২৪	২০৯১	৪৬৮৬	,,
৩৯।	হর্যশ্ব (বা, ম)	২৪	২১১৫	৪৬৬২	,,
৪০।	বসুমত (বা)	২৪	২১৩৯	৪৬৩৮	,,
৪১।	বার্যশ্ব (বি)	২৪	২১৬৩	৪৬১৪	,,
৪২।	নিকুম্ভ (বি, বা, ম)	২৪	২১৮৭	৪৫৯০	,,
৪৩।	সংহতাশ্ব (বি, বা, ম)	২৪	২২১১	৪৫৬৬	,,
৪৪।	বহুলাশ্ব (ঐ)	২৪	২২৩৫	৪৫৪২	,,
৪৫।	কৃশাশ্ব (বি, বা)	২৪	২২৫৯	৪৫১৮	,,
৪৬।	রণাশ্ব (ম, অগ্নি)	২৪	২২৮৩	৪৪৯৪	,,
৪৭।	সেনজিৎ (ভা)	২৪	২৩০৭	৪৪৭০	,,
৪৮।	প্রসেনজিৎ (বি, বা)	২৪	২৩৩১	৪৪৪৬	,,
৪৯।	হর্যশ্ব (মহা)	২৪	২৩৫৫	৪৪২২	,,
৫০।	উষদশ্ব (ম)	২৪	২৩৭৯	৪৩৯৮	,,
৫১।	বসুমনা (মহা)	২৪	২৪০৩	৪৩৭৪	,,
৫২।	যুবনাশ্ব (বি, হ)	২৪	২৪২৭	৪৩৫০	,,
৫৩।	মান্ধাতা (বি, বা, ম)	২৪	২৪৫১	৪৩২৬	,,
৫৪।	পুরুকুৎস (ঐ)	২৪	২৪৭৫	৪৩০২	,,
৫৫।	ত্রসদস্যু (বি, বা)	২৪	২৪৯৯	৪২৭৮	,,
৫৬।	কুরু শ্রবণ (১)	২৪	২৫২৩	৪২৫৪	,,
৫৭।	প্রারুণ (ভা)	২৪	২৫৪৭	৪২৩০	,,
৫৮।	সুরেণু (২)	২৪	২৫৭১	৪২০৬	,,
৫৯।	ত্রিবন্ধন (ভা)	২৪	২৫৯৫	৪১৮২	,,

(১) ঋগ্বেদ ১০।৩৩।৪ ঋক। (২) বায়ু ৯১।৮৯।

৬০।	ত্রয্যারুণ (বি, ম)	২৪	২৬১৯	৪১৫৮	খৃঃ পূঃ
৬১।	সত্যব্রত (বি, বা, শত)	২৪	২৬৪৩	৪১৩৪	,,
৬২।	হরিশ্চন্দ্র (বি, বা)	২৪	২৬৬৭	৪১১০	,,
৬৩।	রোহিতাশ্ব (বি, বা, ম)	২৪	২৬৯১	৪০৮৬	,,
৬৪।	হারিত (বি, বা)	২৪	২৭১৫	৪০৬২	,,
৬৫।	ধুন্ধু (লিঙ্গ)	২৪	২৭৩৯	৪০৩৮	,,
৬৬।	চঞ্চু (বি, বা)	২৪	২৭৬৩	৪০১৪	,,
৬৭।	চম্প (ভা)	২৪	২৭৮৭	৩৯৯০	,,
৬৮।	সুদেব (ভা)	২৪	২৮১১	৩৯৬৬	,,
৬৯।	বিজয় (বি, বা)	২৪	২৮৩৫	৩৯৪২	,,
৭০।	রুরুক (বি, বা)	২৪	২৮৫৯	৩৯১৮	,,
৭১।	ভরুক (ভা)	২৪	২৮৮৩	৩৮৯৪	,,
৭২।	ধৃতক (বা)	২৪	২৯০৭	৩৮৭০	,,
৭৩।	বৃক (বি, হ, ভা, ম)	২৪	২৯৩১	৩৮৪৬	,,
৭৪।	নিষাদ (বৃহদ্ধর্ম)	২৪	২৯৫৫	৩৮২২	,,
৭৫।	বাহুক (ভা)	২৪	২৯৭৯	৩৭৯৮	,,
৭৬।	বাহু (বি, বা, ম)	২৪	৩০০৩	৩৭৭৪	,,
৭৭।	সগর (বি, বা, ম, হ)	২৪	৩০২৭	৩৭৫০	,,
৭৮।	অংশুমান (বি, বা, ম)	২৪	৩০৫১	৩৭২৬	,,
৭৯।	দিলীপ (বি, বা, ম)	২৪	৩০৭৫	৩৭০২	,,
৮০।	ভগীরথ (বি, বা)	২৪	৩০৯৯	৩৬৭৮	,,
৮১।	শ্রুতসেন (বি, বা)	২৪	৩১২৩	৩৬৫৪	,,
৮২।	নভ (ভা)	২৪	৩১৪৭	৩৬৩০	,,
৮৩।	নাভাগ (ভা)	২৪	৩১৭১	৩৬০৬	,,
৮৪।	ভীম (বৃহদ্ধর্ম)	২৪	৩১৯৫	৩৫৮১	,,

৮৫।	অম্বরীষ (বি, বা, ম)	২৪	৩২১৯	৩৫৫৮	খৃঃ পূঃ
৮৬।	সিন্ধুদ্বীপ (বি, বা, হ)	২৪	৩২৪৩	৩৫৩৪	,,
৮৭।	অযুতাজিৎ (শিব, হ)	২৪	৩২৬৭	৩৫১০	,,
৮৮।	অযুতাশ্ব (ভা)	২৪	৩২৯১	৩৪৮৬	,,
৮৯।	অযুতায়ু (ভা)	২৪	৩৩১৫	৩৪৬২	,,
৯০।	শ্রুতায়ু (অগ্নি)	২৪	৩৩৩৯	৩৪৩৮	,,
৯১।	আয়ু (বা)	২৪	৩৩৬৩	৩৪১৪	,,
৯২।	ঋতুপর্ণ (বি, বা, ম)	২৪	৩৩৮৭	৩৩৯০	,,
৯৩।	আর্তিপর্ণী (ব্র, হ)	২৪	৩৪১১	৩৩৬৬	,,
৯৪।	অন্নপর্ণ (শিব)	২৪	৩৪৩৫	৩৩৪২	,,
৯৫।	সর্বকাম (বি)	২৪	৩৪৫৯	৩৩১৮	,,
৯৬।	সর্বকর্ম (বি,)	২৪	৩৪৮৩	৩২৯৪	,,
৯৭।	অনরণ্য (ম, হ)	২৪	৩৫০৭	৩২৭০	,,
৯৮।	অনমিত্র (হ, ম)	২৪	৩৫৩১	৩২৪৬	,,
৯৯।	সুদাস (বি, রা)	২৪	৩৫৫৫	৩২২২	,,
১০০।	সৌদাস (বি, বা)	২৪	৩৫৭৯	৩১৯৮	,,
১০১।	অশ্মক (বি, বা)	২৪	৩৬০৩	৩১৭৪	,,
১০২।	মূলক (বি, বা)	২৪	৩৬২৭	৩১৫০	,,
১০৩।	নিঘ্ন (ম)	২৪	৩৬৫১	৩১২৬	,,
১০৪।	দশরথ (বি)	২৪	৩৬৭৫	৩১০২	,,
১০৫।	দিলীপ (খট্টাঙ্গ বি, রা)	৯ কল্যাব্দ	৯/৩৬৮৪	৩০৯৩	,,
১০৬।	ইলিবিল (বি)	২৪	৩৩/৩৭০৮	৩০৬৯	,,
১০৭।	বিশ্বসহ (বি)	২৪	৫৭/৩৭৩২	৩০৪৫	,,
১০৮।	ভুলিতুহ (হ, ব্র)	২৪	৮১/৩৭৫৬	৩০২১	,,
১০৯।	উরুক্রম (বা)	২৪	১০৫/৩৭৮০	২৯৯৭	,

১১০। মুণ্ডিদ্রুহ (শিব)	২৪	১২৯/৩৮০৪	২৯৭৩ খৃঃ পূঃ	
১১১। নিষাদ (শিব)	২৪	১৫৩/৩৮২৮	২৯৪৯	,,
১১২। সত্য (বৃহদ্ধর্ম পুরাণ)	২৪	১৭৭/৩৮৫২	২৯২৫	,,
১১৩। দিলীপ (ব্র)	২৪	২০১/৩৮৭৬	২৯০১	,,
১১৪। রঘু (বি, বা, অগ্নি)	২৪	২২৫/৩৯০০	২৮৭৭	,,
১১৫। অজ (বি, বা, ম, অগ্নি)	২৪	২৪৯/৩৯২৪	২৮৫৩	,,
১১৬। দীর্ঘবাহু (বি, বা, ম)	২৪	২৭৩/৩৯৪৮	২৮২৯	,,
১১৭। অজপাল (অগ্নি)	১১	২৮৪/৩৯৫৯	২৮১৮	,,
১১৮। দশরথ (বি, বা)	২৪	৩০৮/৩৯৮৩	২৭৯৪	,,
১১৯। ভরত (বি, বা, রামা)	১৪	৩২২/৩৯৯৭	২৭৮০	,,
১২০। রামচন্দ্র (বি, বা, রামা)	২০	৩৪২/৪০১৭	২৭৬০	,,
১২১। কুশ (বি, বা, ম)	২৪	৩৬৬/৪০৪১	২৭৩৬	,,
১২২। অতিথি (বি, বা, ম)	২৪	৩৯০/৪০৬৫	২৭১২	,,
১২৩। নিষাদ (বি, বা, ম)	২৪	৪১৪/৪০৮৯	২৬৮৮	,,
১২৪। নল (বি, বা, ৮৮।১৭৪)	২৪	৪৩৮/৪১১৩	২৬৬৪	,,
১২৫। নভ (বি, বা, ম)	২৪	৪৬২/৪১৩৭	২৬৪০	,,
১২৬। পুণ্ডরিকাক্ষ (বি, বা, ম)	২৪	৪৮৬/৪১৬১	২৬১৬	,,
১২৭। ক্ষেমধন্বা (বি, ম)	২৪	৫১০/৪১৮৫	২৫৯২	,,
১২৮। দেবানীক (বি, বা ম)	২৪	৫৩৪/৪২০৯	২৫৬৮	,,
১২৯। অহীনগু (বি, বা, ম)	২৪	৫৫৮/৪২৩৩	২৫৪৪	,,
১৩০। রূপ (বি)	২৪	৫৮২/৪২৫৭	২৫২০	,,
১৩১। রুরু (বি)	১৩	৫৯৫/৪২৭০	২৫০৭	,,
১৩২। পারিপাত্র (বি, বা)	২৪	৬১৯/৪২৯৪	২৪৮৩	,,
১৩৩। শল (বি)	৭	৬২৬/৪৩০১	২৪৭৬	,,
১৩৪। দল (বি)	৭	৬৩৩/৪৩০৮	২৪৬৯	,,

১৩৫।	উকৃথ (বি)	২৪	৬৫৭/৪৩৩২	২৪৪৫ খৃঃ পূঃ	
১৩৬।	বজ্রনাভ (বি)	২৪	৬৮১/৪৩৫৬	২৪২১	,,
১৩৭।	শঙ্খনাভ (বি)	২৪	৭০৫/৪৩৮০	২৩৯৭	,,
১৩৮।	ব্যুথিতাশ্ব (বি)	২৪	৭২৯/৪৪০৪	২৩৭৩	,,
১৩৯।	বিশ্বসহ (বি, বা)	২৪	৭৫৩/৪৪২৮	২৩৪৯	,,
১৪০।	হিরণ্যাক্ষ (বি)	২৪	৭৭৭/৪৪৫২	২৩২৫	,,
১৪১।	হিরণ্যনাভ (বি, ভা)	২৪	৮০১/৪৪৭৬	২৩০১	,,
১৪২।	বশিষ্ট (বা)	২৪	৮২৫/৪৫০০	২২৭৭	,,
১৪৩।	পুষ্যা (বি, বা)	২৪	৮৪৯/৪৫২৪	২২৫৩	,,
১৪৪।	ধ্রুবসন্ধি (বি, বা)	২৪	৮৭৩/৪৫৪৮	২২২৯	,,
১৪৫।	সুদর্শন (বি, বা)	২৪	৮৯৭/৪৫৭২	২২০৫	,,
১৪৬।	অগ্নিবর্ণ (বি, বা)	২৪	৯২১/৪৫৯৬	২১৮১	,,
১৪৭।	শীঘ্র (বি, বা,)	২৪	৯৪৫/৪৬২০	২১৫৭	,,
১৪৮।	বিশ্ববসু (ভা)	২৪	৯৬৯/৪৬৪৪	২১৩৩	,,
১৪৯।	প্রসেনজিৎ (ভা)	২৪	৯৯৩/৪৬৬৮	২১০৯	,,
১৫০।	তক্ষক (ভা)	২৪	১০১৭/৪৬৯২	২০৮৫	,,
১৫১।	মরু (বি)	২৪	১০৪১/৪৭১৬	২০৬১	,,
১৫২।	প্রশুশ্রুত (বি, বা)	২৪	১০৬৫/৪৭৪০	২০৩৭	,,
১৫৩।	সুগন্ধি (বি, বা)	২৪	১০৮৯/৪৭৬৪	২০১৩	,,
১৫৪।	অমর্ষ (বি)	২৪	১১১৩/৪৭৮৮	১৯৮৯	,,
১৫৫।	মহস্বান (বি)	২৪	১১৩৭/৪৮১২	১৯৬৫	,,
১৫৬।	বিশ্রুতবান (বি, বা)	২০	১১৫৭/৪৮৩২	১৯৪৫	,,
১৫৭।	বৃহদ্বল (বি, বা, মহা)	৮	১১৬৫/৪৮৪০	১৯৩৭	,,

বার্হদ্রথ বংশ।

১০০০ বৎসর।

১৫৮/১।	সোমাধি (বা, ম)	৩২	১১৯৭/৪৮৭২	১৯০৫ খৃঃ পূঃ
১৫৯/২।	শ্রুতশ্রবা (বা, ম)	৩২	১২২৯/৪৯০৪	১৮৭৩ ,,
১৬০/৩।	অযুতায়ু (বা)	৩২	১২৬১/৪৯৩৬	১৮৪১ ,,
১৬১/৪।	নিরমিত্র (বা, ম)	৩২	১২৯৩/৪৯৬৮	১৮০৯ ,,
১৬২/৫।	সুকৃত্য (বা)	৩২	১৩২৫/৫০০০	১৭৭৭ ,,
১৬৩/৬।	বৃহৎকর্ম্ম (বা, ম)	৩২	১৩৫৭/৫০৩২	১৭৪৫ ,,
১৬৪/৭।	সেনজিৎ (বা, ম)	৩২	১৩৮৯/৫০৬৪	১৭১৩ ,,
১৬৫/৮।	অপ্রতিপ (ম)	৩২	১৪২১/৫০৯৬	১৬৮১ ,,
১৬৬/৯।	সুরক্ষ (ম)	৩২	১৪৫৩/৫১২৮	১৬৪৯ ,,
১৬৭/১০।	শ্রুতঞ্জয় (বা, ম)	৩২	১৪৮৫/৫১৬০	১৬১৭ ,,
১৬৮/১১।	মহাবাহু (বা)	৩২	১৫১৭/৫১৯২	১৫৮৫ ,,
১৬৯/১২।	বিভু (ম)	৩২	১৫৪৯/৫২২৪	১৫৫৩ ,,
১৭০/১৩।	শুচি (বা, ম)	৩২	১৫৮১/৫২৫৬	১৫২১ ,,
১৭১/১৪।	ক্ষেম (বা, ম)	৩২	১৬১৩/৫২৮৮	১৪৮৯ ,,
১৭২/১৫।	ভূবন (বা)	৩২	১৬৪৫/৫৩২০	১৪৫৭ ,,
১৭৩/১৬।	ধর্ম্মনেত্র (বা)	৩২	১৬৭৭/৫৩৫২	১৪২৫ ,,
১৭৪/১৭।	সুব্রত (বা)	৩২	১৭০৯/৫৩৮৪	১৩৯৩ ,,
১৭৫/১৮।	অনুব্রত (ম)	৩২	১৭৪১/৫৪১৬	১৩৬১ ,,
১৭৫/১৯।	সুশ্রমা (বি)	৩২	১৭৭৩/৫৪৪৮	১৩২৯ ,,
১৭৬/২০।	দৃঢ়সেন (বা)	৩২	১৮০৫/৫৪৮০	১২৯৭ ,,
১৭৭/২১।	সুমতি (বা)	৩২	১৮৩৭/৫৫১২	১২৬৫ ,,

১৭৮/২২।	সুবল (বা)	৩২	১৮৬৯/৫৫৪৪	১২৩৩ খৃঃ পূঃ
১৭৯/২৩।	সুনেত্র (বা, ম)	৩২	১৯০১/৫৫৭৬	১২০১ ,,
১৮০/২৪।	নিবৃত (ম)	৩২	১৯৩৩/৫৬০৮	১১৬৯ ,,
১৮১/২৫।	ত্রিনেত্র (ম)	৩২	১৯৬৫/৫৬৪০	১১৩৭ ,,
১৮২/২৬।	দ্যুমৎসেন (ম)	৩২	১৯৯৭/৫৬৭২	১১০৫ ,,
১৮৩/২৭।	মহিনেত্র (ম)	৩২	২০২৯/৫৭০৪	১০৭৩ ,,
১৮৪/২৮।	সত্যজিৎ (বা)	৩২	২০৬১/৫৭৩৬	১০৪১ ,,
১৮৫/২৯।	বীরজিৎ (বা)	৩২	২০৯৩/৫৭৬৮	১০০৯ ,,
১৮৬/৩০।	অচল (ক)	৩২	২১২৫/৫৮০০	৯৭৭ ,,
১৮৭/৩১।	অরিঞ্জয় (বা)	৩২	২১৫৭/৫৮৩২	৯৪৫ ,,
১৮৮/৩২।	রিপুঞ্জয় (বি, ম)	৮	২১৬৫/৫৮৪০	৯৩৭ ,,

প্রদ্যোত বংশ।

১৪৮ বৎসর।

১৮৯/১।	প্রদ্যোৎ (বি, বা)	২৩	২১৮৮/৫৮৬৩	৯১৪ খৃঃ পূঃ
১৯০/২।	পালক (বি, বা)	২৪	২২১২/৫৮৮৭	৮৯০ ,,
১৯১/৩।	বিশাখ যূপ (বি, বা)	৫০	২২৬২/৫৯৩৭	৮৪০ ,,
১৯২/৪।	অজক (বা)	৩১	২২৯৩/৫৯৬৮	৮০৯ ,,
১৯৩/৫।	নন্দিবর্দ্ধন (বি, বা)			
	কীর্তিবর্দ্ধন (বা পার্জি)	২০	২৩১৩/৫৯৮৮	৭৮৯ ,,

শিশুনাগ বংশ

৩৬২ বৎসর।

১৯৪/১।	শিশুনাগ (বি, বা, ম)	৪০	২৩৫৩/৬০২৮	৭৪৯ খৃঃ পূঃ
১৯৫/২।	কাকবর্ণ (বি, ম)			
	শুকবর্ণ (বা)	৩৬	২৩৮৯/৬০৬৪	৭১৩ ,,
১৯৬/৩।	ক্ষেমধর্ম (বি, বা, ব্র)	২০	২৪০৯/৬০৮৪	৬৯৩ ,,
১৯৭/৪।	ভাতীয় (মহাবংশ)	২১	২৪৩০/৬১০৫	৬৭২ ,,
	,, (বুদ্ধ জন্মপর)	১৯	২৪৪৯/৬১২৪	৬৫৩ ,,
১৯৮/৫।	বিম্বিসার (বা,ব্র,ম)(৫৩)	১৬	২৪৬৫/৬১৪০	৬৩৭ ,,
	,, বুদ্ধত্ব পরে	৩৭	২৫০২/৬১৭৭	৬০০ ,,
১৯৯/৬।	অজাতশত্রু (৩২ বৎসর)	৮	২৫১০/৬১৮৫	৫৯২ ,,
	,, নির্বাণ পরে (প্রথম ধর্মসভা)	২৪	২৫৩৪/৬২০৯	৫৬৮ ,,
২০০/৭।	দর্শক (বা)	৮	২৫৪২/৬২১৭	৫৬০ ,,
২০১/৮।	উদয়ীভদ্র (মহাবংশ)	১৬	২৫৫৮/৬২৩৩	৫৪৪ ,,
২০২/৯। ২০৩/১০।	অনুরুদ্ধ মুণ্ড } (মহাবংশ)	৮	২৫৬৬/৬২৪১	৫৩৬
২০৪/১১।	নাগদশক (ঐ)	২৪	২৫৯০/৬২৬৫	৫১২ ,,
২০৫/১২।	শিশুনাগ ২য় (ঐ)	১০	২৬০০/৬২৭৫	৫০২ ,,
২০৬/১৩।	কালাশোক (ঐ) (২৮)			
	দ্বিতীয় ধর্ম মহাসভা পর্যন্ত	১০	২৬১০/৬২৮৫	৪৯২ ,,
	দ্বিতীয় ধর্ম সভা পরে	১৮	২৬২৮/৬৩০৩	৪৭৪ ,,
২০৭/১৪।	নন্দিবর্দ্ধন (বি)	২৪	২৬৫২/৬৩২৭	৪৫০ ,,
২০৮/১৫।	মহানন্দী (বি)	২৩	২৬৭৫/৬৩৫০	৪২৭ ,,

নন্দ বংশ।

১০০ বৎসর।

২০৯/১।	মহাপদ্মনন্দ	১৪	২৬৮৯/৬৩৬৪	৪১৩ খৃঃ পূঃ
২১০-২১৭/৮।	নন্দ (পুত্রগণ)	৮৬	২৭৭৫/৬৪৫০	৩২৭ ,,

মৌর্য বংশ

১৩৭ বৎসর।

২১৮/১।	চন্দ্রগুপ্ত	২৪	২৭৯৯/৬৪৭৪	৩০৩ খৃঃ পূ
২১৯/২।	বিন্দুসার	২৫	২৮২৪/৬৪৯৯	২৭৮ ,,
২২০/৩।	অশোক	৪২	২৮৬৬/৬৫৪১	২৩৬ ,,
২২১/৪।	কুনাল (বা)	৮	২৮৭৪/৬৫৪৯	২২৮ ,,
২২২/৫।	বন্ধুপালিত (বা)	৮	২৮৮২/৬৫৫৭	২২০ ,,
২২৩/৬।	ইন্দ্রপালিত (বা)	৮	২৮৯০/৬৫৬৫	২১২ ,,
২২৪/৭।	দেববর্ম্মা (বা)	৭	২৮৯৭/৬৫৭২	২০৫ ,,
২২৫/৮।	শতধন্ন (বা)	৮	২৯০৫/৬৫৮০	১৯৭ ,,
২২৬/৯।	বৃহদ্রথ (বা)	৭	২৯১২/৬৫৮৭	১৯০ ,,

সুঙ্গ বংশ।

১১২ বৎসর।

২২৭/১।	পুষ্যমিত্র	২৬	২৯৩৮/৬৬১৩	১৬৪ খৃঃ পূঃ
২২৮/২।	বৃহস্পতি মিত্র	১০	২৯৪৮/৬৬২৩	১৫৪ ,,
২২৯/৩।	অগ্নি মিত্র	৭	২৯৫৫/৬৬৩০	১৪৭ ,,
২৩০/৪।	ভানু মিত্র	১০	২৯৬৫/৬৬৪০	১৩৭

২৩১/৫।	অন্ধ্রক	২	২৯৬৭/৬৬৪২	১৩৫ খৃঃ পূঃ
২৩২/৬।	পুলিন্দক	৩	২৯৭০/৬৬৪৫	১৩২ ,,
২৩৩/৭।	ঘোষ (মিত্র	৩	২৯৭৩/৬৬৪৮	১২৯ ,,
২৩৪/৮।	বজ্র মিত্র	৯	২৯৮২/৬৬৫৭	১২০ ,,
২৩৫/৯।	ভাগবত	৩২	৩০১৪/৬৬৮৯	৮৮
২৩৬/১০।	দেবভূমি	১০	৩০২৪/৬৬৯৯	৭৮

কন্ব বংশ

৪৫ বৎসর।

২৩৭/১।	দেবভূতি	৯	৩০৩৩/৬৭০৮	৬৯ খৃঃ পূঃ
২৩৮/২।	ভূমি মিত্র	১৪	৩০৪৭/৬৭২২	৫৫ ,,
২৩৯/৩।	নারায়ণ	১২	৩০৫৯/৬৭৩৪	৪৩ ,,
২৪০/৪।	সুশর্মা	১০	৩০৬৯/৬৭৪৪	৩৩ ,,

অন্ধ্র বংশ।

মগধে।

২৪১/১।	শিশুক বা শিপ্রক সাত বাহন	২৩	৩০৯২/৬৭৬৭	১০ খৃঃ পূঃ
২৪২/১।	কৃষ্ণ ২য়	১৮	৩১১০/৬৭৮৫	৮ খৃষ্টাব্দ
২৪৩/৩।	মল্লকর্ণী	১৮	৩১২৮/৬৮০৩	২৬ ,,
২৪৪/৪।	পূর্ণোৎসঙ্গ	১৮	৩১৪৬/৬৮২১	৪৪ ,,
২৪৫/৫।	স্কন্দষ্টম্ভি	১৮	৩১৬৪/৬৮৩৯	৬২ ,,
২৪৬/৬।	লম্বোদর	৫	৩১৬৯/৬৮৪৪	৬৭ ,,
২৪৭/৭।	মেঘস্বাতি	১৮	৩১৮৭/৬৮৬২	৮৫ ,,

২৪৮/৮।	সাতকর্ণী ৩য়	৫৬	৩২৪৩/৬৯১৮	১৪১ খৃষ্টাব্দ
২৪৯/৯।	পুলোমাবি ২য় বা আপীলব	২৫	৩২৬৮/৬৯৪৩	১৬৬ ,,
	রাণী বাশিষ্ঠী বিল্লবা কোয়ার			
২৫০/১০।	স্বাতি বা সাতিকর্ণ ৪র্থ	১৮	৩২৮৬/৬৯৬১	১৮৪ ,,
২৫১/১১।	স্কন্ধ স্বাতি	৭	৩২৯৩/৬৯৬৮	১৯১
২৫২/১২।	মৃগেন্দ্র সাতকর্ণী	৩	৩২৯৬/৬৯৭১	১৯৪
২৫৩/১৩।	কুন্তল সাতকর্ণী	৮	৩৩০৪/৬৯৭৯	২০২
২৫৪/১৪।	সাতকর্ণী ৫ম	১	৩৩০৫/৬৯৮০	২০৩
২৫৫/১৫।	পুলোমাবি ৩য়	২৪	৩৩২৯/৭০০৪	২২৭
২৫৬/১৬।	কৃষ্ণ ৩য় (নেমিকৃষ্ণ)	২৫	৩৩৫৪/৭০২৯	২৫২
২৫৭/২৭।	হাল	৫	৩৩৫৯/৭০৩৪	২৫৭
২৫৮/১৮।	মন্দুলক বা পত্তুলক	৫	৩৩৬৪/৭০৩৯	২৬২
২৫৯/১৯।	মাধারীপুত্র শকসেন, শ্রীসেন বা পুরীকসেন (লিপি)	২১	৩৩৮৫/৭০৬০	২৮৩
	রাণী মাধারী পুত্র শিবলা কোয়ার			
২৬০/২০।	সুন্দর সাতকর্ণী	১	৩৩৮৬/৭০৬১	২৮৪
২৬১/২১।	বাশিষ্ঠিপুত্র চত্তরপণ সাতকর্ণী (নানাঘাট লিপি) (J. B. O. R. S. Vol. xvi. Page 269)	১৩	৩৩৯৯/৭০৭৪	২৯৭
২৬২/২২।	শিবস্বাতি	২৮	৩৪২৭/৭১০২	৩২৫
২৬৩/২৩।	গোতমীপুত্র সাতকর্ণী (লিপি)	২১	৩৪৪৮/৭১২৩	৩৪৬
	রাণী গৌতমী পুত্র বিল্লবা কোয়ার			

অন্ধ্র ভৃত্য রাজগণ

অন্যত্র।

২৪।	পুলোমৎ বা পুলোমাবি ৪র্থ	২৮	৩৭৪ খৃষ্টাব্দ
২৫।	শিবশ্রী	৭	৩৮১ ,,
২৬।	শিবস্কন্ধ	৭	৩৮৮ ,,
২৭।	গোতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ সাতকর্ণী	১৯	৪০৭ ,,
২৮।	বিজয়	৬	৪১৩ ,,
২৯।	চণ্ডশ্রী সাতকর্ণী (বা)	৩	৪১৬ ,,
৩০।	পুলুমাবি ৫ম	৭	৪২৩ ,,

গুপ্ত রাজবংশ

২৬৩।	চন্দ্রগুপ্ত (১ম)	২৩	৩৪৪২/৭১১৭	৩৪০ খৃষ্টাব্দ
২৬৪।	সমুদ্রগুপ্ত	৪০	৩৪৮২/৭১৫৭	৩৮০ ,,
২৬৫।	চন্দ্রগুপ্ত (২য়)	৩৫	৩৫১৭/৭১৯২	৪১৫ ,,
২৬৬।	কুমার গুপ্ত (১ম)	৪০	৩৫৫৭/৭২৩২	৪৫৫ ,,
২৬৭।	স্কন্দগুপ্ত	১২	৩৫৬৯/৭২৪৪	৪৬৭ ,,
২৬৮।	পুরগুপ্ত	৩	৩৫৭২/৭২৪৭	৪৭০ ,,
২৬৯।	নরসিংহ গুপ্ত	২	৩৫৭৪/৭২৪৯	৪৭২ ,,
২৭০।	কুমার গুপ্ত (২য়)	৩	৩৫৭৭/৭২৫২	৪৭৫ ,,
২৭১।	বুধগুপ্ত	২১	৩৫৯৮/৭২৭৩	৪৯৬ ,,
২৭২।	ভানুগুপ্ত	৩৭	৩৬৩৫/৭৩১০	৫৩৩ ,,
২৭৩।	চন্দ্রগুপ্ত (৩য়)	৫	৩৬৪০/৭৩১৫	৫৩৮ ,,
২৭৪।	বিষ্ণুগুপ্ত	৪	৩৬৪৪/৭৩১৯	৫৪২ ,,

২৭৫ ।	জীবিত গুপ্ত (১ম)	৫	৩৬৪৯/৭৩২৪	৫৪৭ খৃষ্টাব্দ
২৭৬ ।	জয়গুপ্ত	৫	৩৬৫৪/৭৩২৯	৫৫২
২৭৭ ।	কুমার গুপ্ত (৩য়)	১০	৩৬৬৪/৭৩৩৯	৫৬২
২৭৮ ।	দামোদর গুপ্ত	২০	৩৬৮৪/৭৩৫৯	৫৮২
২৭৯ ।	মহাসেন গুপ্ত	২৪	৩৭০৮/৭৩৮৩	৬০৬
২৮০ ।	নরেন্দ্র গুপ্ত	১	৩৭০৯/৭৩৮৪	৬০৭
২৮১ ।	মাধব গুপ্ত	৩০	৩৭৩৯/৭৪১৪	৬৩৭
২৮২ ।	আদিত্য সেন	৩০	৩৭৬৯/৭৪৪৪	৬৬৭
২৮৩ ।	দেবগুপ্ত	৩৩	৩৮০২/৭৪৭৭	৭০০
২৮৪ ।	জীবিত গুপ্ত (২য়)	৩২	৩৮৩৪/৭৫০৯	৭৩২

[illegible]

২৮৫ । আদিত্য শূর হইতে রণশূর পর্য্যন্ত ৭৩২ খৃঃ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ।

পাল বংশ।

২৮৬ ।	গোপাল	৪৫	৩৮৮৮/৭৫৬৩	৭৮৬ খৃষ্টাব্দ
২৮৭ ।	ধর্ম্মপাল	৬৪	৩৯৫২/৭৬২৭	৮৫০ ,,
২৮৮ ।	দেবপাল	৪০	৩৯৯২/৭৬৬৭	৮৯০ ,,
২৮৯ ।	বিগ্রহপাল (১ম)	১২	৪০০৪/৭৬৭৯	৯০২ ,,
২৯০ ।	নারায়ণ পাল	৫৪	৪০৫৮/৭৭৩৩	৯৫৬ ,,
২৯১ ।	রাজ্যপাল	২৪	৪০৮২/৭৭৫৭	৯৮০ ,,
২৯২ ।	গোপাল (২য়)	১৫	৪০৯৭/৭৭৭২	৯৯৫ ,,
২৯৩ ।	বিগ্রহপাল (২য়)	২৬	৪১২৩/৭৭৯৮	১০২১ ,,

২৯৪।	মহীপাল (১ম)	৪৮	৪১৭১/৭৮৪৬	১০৬৯ খৃষ্টাব্দ
২৯৫।	নয়পাল	১৫	৪১৮৬/৭৮৬১	১০৮৪ ,,
২৯৬।	বিগ্রহপাল (৩য়)	১৩	৪১৯৯/৭৮৭৪	১০৯৭ ,,
২৯৭।	শূরপাল	১	৪২০০/৭৮৭৫	১০৯৮ ,,
২৯৮।	রামপাল	৪২	৪২৪২/৭৯১৭	১১৪০ ,,
২৯৯।	কুমার পাল	২	৪২৪৪/৭৯১৯	১১৪২ ,,
৩০০।	গোপাল (৩য়)	মাস	৪২৪৪/৭৯১৯	১১৪২ ,,
৩০১।	মদন পাল	১৯	৪২৬৩/৭৯৩৮	১১৬১ ,,
৩০২।	গোবিন্দপাল	৩৯	৪৩০২/৭৯৭৭	১২০০ ,,

বর্ম্ম বংশ।

বঙ্গে।

২৯৫।	হরিবর্ম্মা	৪২	৪১৭২/৭৮৪৭	১০৭০ খৃষ্টাব্দ
২৯৬।	হরিবর্ম্মার পুত্র		৪১৭২/৭৮৪৭	১০৭০ ,,
২৯৭।	শ্রীচন্দ্র		৪১৭২/৭৮৪৭	১০৭০ ,,
২৯৮।	সামলবর্ম্মা	৪৩	৪২১৫/৭৮৯০	১১১৩ ,,
২৯৯।	ভোজবর্ম্মা	৫	৪২২০/৭৮৯৫	১১১৮ ,,

সেন বংশ।

৩০০।	বিজয় সেন	৬৪	৪২২১/৭৮৯৬	১১১৯ খৃষ্টাব্দ
৩০১।	বল্লাল সেন	৫০	৪২৭১/৭৯৪৬	১১৬৯ ,,
৩০২।	লক্ষ্মণ সেন	৩১	৪৩০২/৭৯৭৭	১২০০ ,,

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

তৃতীয় খণ্ড।

বৈদিক যুগ।

প্রাচীন ভরত।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা।

প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) হিমালয়-পার্ব্বত্য প্রদেশ—এই প্রদেশে কাশ্মীর, নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি অবস্থিত।

(২) হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্তী সিন্ধু গাঙ্গ্য প্রদেশ।

(৩) বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশ।

বৈবস্বত মনু কি দেখিলেন?

বৈবস্বত মনু যখন হিমালয়ের মহামেরু বা পামীর প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন হিমালয়ের পাদদেশে **সমুদ্র** দেখিয়াছেন। দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্যন্ত এই সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে সিন্ধু সমুদ্র হিমালয়ের

পাদদেশ হইতে করাচী পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরব সমুদ্র পর্যন্ত ছিল। পূর্ব্ব প্রান্তে ক্ষীরোদ সমুদ্র হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে সোলেমান পর্ব্বত হইতে পূর্বে আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্যন্ত এই সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ, পূর্বদিকে পূর্ণিয়া ও বরেন্দ্র দেশ তখন গঠিত হইয়াছিল না। সিন্ধু সমুদ্রে ও ক্ষীরোদ সমুদ্রে মগ্ন ছিল (১)। H. G. Wells Outline of History তে ৭৫ পৃষ্ঠায় (সপ্তম সংস্করণ) যে মানচিত্র দিয়াছেন, সিন্ধু গাঙ্গ্য প্রদেশের অবস্থা তখন ঠিক ঐরূপই ছিল। তিনি বলেন ৫০০০০বৎসর পূর্বে এইরূপ অবস্থা ছিল (২নং চিত্র)। হয় ত তাহা ছিল। কিন্তু অনুমান হয় মহা জলপ্লাবনের বিপ্লবের ফলে এইস্থান আরও বসিয়া গিয়া থাকিবে। অর্থাৎ সম্ভবতঃ এই স্থানটি দুইবার বসিয়া গিয়া থাকিবে। (১) ৫০০০০ বৎসর পূর্বে, (২) খৃঃ পূঃ ৫৫৯৮ অব্দে, এখন হইতে প্রায় ৭৫০০ বৎসর পূর্বে। এই সময় গোবি সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়া থাকিবে। হিমালয় পর্ব্বত সম্ভবতঃ একটু উচ্চ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। রাজা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের সময় হিমালয়ের অপর পারে যে বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি দেখিবার কথা মহাভারতে লিখিত আছে তাহা সম্ভবতঃ এই **গোবি মরুভূমি**। (১)

হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সমুদ্র থাকার চাক্ষুষ সাক্ষী বৈবস্বত মনু (২)। ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ আছে। সিন্ধু গাঙ্গ্য প্রদেশ তখন জলমগ্ন ছিল।

(1) Geology of India (Wadia) pp. 248, 249.

(১) মহাভারত মহাপ্রস্থান ২য় অঃ।

(২) ঋগ্বেদ ১০।৫৮।৫,৯ ঋক্।

১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য 'ব' দ্বীপে ফোর্ট উইলিয়ম মধ্যে একটি কূপ খনন করা হইয়াছিল। ১৫৯ ফুট নিম্নে এক প্রকার পীতবর্ণ শিরাযুক্ত আঠালমাটি এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লৌহ মিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছিল, ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্নে প্রস্তরে পরিণত অস্থি পাওয়া গিয়াছে। ৩৭২ ফুট নিম্নে আরও কতকগুলি ঐরূপ অস্থি পাওয়া গিয়াছে। এইখানে ৩৮০ ফুট নিম্নে যে স্তব দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই স্তরে এক সময় একটি বৃহৎ জঙ্গল ছিল, এখন তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া নষ্ট প্রায় হইয়াছে। এই স্তরটি দেখিয়া পরীক্ষকেরা নিশ্চয় করেন যে, বর্ত্তমান **সুন্দরবনের** ভূপৃষ্ঠ তুল্য এই স্তরটিও এক সময় ভূপৃষ্ঠ ছিল। কালক্রমে সেই ভূপৃষ্ঠ ৩৮০ ফুট বসিয়া গিয়াছে।

এই কূপে ৩৯২ ফুট নিম্নে বালুকামধ্যে গিরি নদী গর্ভ সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার, কতকগুলি জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ড, ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে একখণ্ড চূণা পাথর এবং ৪০০ হইতে ৪০১ ফুট মধ্যে সমুদ্রোপকুল জাত দ্রব্য এবং সূক্ষ্ম সিকতাময় আদি পার্থিব পদার্থ স্ফটিক, অভ্র, শ্লেট ও চূণা পাথর মিশ্রিত উপল খণ্ড পাওয়া যায়। বিঘ্ন ঘটায় আর বেশী নিম্নে খনন করা যায় নাই (৩)।

খুব সম্ভব মহাজলপ্লাবনের সময় এইস্থান অন্ততঃ ৩৮০ ফুট বসিয়া গিয়া থাকিবে। এইরূপে মহাজলপ্লাবনের পরে সিন্ধু প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যস্থিত প্রদেশ, বরেন্দ্র দেশ, 'ব' দ্বীপ কলিকাতা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ছিল কেবল সুদূর প্রসারী বিস্তীর্ণ সমুদ্র। কিরূপে কতদিনে এই সমুদ্র মধ্যে এই সমস্ত দেশ গঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে দেখাইব।

(৩) বিশ্বকোষ কলিকাতা শব্দ।

ঋগ্বেদে মহাজলপ্লাবন।

"ঋগ্বেদে এই জলপ্লাবনের বিষয় কিছু পাওয়া যায় না" এই কথা বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, কিন্তু আমরা কিছু কিছু আভাষ পাইয়াছি। বৈবস্বত মনু জলপ্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহার নিকট আসিতে ইচ্ছা করিয়া যে ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন তাহার ভাষ্য সম্ভবতঃ সায়ণাচার্য্য ঠিকভাবে করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়। তিনি ভাষ্য করিয়াছেন, "মৃত স্ববন্ধুর মন প্রাণ প্রভৃতি যে দেশে গিয়াছে, তাহার বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি ঋষিগণ সেই দেশ হইতে তাহা ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই ঋক্‌গুলি রচনা করিয়াছেন।"

বৈবস্বত মনু জলপ্লাবনে ভাসিয়া গেলে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তথায় তাঁহার নিকট যাইতে উদ্যত হইয়া এই ঋক্‌গুলি রচনা করিয়া থাকিবেন। যথা—

"কোন দূর দেশে বৈবস্বত মনু গিয়াছেন। সেই স্বর্গ তুল্য দেশ এই পৃথিবী মধ্যেই অবস্থিত। সুদূর মধ্য দেশে (উত্তরে আলটাই পার্ব্বত্য প্রদেশ, বা সুমেরু প্রদেশ, দক্ষিণে পাতাল), সমুদ্রের ধারে বৃহৎ পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। এই দেশ পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে (১)।

ঋষিগণ বলিয়াছেন, "কর্ম্মকুশল রথারোহীর ন্যায়, অধঃপতিতের জলের উপরে উত্থানের ন্যায়, তরণীয় আয়ূকাল যেন নবীনভাবে অর্থাৎ নবোৎসাহে পার হই। অমঙ্গল হইতে যেন দূরে থাকি। আকাশ যেমন পৃথিবীর উপরে থাকে, অজ যেমন পর্ব্বত সমূহের উপর (নিশ্চিন্তে) থাকে তদ্রূপ

(১) ঋগ্বেদ ১০।৫৮।১,২,৪,৫,৯,১২ ঋক্।

(যেন) আমরা থাকি। কৃষিকার্যে যেন অনুরাগযুক্ত হই। সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে যেন অশক্ত না হই। আমাদিগকে স্থাপন কর। আমরা যেন আযূকাল অতি উৎকৃষ্ট জীবিকা দ্বারা কাটাইতে পারি। সূর্যের দৃষ্টি মধ্যে রাখ, অন্ধকারে নহে। আমাদের প্রদত্ত ধন (অর্থাৎ কর) দ্বারা তোমার শরীর বর্দ্ধন কর। আবার আমাদের চক্ষুকে, আবার আমাদের প্রাণকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিও না। '-আমরা যেন গৃহে থাকিয়া সূর্যকে ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আবাসে বসিতে পারি।" (২)

পথ ভুলিয়া বিপথে না যান এইজন্য ঋষিগণ নিম্নলিখিত ঋক রচনা করিয়াছেন—"হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোম বিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদের মধ্যে না আইসে।" (৩) বৈবস্বত মনুর পিতামহ কশ্যপ ঋষি জলপ্লাবনের পরে পৌত্রের দেশে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া বলিয়াছেন—যেখানে প্রচুর আলোক, যে প্রদেশে আত্মীয়গণ আছেন সেই হিংসা শূন্য প্রদেশে আমাকে লইয়া চল।

যেস্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যেস্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যেস্থানে প্রকাণ্ড নদী আছে তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর (রমেশ)।

যে তৃতীয় সুখময় স্থানে, তৃতীয় ক্রীড়ার স্থানে, কামীগণ বিচরণ করে, যে প্রদেশ সমূহ আলোকযুক্ত, তথায় আমাকে দীর্ঘজীবী কর।

যেখানে কামী ও অকামী (আছে), যেখানে আমার পৌত্রের রাজ্য, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি (লাভ হয়) তথায় আমাকে দীর্ঘায়ু লাভ করাও। ১০ (১)

(২) ঋগ্বেদ ১০।৫৯।১,২,৩,৫,৬ ঋক্।
(১) ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৭,৮;৯;১০ ঋক্।

উপরে যে সমস্ত ঋকের অনুবাদ দেওয়া হইল তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, জলপ্লাবনের পরে বৈবস্বত মনু যে দেশে গিয়াছিলেন তাঁহার পিতামহ কশ্যপ ঋষি এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও সেই দেশে গিয়াছিলেন এবং আবার জলপ্লাবন না হয় বা অন্য কোন উৎপাত না হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়াছেন। ১।৫৮ সূক্তে যে স্থানের বর্ণনা আছে, তাহা যে মহামেরু বা পামীর প্রদেশের (১) বর্ণনা, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই মহামেরু কশ্যপ বর্ণিত "তৃতীয় স্থান" এবং আবেস্তা বর্ণিত তৃতীয় স্থান **মৌরু**।

রাজ তরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে—বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ ঋষি হিমালয়ের কুক্ষিস্থিত জলপূর্ণ একটি হ্রদ মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করতঃ কশ্যপ মেরু নাম দিয়াছিলেন। পরে ক্রমে হয়ত তাহা কশ্যপমীর পরে কাশ্মীর হইয়া থাকিবে। কশ্যপ ঋষি তাঁহার পুরাতন বাসস্থান কশ্যপাগার বা কাশগার হইতে এখানে আসিয়া থাকিবেন।

এই সমস্ত প্রমাণ এবং পৌরাণিক প্রমাণাদির দ্বারা বুঝা যায় যে, জল প্লাবনের পরে বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্বতে, মহামেরু প্রদেশে (পামীর) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধু পরে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। ৺রমেশ বাবুর অনুবাদ বা সায়ণ ভাষ্যে এই তত্ত্ব পাওয়া যায় না। বৈবস্বত মনুর **মহামেরু বা পামীর** প্রদেশে আসিবার ইহা একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

আর্যমতে প্রথম স্থান **মেরু** বা বিরাজ ভবন, দ্বিতীয় স্থান **সুমেরু** বা ইলাবৃত বর্ষ বা ইলাস্থায়ী বা আলটাই পার্বত্য প্রদেশ, তৃতীয় স্থান **মহামেরু**। আবেস্তা মতে প্রথম স্থান ঐর্যনবয়েজা দ্বিতীয় স্থান সুঘধ। তৃতীয় স্থান মৌরু।

(১) বায়ু ৪৬।২০

কেহ কেহ "এই জলপ্লাবনকে **নুহের** জলপ্লাবন বলেন, বৈবস্বত মনুর জলপ্লাবন নহে। ভারতীয় ঋষিগণ নুহের জলপ্লাবনকেই বৈবস্বত মনুর জলপ্লাবন বলিয়াছেন।" আমরা এমত স্বীকার করিতে পারি না। কারণ বৈবস্বত ও সাবর্ণি মনু দুই বৈমাত্র ভ্রাতা। **সাবর্ণি মনুই** বাইবেলে কথিত নুহ। দুই ভ্রাতাই এক সময়ে পৃথক নৌকায় ভাসিয়াছিলেন। নুহের কোন পরিচয় বাইবেলে নাই, হিন্দুশাস্ত্রে আছে। কেহ বলেন দ্রাবিড় রাজ সত্যব্রতের জলপ্লাবনকেই বৈবস্বতের জলপ্লাবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এ মতও ঠিক নহে, আমরা যথাস্থানে দেখাইব।

বর্তমান ঐতিহাসিকগণ বলেন "হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারো আর্য সভ্যতার চিহ্ন নহে। আর্য পূর্ব জাতি অর্থাৎ অনার্য সুমেরিয়ান (দ্রাবিড়িয়ান) দিগের খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বের সভ্যতার চিহ্ন। এই ৩০০০ খৃঃ পূঃর প্রথমদিকে আর্যগণ ভারতে আসিয়া এই দ্রাবিড়িয়ানদিগকে তাড়াইয়া দেন নাই ইহা বিশ্বাস করা অসঙ্গত নহে" (১)।

এইরূপ সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ভারতের বর্তমান ইতিহাস লিখিত হইতেছে। ইঁহারা অনুমানে আর্যগণের ভারতে আগমন কাল খৃঃ পূঃ ২০।২১ শতাব্দীর বেশী দিতে চাহেন না এবং যখন আর্যগণ ভারতে আসিয়াছেন তখন পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে আর্য পূর্ব অর্থাৎ দ্রাবিড়িয়ানদিগের বাস করা অনুমান করিয়াই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভারতের এই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি যে একদিন জলমগ্ন ছিল তাহা তাঁহারা অনেকেই জানেন না। খাইবার পাশ পথে ভারতে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না।

(১) Aryanisation of India by N. K. Dutta, p. 65.

পুরাণের বংশাবলি ধরিয়া ইঁহারা রাজাদিগের একটা কল্পিত রাজত্বকাল কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে "*পুরাণের বংশাবলীতে* সমস্ত রাজার নাম লিখিত হয় নাই" (১)। অপ্রসিদ্ধ রাজাদিগের নাম পুরাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা সকলে অবগত নহেন। পুরাণে যে কাল পাওয়া যায় তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। হিন্দুশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া হিন্দু ভারতের ইতিহাস লেখাতেই এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। কেবল অনুমানকে ভিত্তি করিলে সে ইতিহাস ঠিক বা ঠিকের নিকটবর্তী হইতে পারে না। অন্ততঃ কিছু একটা ভিত্তি চাই। একেবারে **ভিত্তি শূন্য** অনুমানের ইতিহাস বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস নহে। বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসে কুট তর্কের স্থান নাই। কেবল ভিত্তিযুক্ত অনুমানের স্থান আছে। তাহা আমরা ক্রমে দেখাইব। আরও দেখাইব যে হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারো আর্য সভ্যতারই ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতের আর্য বংশ।

কশ্যপ ঋষির পুত্র বিবস্বান ঋষি। বিবস্বান অর্থ সূর্য। (২) অদিতির পুত্র বলিয়া তিনি আদিত্য নামেও কথিত হইতেন। সূর্য ও আদিত্য। বৈবস্বত মনু এই বিবস্বান ঋষির পুত্র। পৌরাণিকগণ ভ্রমে পড়িয়া বৈবস্বত মনুর বংশকে আকাশের সূর্যের বংশ বলিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। সূর্য বংশ অর্থ বিবস্বানের বংশ বুঝিতে হইবে। পাজিটার সাহেব "মনুর বংশকে দ্রাবিড় বংশ এবং তাঁহার কন্যা ইলার বংশকে ঐল আর্য বংশ" বলিয়াছেন।

---

(১) বায়ু ৯৯।৪৫৪, ৪৩৫। মৎস্য ২৭৩।৭৫। বিষ্ণু ৪।২৪।৪৯।

(২) Ancient Indian Historical Tradition, pp. 295, 304-5.

তাহা হয় না। কশ্যপ ঋষি আর্য, দক্ষ ও আর্য; সুতরাং তাঁহাদের পুত্র গণও আর্য, কন্যাও আর্য।
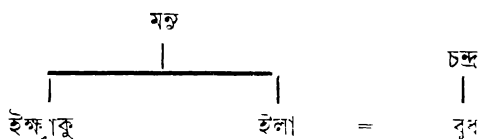
সুতরাং ইক্ষ্বাকু বংশ আর্য বংশ। ইলার বংশ চন্দ্রের বংশ সুতরাং আর্য। পার্জিটার সাহেবের মতে "ব্রাহ্মণেরা মানব বা দৈত্য বা দানব বংশের পৌরহিত্য করিতেন, ঐল বংশের ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল না।" একথায় স্বতই মনে হয় তবে বুঝি ঐল বংশ আর্য নহে। কিন্তু সেখানেও সন্দেহ নাই, কারণ রাজা নহুষের কন্যা "রুচি নাহুষির" সহিত চ্যবন ঋষির পুত্র আপ্নবানের বিবাহ হইয়াছিল। অতএব প্রমাণিত হইল যে এই দুই বংশই আর্য। আরও প্রমাণ আছে। ইলার পুরুষাবস্থার নাম সুদ্যুম্ন। এই সুদ্যুম্নের বংশও আর্য বংশ।(১) পার্জিটার সাহেব বলিয়াছেন সুদ্যুম্নের বংশ "মুণ্ডা জাতির" বংশ। এ অসঙ্গত কথার কোনও প্রমাণ নাই।

বৈবস্বত মনু ১১৭৯ আর্যাব্দে ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃতে হিমালয় পর্বতে আসিয়া পামীর প্রদেশেরই কোনও স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ হিমালয়ের পাদ দেশ পর্যন্ত সমুদ্র থাকায় সমতলভূমি পান নাই। পর্বতের উপরে বাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। ইহাই আর্যজাতির ভারতে **প্রথম** আগমন। ইনি বৈবস্বত **যম** নামে কথিত হইয়াছেন (২)। যম অর্থ রাজা। আবেস্তায় যিম বলে।

(১) বিষ্ণু পুরাণ ৪।১।৮। (২) ঋগ্বেদ ১০।৫৮ সূক্ত।

কঠোপনিষদে লিখিত আছে নচিকেতা নামক এক ব্রাহ্মণ সন্তান যম পদে অবিষ্ঠিত তাৎকালিক রাজার নিকট গিয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে "রাজা রাবণ যমের সহিত যুদ্ধ করিতে যম পুরীতে (কাশ্মীর) গিয়াছিলেন। তথায় তিনি দুষ্কৃতি অনুসারে লোককে ফল ভোগ করিতে দেখিয়াছেন। যম তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন (১)।

এইরূপ বর্ণনা হইতে মনে হয় প্রথমে রাজা বৈবস্বতের বংশই যম পদে থাকিয়া অপরাধের বিচার করিতেন ও শাস্তি দিতেন। অন্য কোন রাজার সে ক্ষমতা ছিল না। রাবণের নিকট পরাস্ত হইবার পর হইতে সম্ভবতঃ যম আর কাশ্মীরে ছিলেন না। পুরাণে লিখিত আছে চন্দ্রবংশীয় রাজা ঐনিল যম রাজার কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং এই যম যে কাশ্মীরের রাজা তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। হয় ত এইরূপ কোন যম রাজাই রাবণের নিকট পরাস্ত হইয়া থাকিবেন। ইহার পরেই হয়ত কাশ্মীরের যম রাজা পরলোকের যম রাজা হইয়া মৃত অপরাধীদিগের বিচারকর্ত্তা ও শাস্তিদাতা রূপে কল্পিত হইয়া থাকিবেন (২)।

রাজা বৈবস্বত অনুমান ৫৫৭৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে প্রসন্ধি নামক পুত্র রাজা হইয়া থাকিবেন। নাভানেদিষ্ট নামক তাঁহার আর এক পুত্র ছিল তিনি সাবর্ণি মনুকে (নুহকে) বৃদ্ধকালে **আরারট** (আরভ) পর্বতের সানু প্রদেশে বাস করিতে এবং দানাদি করিতে দেখিয়াছেন। তিনিও দান গ্রহণ করিয়াছেন (৩)।

(১) রামায়ণ উত্তরা—২২ সর্গ।

(২) ঐ

৩) ঋগ্বেদ ১০।৬২।৯, ১০. ১১ ঋক।

প্রসন্ধি—রাজা প্রসন্ধির পুত্র **ক্ষুপ**। ক্ষুপ অর্থ হাঁচি। ক্ষুপের পুত্রই ইক্ষ্বাকু। পৌরাণিকগণ বুঝিয়াছেন বৈবস্বত মনুর হাঁচি হইতে ইক্ষ্বাকু নির্গত হইয়াছেন (১)। ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। মহাভারতে লিখিত আছে বৈবস্বত মনুর পুত্র প্রসন্ধি তৎপুত্র ক্ষুপ, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু (২) ইহাই ঠিক। রাজা **ইক্ষ্বাকু** সম্ভবতঃ হিমালয়ে ইক্ষ্বামন পাশ নামক পার্বত্য পথে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া কারাকোরাম পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান সযোক নদীর তীরে স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। অনুমান হয় এই রাজধানীর নাম অযোধ্যা ছিল। সযোক নদী সম্ভবতঃ সরযুর বিকৃত নাম। পরে কোন সময় এই বংশীয় কোন রাজা বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশে রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহা দেখিব।

রাজা ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামক এক পুত্র ও ইলা নাম্নী এক কন্যা ছিল (৩)। সুমেরু প্রদেশের চন্দ্র নামক এক রাজার পুত্র বুধের সহিত ইলার বিবাহ হইয়াছিল। ইলার পুত্র পুরোরবা বাল্হিক (Balkh) প্রদেশের রাজত্ব ইলার নিকট পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভারতের সমতল প্রদেশে নামিতে না পারিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া থাকিবেন। এই চন্দ্র হইতেই চন্দ্রবংশ হইয়াছে। রাজা ইক্ষ্বাকুর আর কতকগুলি পুত্র উত্তরাপথে বহির্গত হইয়া সম্ভবতঃ রুষ দেশে (শাকদ্বীপে) গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ইহারাই সম্ভবতঃ শক জাতির আদি পুরুষ। ইক্ষ্বাকুর দণ্ড নামক এক পুত্র, জলমগ্ন হেতু সিন্ধুগাঙ্গ্য প্রদেশে স্থান না পাইয়া সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ রাজ্য ধ্বংস হইয়া দণ্ডকারণ্য বা জনস্থান নামে খ্যাত হইয়াছে।

রাজা ইক্ষ্বাকু ১২৭৫ আর্যাব্দ বা ৫৫০২ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

(১) বায়ু ৮৮।৭। (২) মহা—আশ্ব—৪র্থ অঃ।

(৩) মৎস্য পুরাণ ইলাকে ইল নামক পুত্র বলিয়াছে, তাহা অন্যান্য পুরাণ বিরুদ্ধ।

পরঞ্জয়—ইক্ষ্বাকুর কয়েক পুরুষ নীচে রাজা পরঞ্জয় রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হিমালয় পর্বতের ইন্দ্র নামক শৃঙ্গে (ককুদে) আরোহণ করিয়া অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকিবেন। তিনি অসুরদিগকে পরাস্ত করায় দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাকুস্থ (ককুদস্থ) উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই কাকুস্থ নাম এতদূর সম্মানিত ছিল যে ইহার পরবর্তী বংশীয়গণকেও এই নামে সম্মান করা হইত (১)।

ক্রান্তিপাত গণনা।

এই সময় ৫৪৪৮ খৃঃ পূঃতে পুনর্বসু নক্ষত্রে ক্রান্তি পাত শেষ হইলে কোন কোন ঋষি মৃগ নক্ষত্রে (মৃগশিরা) ক্রান্তি পাত গণনা আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ঋষি দেখিলেন পুনর্বসু নক্ষত্র হইতে মৃগ নক্ষত্র একটু দূরে অবস্থিত। মৃগ নক্ষত্রের বাহুতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তাঁহারা ঐ নক্ষত্রকে নক্ষত্র চক্রের মধ্যে পুনর্বসুর আগে বাহু বা আর্দ্রা নামে গ্রহণ করিলেন এবং তাহা হইতে বিষুব সংক্রমণ গণনা করিতে লাগিলেন এবং মৃগ হইতে বিষুব গণনা ত্যাগ করিলেন। ঋগ্বেদে বাহু নক্ষত্রের নাম আছে (২)। আর্দ্রা নাম সম্ভবতঃ পরে হইয়া থাকিবে।

এই ঘটনাটি রূপকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যথা:—রাজা দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিলেন। সুরগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু অসুর পক্ষ গ্রহণ করা জন্য যজ্ঞে মহাদেবের ভাগ না থাকায় তিনি নিমন্ত্রিত হন নাই। সুমেরু সমাজে আবদ্ধ ছিলেন। সুর গণকে বিমান আরোহণে যাইতে দেখিয়া মহাদেব নিজে ভাগ লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সকলে পলাইতে লাগিল।

(১) বিষ্ণু ৪।২।১২। (২) ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৮ ঋক।

যজ্ঞকে মৃগরূপে পলাইতে দেখিয়া মহাদেব তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। সুরগণ স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে স্বীকার করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞ স্থল ত্যাগ করিলেন (১)।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, মৃগ নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত গণনা পরিত্যক্ত হইয়া বাহু বা আর্দ্রা নক্ষত্রে গণনা আরম্ভ হইল। মহাদেব কাল। তিনি এই গণনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

বৃত্র বধাব্দ গণনা।

সম্ভবতঃ এই সময় "মৃগ নক্ষত্রের শিব" নক্ষত্র চক্রে গৃহিত হইয়া থাকিবে। এই তত্ত্বও একটি গল্পে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে—ইন্দ্র বৃহস্পতিকে আর্দ্রা নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে না দেখিয়া অনাদর করিলেন। বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া আত্ম গোপন করিলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে না পাইয়া ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। বিশ্বরূপের পিতা দেবদলভুক্ত কিন্তু মাতা অসুরদলভুক্তের কন্যা ছিলেন। এজন্য বিশ্বরূপ ইন্দ্রের নির্দ্দেশ মত গণনা না করায় ইন্দ্র তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন (২)। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। তিন মস্তকই ইন্দ্র ছেদন করিলেন। বিশ্বরূপের ভ্রাতা বৃত্র এইজন্য ইন্দ্রের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলে ইন্দ্র দধিচীমুনির অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রকে ৯ গুণ ৯০বার (৯ × ৯০) অর্থাৎ ৮১০ বার বধ করিয়া গণনা চালাইয়াছিলেন। এই ৮১০ বৎসর **বৃত্রবধাব্দ** গণনা হইয়াছিল (৩)।

এই গল্প পাঠে অনুমান হয় আর্যমতে ৫৪০৩ খৃঃ পূঃতে আর্দ্রা নক্ষত্রে বিষুবন আরম্ভ হইলে বৃহস্পতি (যিনি মৃগ নক্ষত্রে কাল গণনা

(১) মহাভারত—শান্তি—২৮৩ অঃ। (২) মহাভারত—শান্তি—৩৪৩ অঃ।

(৩) ঋগ্বেদ ১৷৮৪৷১৩ ঋক।

করিতেছিলেন) কাল গণনা কার্য ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। ইন্দ্র বিশ্বরূপকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলে তিনিও মৃগ নক্ষত্র ধরিয়াই গণনা করিতে লাগিলেন। এজন্য ইন্দ্র ত্রিশির বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন এবং অন্য গণক নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবতঃ ইন্দ্রই "বৃত্রবধাব্দ" নাম দিয়া একটী পৃথক অব্দ গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃগ নক্ষত্রের মস্তকে তিনটি তারা আছে। এই সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে—দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিলেন, যজ্ঞে মহাদেবের ভাগ নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় তাঁহাকে বাদ দিয়া অন্য সুরগণকে অর্থাৎ সুমেরুবাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞ ধ্বংস করিতে আসিলে যজ্ঞ ভয়ে মৃগরূপ ধরিয়া পলাইতে লাগিল। মহাদেব তাহার **মস্তক** ছেদন করিলেন। দেবগণ অর্থাৎ সুমেরুবাসী আর্যগণ ভীত হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দিতে স্বীকার করিলে তিনি যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন না (১)। এই "দেব" শব্দের ইংরাজী অনুবাদ "God" হইবে না। একজন মাত্র God যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সর্বত্র আছেন। এই রূপকটি ভাঙ্গিলে দেখা যায়—মহাদেব মহাকাল; দক্ষ নক্ষত্র চক্র। সম্ভবতঃ অসুর পক্ষ অর্থাৎ সুমেরিয়ানগণ এই সময় মৃগশিরা নক্ষত্রেই বিষুব সংক্রমণ গণনা করিতেছিলেন। দেবগণ অর্থাৎ সুমেরুবাসীগণ ঐ গণনা অগ্রাহ্য করিয়া আর্দ্রা নক্ষত্রে গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাই এই গোলযোগ।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।

সম্ভবতঃ এই সময় আর্যগণ দেখিয়াছিলেন চন্দ্র সাতাইশ দিনে একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আইসে। তাই নক্ষত্র চক্রে সাতাইশটি ষ্টেশন স্থির করা আবশ্যক হইল। তখন তাঁহারা আর্দ্রাসহ আর দুইটি নক্ষত্র চক্র মধ্যে

(১) মহাভারত—শান্তি—২৮৪ অঃ।

গ্রহণ করিলেন। পঞ্চম নক্ষত্র মৃগশিরার পরে ষষ্ঠ নক্ষত্র হইল আর্দ্রা, আর ধনিষ্ঠার পরে শতভিষা এবং পূর্বভাদ্রপদ গৃহীত হইল। সুতরাং নক্ষত্র চক্র সাতাইশ ভাগে বিভক্ত হইল। তাহাতে ক্রান্তিপাতের গতি বৎসরে ৫৪″ বিকলা ধরিয়া ৬৬।৮ মাসে এক অংশ, ৮৮৮।১০ মাসে এক নক্ষত্র (১৩।২০ অংশ) এবং ২৪০০০ বৎসরে সাতাইশ নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত গণনা স্থির হইল। এই সাতাইশ নক্ষত্রের নাম করণ কবে হইয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু এই সাতাইশ নক্ষত্রের নামের অর্থ করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে যে তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। সে এক অদ্ভুৎ বিজ্ঞান সম্মত অর্থ। বর্তমান ভূতত্ত্ব জীবতত্ত্বসহ তাহার অদ্ভুত সঙ্গতি দেখা যায়। কোন সুদূর অতীত কালে যে মহাজ্ঞানী ঋষিগণ এই তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন তাহা জানিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ঐ সাতাইশ নক্ষত্রের নামের একরূপ সুন্দর মিল আছে যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বাবিলন বাসীগণ ২৪ নক্ষত্র গণনাকালেই আর্যদল হইতে পৃথক হইয়া বাবিলনে গিয়াছেন। তাঁহারা ২৪ নক্ষত্রই গণনা করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা পরঞ্জয়ের পরে কয়েক পুরুষ নিম্নে রাজা কুবলাশ্বকে রাজত্ব করিতে দেখা যায়, তিনি ৪৭৩৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

নদী প্রবাহিত করা

আর্যগণ হিমালয় পর্বতে আসিয়া দেখিয়াছিলেন পর্বত গুহার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রচুর জল আবদ্ধ হইয়া আছে। সেগুলিকে বহাইয়া দিলে

বহু ভূমি উর্বরা হইয়া শস্য উৎপাদনের সুবিধা হইবে। এই বিবেচনায় তাঁহারা পর্বত কাটিয়া সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করতঃ কতকগুলি গুহার জল বহাইয়া দিলেন। ঐ সমস্ত জল নদীরূপে পরস্পর মিলিয়া হিমালয় পর্বতের পাদদেশে আসিয়া ৭টী নদীতে পরিণত হইয়াছিল (১)।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশ

ক্রমে এই ৭টী নদী দ্বারা বাহিত মৃত্তিকা, বালুকা, প্রস্তরচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সপ্তসিন্ধু প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ভারতের মানচিত্রে এই প্রদেশ ঈষৎ হরিদ্রাক্ত রং দ্বারা দেখান হইয়াছে। (৩ নং চিত্র ৮০ পৃষ্ঠা)

গঠন প্রণালী—নদীজল পর্বত হইতে প্রস্তর চূর্ণ, বালুকা ও পলিমাটি বহন করিয়া লইয়া চলিল। প্রস্তরচূর্ণ ভার বলিয়া বেশী দূরে বাহিত হইতে পারিল না, নিকটেই অধঃপতিত হইতে লাগিল। তদপেক্ষা যাহার ভার কম তাহারা আর একটু দূরে নীত হইল। এইরূপে এই অধঃপতিত নদী বাহিত প্রস্তর চূর্ণ, বালুকা ও পলিমাটি নিজ নিজ ভারত্ব অনুসারে নীত হইয়া নূতন নূতন দেশ গঠিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ও প্রস্তরচূর্ণ পর্বতের পাদদেশে পতিত হইয়া যে দেশ গঠন করিয়াছে তাহাকে "শিবালিক" বলে। ক্রমে যতদূর গিয়াছে ততই সূক্ষ্ম বালুকা ও পলি বাহিত হইয়া কেমন উর্ব্বর দেশ গঠিত হইয়াছে তাহা আমরা 'ব' দ্বীপের সুন্দরবনের দিকে দেখিলেই বুঝিতে পারি। এইরূপে গঠিত দেশকে ঋগ্বেদে ও মনু সংহিতায় দেব নির্ম্মিত দেশ বলিয়াছে (২)।

সপ্তসিন্ধুর ৭টী নদীর নাম—(১) সিন্ধু, (২) সুষোমা, (৩) বিতস্তা, (৪) অসিক্নী, (৫) রাভি (পরুষ্ণী), (৬) বিপাশা, (৭) শতদ্রু। কেহ

(১) ঋগ্বেদ ১।৭১।৭ ; ২।১২।৩ ; ৪।২৮।১ ; ৭।৯৫।২ ; ১০।৪৩।৩ ঋক।

(২) ঋগ্বেদ ৩।৩৩।৪ ; ৬, ৭ মনু ২।১৭।

কেহ সুষোমা না ধরিয়া সরস্বতী নদীকে সপ্তসিন্ধু মধ্যে ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে, সরস্বতী পৃথক নদী (১)।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশ গঠিত হইলে আর্যগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন (২)। এখানেই সমতল ক্ষেত্রে আর্যগণের **প্রথম বাস**।

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশের পূর্বদিকে শতদ্রু নদী হইতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী পর্যন্ত নূতন গঠিত, মানচিত্রে ঈষৎ হরিদ্রাক্ত বংএ রঞ্জিত প্রদেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত। ইহা দক্ষিণে রাজপুতানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার পশ্চিমে সিন্ধু সমুদ্র। পঞ্জাব প্রদেশ তখনও গঠিত হয় নাই (৩)। এই দেশ নব নির্মিত ও বালুকাপূর্ণ হওয়ায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

ব্রহ্মর্ষি দেশ।

ব্রহ্মাবর্তের পূর্বদিকে ব্রহ্মর্ষি দেশ গঠিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কণোজ, মথুরা প্রভৃতি এই প্রদেশে অবস্থিত। প্রাকৃতিক মানচিত্রে ইহাকে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে (৪)। এই নবনির্মিত দেশও বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

মধ্য দেশ।

ব্রহ্মর্ষি দেশের পূর্বদিকে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে দেশ তাহার নাম মধ্যদেশ। ইহা উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত (৫)। এই প্রদেশটি মানচিত্রে সবুজ বর্ণে রঞ্জিত দেখান হইয়াছে, ইহাতে বুঝিতে

(১) ঋগ্বেদ ৮।৫৪।৪ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ৮।২৪।৭ ঋক।

(৩) মনু ২।১৭। (৪) মনু ২।১৯। (৫) মনু ২।২১।

হইবে এই প্রদেশ ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ অপেক্ষা নিম্ন এবং পরে গঠিত হইয়াছে। এই প্রদেশস্থিত প্রয়াগ (এলাহাবাদ) সমুদ্র অপেক্ষা ৩২৮ ফুট উচ্চ, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি প্রদেশস্থিত দিল্লি ৭২৫ ফুট উচ্চ।

আর্য্যাবর্ত্ত।

ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশ লইয়া মনুসংহিতার প্রথম সংস্করণের আর্য্যাবর্ত্ত গঠিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র (সিন্ধু সমুদ্র), পূর্ব্বসীমা পূর্ব্ব সমুদ্র অর্থাৎ প্রয়াগের পূর্ব্বস্থিত সমুদ্র। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ পশ্চিম সমুদ্রকে করাচীর দক্ষিণের সমুদ্র অর্থাৎ আরব সমুদ্র বুঝিয়াছেন, এবং পূর্ব্বসমুদ্রকে বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগর বুঝিয়াছেন। মনুসংহিতার পশ্চিম ও পূর্ব্বসমুদ্র তাহা নহে। এই সময় সপ্তসিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণেই সমুদ্র ছিল। পঞ্জাব প্রদেশ তখন কেবল গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব সমুদ্র প্রয়াগের সংলগ্ন পূর্ব্বস্থিত সমুদ্র। বেনারস, গাজীপুর, পাটনা, পূর্ণিয়া, মালদহ, রাজসাহী, 'ব' দ্বীপ প্রভৃতি তখন পূর্ব্ব সমুদ্রতলেই ছিল। (৫ নং চিত্র)

H. G. Wells সাহেব তাঁহার Out line of Historyতে ৮৩ পৃষ্ঠায় যে মানচিত্র দিয়াছেন তাহার বর্ণনা মনুসংহিতার সহিত ঠিক মিল আছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন ২৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার ভূতত্ত্ব এইরূপই ছিল। কিন্তু মনুসংহিতা এই সময়ের নহে, মনুসংহিতার আর্য্যাবর্ত্ত ৪৮ বা ৪৯ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর সম সময়ে রচিত হইয়াছে। তখনকার অবস্থা এইরূপ ছিল। মনুসংহিতার এই সাক্ষ্য বাক্য অবহেলা করিবার কোন হেতু দেখা যাইতেছে না। এই আর্য্যাবর্ত্ত দ্বারা হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যস্থিত সমুদ্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল (১)।

---

(১) মনু ২।২২।

নূতন দেশ গঠন

সমুদ্র মধ্যে নূতন দেশ গঠিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায় ৩০০০ বৎসরে ১ফুট দেশ গঠন ধরেন, তাই তাহারা যে দেশের যে বয়স নির্দ্ধারণ করেন তাহা অসম্ভব দীর্ঘ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। জলের উপরিস্থিত দেশ ৩০০০ বৎসরে ১ ফুট উচ্চ হইতে পারে, কিন্তু জল মধ্যে দেশ গঠিত হইতে এত অধিক সময় আবশ্যক হয় না। ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

Eridu ৬৫০০ খৃঃ পূঃতে পারস্য উপসাগরের তীরে ছিল, এখন তাহা ঐ উপসাগর হইতে ১৩০ মাইল দূরে পড়িয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রায় ৬৫ বৎসরে ১ মাইল চর পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে হিয়েনসাঙ্গ তাম্রলিপ্তিতে সমুদ্র তীরে বন্দর দেখিয়াছেন, এখন তাহা প্রায় ৭০ মাইল দূরে পড়িয়াছে। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে প্রায় ২০ বৎসরে ১ মাইল চর পড়িয়াছে।

বাগড়ী বা 'ব' দ্বীপ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রায় ৩০ ফুট বসিয়া গিয়াছিল, শিয়ালদহে একটি পুষ্করিণী খনন কালে ৩০ ফুট নিম্নে সুন্দরবনের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে গড়ে ৪০ বৎসরে ১ ফুট উচ্চ হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে নূতন দেশ গঠনের বহু চাক্ষুষ সাক্ষী আছে, তাহা আমরা ক্রমে দেখাইব। জলের মধ্যে চর গঠন শীঘ্র শীঘ্র হয়।

ধুন্ধুমার।

মহর্ষি উতঙ্ক রাজা কুবলাশ্বের নিকট গিয়া জানাইলেন—তাঁহার আশ্রমের সমীপস্থ মরুভূমিতে অবস্থিত ধুন্ধু নামক দৈত্য বড়ই উৎপাত

করিতেছে। তাহার প্রতাপে ঐ মরুভূমি বাসের অযোগ্য হইয়া আছে। "আপনি এই ধুন্ধুকে বিনাশ করিয়া ঐ মরুভূমি বাসযোগ্য করুণ।" রাজা ২১ হাজার পুত্র অর্থাৎ প্রজা মজুব সহ ধুন্ধু বধেব উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ধুন্ধু তখন মরুভূমিব পশ্চিম প্রান্ত আশ্রয় করিয়াছিল, মরুভূমির ঐ প্রদেশ তখন উচ্চ ছিল, উত্তাপও এইদিকেই বেশী ছিল। ধুন্ধু অর্থ—উত্তাপ। ইহা কল্পিত দৈত্য, জীবিত দৈত্য নহে।

রাজা কুবলাশ্ব মরুভূমির ঐ উত্তাপ নষ্ট করিবার জন্য ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন। খনন করিতে করিতে সেই স্থান হইতে অগ্নির তেজ নির্গত হইতে লাগিল এবং উত্তপ্ত জলস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। রাজার বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন রাজা কুবলাশ্ব ঐ উষ্ণ জল পশ্চিম সমুদ্র মধ্যে বহাইয়া দিলেন এবং পর্বত কাটিয়া অবরুদ্ধ নদীর জল বহাইয়া দিয়া ঐ স্থানকে প্লাবিত করিলেন। তাহাতে ঐ উত্তাপ (ধুন্ধু) ও উষ্ণ জল শীতল হইয়া ক্রমে ঐ প্রদেশকে বাসযোগ্য করিল। এই মহৎ কার্য সাধন করিয়া রাজা কুবলাশ্ব **ধুন্ধুমার** উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন (১)।

ঋষিগণ তখন ঐ প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে আচার নিয়ম প্রতিপালন করাইবার জন্যই মনুসংহিতার **প্রথম সংস্করণ** এই সময় রচিত হইয়াছিল, (২) এই সমতল ক্ষেত্র আর্যগণের **দ্বিতীয় বাসস্থান**।

সরস্বতী নদী।

রাজা কুবলাশ্ব কর্তৃক প্রবাহিত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তখন সমুদ্রে পতিত হইত (৩)। ইহার তীরে আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপন

(১) বায়ু ৮৮।৪৫-৫৮। (২) মনু ২।২০। (৩) বায়ু ৮৮।৫৮। ঋগ্বেদ ৭।৯৫।২ ঋক।

১ নং

২ নং

৩ নং

করিয়াছিলেন (১)। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪৮ শতাব্দীতে এই উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া থাকিবে। যমুনা নদীও সম্ভবতঃ কুবলাশ্ব রাজাই বহাইয়া থাকিবেন। এই সময় যমুনা নদী পশ্চিম বাহিনী ছিল। ভূতত্ত্ববিদগণ ইহার পুরাতন খাত আবিষ্কার করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজা উষদশ্ব।

রাজা উষদশ্বের সহিত চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি দ্বিতীয়ের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। যযাতি দ্বিতীয়ের ৪ দৌহিত্র এই সময় বর্ত্তমান ছিলেন—(১) উষদশ্ব পুত্র বসুমনা, (২) রাজা উশীনর তনয় শিবি, (৩) রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন এবং (৪) বিশ্বামিত্র পুত্র অষ্টক। রাজা উষদশ্ব অনুমান খৃঃ পূঃ ৪৪২২ হইতে ৪৩৯৮ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। সুতরাং রাজা শিবি, প্রতর্দন ও অষ্টক এই সময় বর্তমান ছিলেন ধরা যাইতে পারে।

রাজা যুবনাশ্ব।

রাজা উষদশ্বের পৌত্র রাজা যুবনাশ্বের সহিত চন্দ্রবংশীয় রাজা রন্তিনারের কন্যা গৌরীর বিবাহ হইয়াছিল (২)। রাজা যুবনাশ্ব ৪৩৭৪ হইতে ৪৩৫০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। রাজা রন্তিনার এই সময় বর্তমান ছিলেন ধরা যাইতে পারে।

---

(১) ঋগ্বেদ ৩।২৩।৪ ঋক।

(২) বায়ু ৯৯।১৩০।

রাজা মান্ধাতা।

রাজা মান্ধাতার সহিত সম্ভবতঃ লঙ্কার রাজা ১ম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়ের কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে না পারিয়া বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মান্ধাতা ৪৩২৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ইনি একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্রাট ছিলেন। কথিত আছে সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত ইহাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল (১)। চন্দ্রবংশীয় রাজা শশবিন্দুর কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল (২)। সুতরাং রাজা শশবিন্দু ৪৩২৬ খৃঃ পূঃতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্রহ্যুর পৌত্র রিপু সহ মান্ধাতা চৌদ্দ মাস যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন (৩)।

রাজা পুরুকুৎস।

কণোজ রাজ কুশিকের সহিত পুরুকুৎসের কন্যা পৌরকুৎসার বিবাহ হইয়াছিল (৪)। রসাতলে অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে মৌনেয় নামে এক সম্প্রদায় গন্ধর্ব বাস করিত। তাহারা নাগদিগের রত্নাদি হরণ করিয়া উৎপাত করিত। নাগগণ রাজা পুরুকুৎসের শরণ লইলে তাহাদের কন্যা নর্মদার অনুরোধে তিনি রসাতলে গিয়া গন্ধর্বদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। নর্মদাব সহিত রাজার বিবাহ হইয়াছিল। এই নর্মদার গর্ভে অৰ্দ্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুর জন্ম হইয়াছিল (৫)। এই নাগগণ পুরাণে রূপকে সর্পরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহারা সর্প নহে। অনুমান হয় ইহারা জলপ্লাবনের পূর্বের লোক? স্বারোচিষ মনু হিমালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমে বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ

(১) বায়ু ৮৮।৬৮। (২) বায়ু ৮৮।৭০। (৩) বায়ু ৯৯।৮।
(৪) বায়ু ৯১।৬৬। (৫) বিষ্ণু ৪।৩।৮, ৯।

সময়ের কতক লোক বিন্ধ্যপর্বতে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জলপ্লাবনে দেশ ধ্বংস হইলে সম্ভবতঃ এই পর্বতবাসীগণ কোনরূপে রক্ষা পাইয়া থাকিবে। পর্বতের এক নাম "নগ"। এই নগ শব্দ হইতে পর্বত-বাসীগণ "নাগ" নামে কথিত হইয়া থাকিবে। ইহারা আর্য বংশ জাত। ঋগ্বেদে "দুর্গহ" নামে এক নাগের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গন্ধর্ব অর্থাৎ দ্রাবিড়গণ এই দুর্গহের পুত্রকে বন্দী করিয়াছিল (১)। পুরুকুৎস তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে—"পুরুকুৎস গিরিক্ষিত কুলজাত" (২)। ইহাতে অনুমান হয় ইহার মাতা গিরিক্ষিৎ নামক কোন রাজার কুলজাত কন্যার গর্ভে জন্মিয়া থাকিবেন। রমেশ বাবুর অনুবাদে গোত্রশব্দ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন পুরুকুৎস সূর্য বংশ জাত নহেন। কিন্তু মূলে গোত্র শব্দ নাই। আর কোন পুরুকুৎস থাকারও প্রমাণ নাই। পুরুকুৎস যজ্ঞ বিঘাতকদিগের সপ্ত সারদীয়া (সাতপুরা পর্বতস্থ) (৩) পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দুর্গহের পুত্রকে উদ্ধার করিবার সময় এই সপ্তপুরী ধ্বংস করিয়া থাকিবেন। Vedic indexএ এই পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু "পুরু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের পুরুবংশে জন্ম সম্বন্ধে কোন কিছুই প্রমাণ কোথাও নাই। Vedic index যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় না। সুতরাং পুরুকুৎস এবং ত্রসদস্যু যে সূর্যবংশীয় রাজা তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না। তাঁহারা আরও বলেন যে, পুরুকুৎস সুদাসের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন, তাহাও ঠিক নহে। পুরুকুৎস পুত্র ত্রসদস্যু সুদাসকে সাহায্যই করিয়াছে (৪)।

(১) ঋগ্বেদ ৪।৪২।৮ ঋক।

(২) ঋগ্বেদ ৫।৩৩।৮ ঋক।

(৩) ঋগ্বেদ ১।৬৩।৭ ; ৬।২০।১০ ঋক।

রাজা ত্রসদস্যু।

রাজা পুরুকুৎসের পরে তৎপুত্র ত্রসদস্যু পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ৫/২৭ সূক্তের ত্রসদস্যুর সহিত ত্র্যরুণ ও ত্রিবৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। অগ্নি পুরাণে স্থরথ ত্রসদস্যুর নাম পাওয়া যায়। সে পুরুকুৎস পুত্র ত্রসদস্যু নহে। জন্মেজয়ের এক পুত্রের নাম স্থরথ। ইহারই এক নাম ত্রসদস্যু। প্রয়াগের পূর্বদিকে যে সমুদ্র ছিল তাহার বঙ্গোপসাগর সহ সংযোগ স্থলে চর পড়িয়া সমুদ্রটি বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই দূষিত বদ্ধ জল মধ্যে "কালেয়" নামক এক দৈত্য সম্প্রদায় বাস করিয়া পার্শ্বস্থ ঋষিদিগের আশ্রমে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল। সন্ধ্যার পর ঋষিদিগের সহস্র সহস্র শিষ্য আশ্রমগৃহে শয়ন করিত, প্রাতঃকালে তাহাদের অনেককেই মরিয়া থাকিতে দেখা যাইত। প্রয়াগস্থ ভরদ্বাজ ঋষি প্রভৃতি ইহাতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া অগস্ত্য ঋষিকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। অগস্ত্য ঋষি সম্ভবতঃ সেচ বিভাগের একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অগং অর্থাৎ গতি নাই—স্ত্যায়তি অর্থাৎ অন্যত্র চালনা করা" এই অর্থে যাহার গতি শক্তি নাই, তাহাকে যিনি চালনা করেন তাঁহার নাম অগস্ত্য। তিনি আসিয়া বঙ্গোপসাগরের সংযোগ স্থলে একটী মুখ কাটিয়া সমস্ত জল বাহির করিয়া দিলেন। কালেয় দৈত্যগণ জলশূন্য সমুদ্রের গর্ভে আশ্রয় না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন ঋষিগণ ঐ সমুদ্র আবার জলপূর্ণ করিবার জন্য অগস্ত্যকে অনুরোধ করিলেন। তিনি পারিবেন না বলিলেন। সম্ভবতঃ অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়াই অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "তোমরা অপেক্ষা কর, রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া এই সমুদ্র পূর্ণ করিবেন"। সুতরাং সমুদ্রের ঐ শুষ্কগর্ভ মরুভূমিতে পরিণত হইল (১)।

---

(১) মহাভারত বন ১০০ অঃ।

মহাভারতে অগস্ত্য ঋষির সমুদ্র পান বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে চান না। কিন্তু এই রূপক ভাঙ্গিলে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। লিপি প্রণালীও এখনকাব মত সম্ভবতঃ উন্নত ছিল না। সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য আর্যগণ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলি রূপকে গল্পাকারে রচনা করিতেন। ঋষি যে মুখ কাটিয়াছিলেন ঐ "মুখ" শব্দ হইতেই "পান করা" হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে একটা সমুদ্রকে কেহ পান করিতে পারে না। ইহা ঋষিগণ অবশ্যই বুঝিতেন। এখনকার ঐতিহাসিকগণ এই রূপকটী বুঝিতে না পারিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা ঐ সমুদ্রস্থানে দেশ গঠণের ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

কালেয় দৈত্য সম্ভবতঃ **মশা** অর্থে কল্পিত হইয়া থাকিবে। দূষিত জলে ম্যালেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার বাহন মশা (কালেয় দৈত্য) জন্মিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে শয়ন করিয়া রাত্রির মধ্যে গৃহের লোক মশার কামড়ে মরিবার প্রমাণ এই ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত বঙ্গদেশে আছে। কলিকাতার **লেকের** কথা মনে করিলেও অনেকটা বুঝা যাইবে।

অথর্ববেদে "তক্‌মণ" নামক জ্বরের কথা আছে, এই জ্বরে কাঁপুনি আছে। অঙ্গ, মগধ ঐ জ্বরের ঘর। জ্বরটিকে ঐ সকল দেশে চলিয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে (১)। এই জ্বর যে ম্যালেরিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং বঙ্গদেশে আজ ম্যালেরিয়া নূতন নহে। মশার উৎপত্তি স্থান নষ্ট না করিলে মশা নষ্ট হয় না, সুতরাং ম্যালেরিয়াও যায় না, ইহা ঋষিগণ অবগত ছিলেন, তাই অগস্ত্য ঋষি সমুদ্রটাকেই শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহারই নাম "মশা মারিতে কামান পাতা"। আজ মশার উৎপত্তি স্থান নষ্ট না করিয়া কেবল "মশা মারিয়া হাত কাল" করা হইতেছে ; তাই বঙ্গদেশবাসী ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হইতেছে। মশা ম্যালেরিয়ার বাহন

(১) অথর্ব ৫ কাণ্ড। ২২ সূক্ত। নব্য ভারত ১৩১৭।৪২৮ পৃষ্ঠা।

মাত্র—উৎপাদক নহে। কামান পাতা উচিত অর্থাৎ বড় বড় ড্রেণ করা উচিত।

রাজা ত্রসদস্যুর সময় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, মেসোপোটামিয়ার "উর ও উরুক্ষিতি" প্রদেশের রাজা সুদাস (১) পূর্ব্বমুখে আসিয়া (২) ভারত আক্রমণ করতঃ পাঞ্জাব প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। রাজা যযাতি (দ্বিতীয়ের) পুত্র পুরু ও এই রাজা ত্রসদস্যু, সুদাসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরু বংশীয় এই রাজার নাম পাওয়া যায় না। অনুমান হয় ইহার নাম পরীক্ষিৎ। কবষ নামক ঋষির পুত্রের নাম তুর কাবষেয়। ইনি পরীক্ষিৎ পুত্র জন্মেজয়ের পুরোহিত ছিলেন। কবষ ঋষি ত্রসদস্যুর সমসাময়িক (৩)।

এই সময় পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। সৌভরী ঋষি রাজা ত্রসদস্যুর সমসাময়িক ছিলেন। রাজা তাঁহাকে যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ ৫০টি বধূ দিয়াছিলেন (৪)। এই সৌভরী ঋষি খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীতে সিন্ধু ও অসিক্নী (Chenub) নদীকে সমুদ্রে পড়িতে দেখিয়াছেন (৫)। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, ঝিলাম, শতদ্রু প্রভৃতি নদী তাহার পূর্ব্বেই সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। যে কোন প্রাকৃতিক মানচিত্রে এই দৃশ্য দেখা যাইবে। সুতরাং সিন্ধু সমুদ্রের এই পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হইবার চাক্ষুষ সাক্ষী এই সৌভরী ঋষি। সম্ভবতঃ এই সময় সিন্ধু সমুদ্র মধ্যে স্থানে স্থানে দ্বীপ গঠিত হইয়া থাকিবে। পঞ্চনদী মিলিত সিন্ধু নদীর দ্বারা বাহিত পলি ও বালুকা এবং রাজপুতনার পশ্চিমস্থ মরুভূমি এই দ্বীপ নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছে।

(১) ঋগ্বেদ ৭।১৮।২৪ ; ১০০।৪ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ৭।৮৩।১ ঋক।

(৩) ঋগ্বেদ ১০।৩৩।৪ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ৭।১৯।৪৬ ঋক।

(৫) ঋগ্বেদ ৮।২০।২৫ ঋক।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণে চর গঠিত হইতে আরম্ভ হইলে সম্ভবতঃ বেলুচিস্থানবাসী ব্রাহুই জাতির দ্রাবিড়িয়ানগণ এই নব গঠিত প্রদেশে বাস করিয়া থাকিবে (১)। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় যযাতি রাজার পঞ্চ পুত্র এই ব্রাহুইদিগের মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এইজন্য ঋগ্বেদে পঞ্জাবকে পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি প্রভৃতি বলা হইয়াছে। পঞ্জাব বাসী ব্রাহুইদিগকে মহাভারতে বাহীক জাতি বলে।

রাজা ত্রসদস্যুর রাজধানী সম্ভবতঃ স্থবাস্তু বা স্বাত নদীর তীরে ছিল। (২)। অগস্ত্য ঋষি লোপামুদ্রা নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে সে বলিয়াছিল, "তুমি যদি আমাকে রাজকন্যার মত করিয়া রাখিতে পার তাহা হইলে আমি সম্মত আছি।" ঋষি অর্থ সংগ্রহ জন্য রাজা ব্রধ্নশ্ব, শ্রুতর্বা এবং ত্রসদস্যুর নিকট গিয়াছিলেন, স্থতরাং এই তিন জন রাজা সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ব্রধ্নশ্ব ও শ্রুতর্বার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন বধ্রশ্ব নাম ভুলে ব্রধ্নশ্ব হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে। যাহাহউক ঋষি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—(১) তোমার রাজ্য কেমন চলিতেছে? (২) প্রজাগণ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছে ত? (৩) রাজকর্মচারীগণ সন্তুষ্ট আছে ত? (৪) পার্শ্ববর্তী রাজাগণের সহিত সদ্ভাব আছে ত? দরিদ্রদিগকে পোষণ কর ত? ইত্যাদি।

রাজা ত্রসদস্যু তাঁহার আয় ব্যয়ের কাগজগুলি ঋষিকে দেখাইলেন। ঋষি দেখিয়া বলিলেন, তোমার আয় ব্যয় সমান আছে। তোমার নিকট অর্থ লইলে প্রাণীগণের ক্লেশ হইবে, অতএব লইব না (৩)।

(১) মহাভারত—কর্ণ ৪৫ অঃ।

(২) ঋগ্বেদ ৮।১৯।৩৭ ঋক।

(৩) মহাভারত—বন ৯৮ অঃ।

অগস্ত্য ঋষি এই সময় কর্কটক্রান্তির প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিয়া থাকিবেন। বিন্ধ্যপর্বতের দর্প চূর্ণ নামক গল্পে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঋষিগণ অগস্ত্যের নিকট গিয়া বলিলেন—বিন্ধ্যপর্বত সূর্যের পথরোধ করিয়াছে, আপনি ইহার প্রতিকার করুন। অগস্ত্য ঋষি দেখিলেন এ বিষয়ে দুইটি সম্প্রদায় হইয়াছে। একদল বলেন বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি হইবে, সূর্য বিন্ধ্যপর্বত পার হইতে পারে না। আর একদল বলিল, সূর্য বিন্ধ্যপর্বত পার হইয়া যাইবে। অগস্ত্য স্থির করিলেন সূর্য বিন্ধ্যপর্বত পার হইয়া যাইবে সুতরাং কর্কটরেখা তাহার **উত্তর** পারেই হইবে। ইহারই নাম বিন্ধ্যপবতের নত হওয়া (১)। আমরা এখন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর পারেই মানচিত্রে কর্কটরেখা দেখিতে পাই। অদ্য হইতে ৬০০০ বৎসর পূর্বে অগস্ত্য ঋষি ইহা স্থির করিয়াছেন। ইনি সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন (২)।

এখনকার জার্মথিওরী অগস্ত্য ঋষি ছয় হাজার বৎসর পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এই অদৃশ্য বিষকে "অদৃষ্টগণ" নাম দিয়াছেন (৩)। ইহার ঔষধ স্বরূপ সূর্য কিরণ ব্যবস্থা করিয়াছেন (৪)।

রাজা কুরুশ্রবণ।

রাজা ত্রসদস্যুর পরে রাজা কুরুশ্রবণ (৫) রাজা হইয়া থাকিবেন। পুরাণে ইহার নাম নাই, ঋগ্বেদে কবষঋষি ইহাঁর বেশ সুখ্যাতি করিয়াছেন। পিতা ত্রসদস্যুর মৃত্যু হইলে কবষঋষি ইহাঁকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি কুরু জাঙ্গল নামক দেশ স্থাপন করিয়া ইক্ষুমতী নদীর তীরে

(১) মহাভারত—বন ১০৩ অঃ। (২) ঋগ্বেদ ১।১৮৫।২ ঋক।
(৩) ঋগ্বেদ ১।১৯১।৪ ; ৭। (৪) ঋগ্বেদ ১।১৯।৮ ; ৯।
(৫) ঋগ্বেদ ১০।৩৯।৪ ঋক।

নিজের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম সমতল গাঙ্গ্য প্রদেশে বাস করিয়া থাকিবেন।

রাজা ত্রয্যারুণ।

রাজা ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত একটি সদ্য বিবাহিতা কন্যাকে সপ্তপদী গমনের পূর্বেই হরণ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে রাজা পুত্রকে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন। সপ্তপদী গমন না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না (১) সত্যব্রত এই আপত্তি করিলে কার্যটী অন্যায় বলিয়া রাজা সে আপত্তি শুনেন নাই। সম্ভবতঃ বিবাহান্তে সপ্তপদী গমন না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এই নিয়ম এ সময় প্রচলিত ছিল।

পিতা কর্তৃক নির্বাসিত সত্যব্রতকে পুরোহিত বশিষ্ঠ কোন সাহায্য করেন নাই। তিনি বিশ্বামিত্র ঋষিব শরণ লইলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে দক্ষিণদিকে (রামা আদি ৬০ সর্গ) রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন (২)। সম্ভবতঃ তিনি দ্রাবিড় দেশে রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন (৩)।

রাজা সত্যব্রত।

বার বৎসর অনাবৃষ্টির পরে অতিবৃষ্টি হইয়া দ্রাবিড়দেশ জলে প্লাবিত হইলে সত্যব্রত নৌকারোহণে সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্বতে আসিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন (৪)। শতপথ—ব্রাহ্মণে উত্তর পর্বতে অবতরণ করিবার কথা আছে। দাক্ষিণাত্য হইতে বিন্ধ্যপর্বতই উত্তর পর্বত হয়।

(১) মহাভারত—অনু ৪৪ অঃ।

(২) মহাভারত—অনু ৩ অঃ।

(৩) ভাগবত ৮।২৪ অঃ ; শতপথ ব্রাহ্মণ ১ ; ৮ ; ১ ; ১-১০।

(৪) ভাগবত।

এই সময় রাজা ত্রয্যারুণের মৃত্যু হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র সত্যব্রতকে পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। পুরাণকর্ত্তাগণ বৈবস্বত মনুর জলপ্লাবনের সহিত এই জলপ্লাবনের গোলযোগ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা দুই সময়ের দুই জলপ্লাবন। বৈবস্বত মনুর জলপ্লাবন খৃঃ পূঃ ৫৫৯৮ অব্দে হইয়া থাকিবে। সে সময় তিনি গোবি সাগরের তীরে স্বীয় আশ্রমে ছিলেন। সত্যব্রতের সময়ের জলপ্লাবন খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে। এই জলপ্লাবন মালাবার উপকুলে সম্ভবতঃ হইয়া থাকিবে, ইহাতে সত্যব্রতের উত্তব পর্বতে অবতরণেব কথা আছে। পণ্ডিতগণ এই উত্তর পর্বত অর্থ হিমালয় পর্বত ধরিয়াছেন। কিন্তু জলপ্লাবন হইলেও বিন্ধ্যপর্বত পার হইয়া সে প্লাবন হিমালয় পর্বত পর্যন্ত সম্ভবতঃ যাইতে পারে নাই। এখানে উত্তর পর্বত অর্থ সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্বতই বুঝিতে হইবে। এই বিন্ধ্যপর্বতেই বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম ছিল। তিনি সত্যব্রতকে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ ৪১৫৮ হইতে ৪১৩৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত সত্যব্রত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র।

রাজা সত্যব্রতের পরে তাঁহার পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। কথিত আছে তাঁহার পুত্রসন্তান না হওয়ায় বরুণ দেবতার নিকট মানত করিয়াছিলেন, যদি তাঁহার পুত্র হয় তবে প্রথম পুত্রকে তিনি দেবতাকে অর্পণ করিবেন। পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম রোহিতাশ্ব। সম্ভবতঃ আর পুত্র না হওয়ায় রাজা রোহিতকে দিতে

পারেন নাই। একটী ব্রাহ্মণ সন্তানকে তৎপরিবর্ত্তে দিতে পারিলে রোহিত রক্ষা পাইতে পারে, এই বিধান পাওয়ায় তিনি অজীগর্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিয়া যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। শুনঃশেফকে বলি দিবার জন্য যূপকাষ্ঠে তিন স্থানে (উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ) বদ্ধ করিলেন। শুনঃশেফ প্রাণভয়ে দেবতার স্তব করিয়া বিশ্বামিত্র ঋষির অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছিলেন। শুনঃশেফ অব্যাহতি পাইয়া আর পিতার নিকট যান নাই। বিশ্বামিত্র ঋষির পোষ্যপুত্র হইয়া দেবরাত নাম পাইয়াছিলেন। অনুমান হয়—দেবরাত বিশ্বামিত্র ঋষির পরিত্যক্ত পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন (১)।

আর্যদিগের মধ্যে হয়ত পূর্বে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সময় তাহা হয়ত বন্ধ হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদের ভাবার্থে বুঝা যায়, তখন হয়ত উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

শুনঃশেফ নাম হইতে আর একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়। শুণ্ অর্থে গমন করা—শী অর্থ শয়ন করা অর্থে যে শয়ন ভাবে গমন করে তাহার নাম শুনঃশেফ। এই অর্থে জানা যায় যে, পৃথিবী যে একটু শয়নভাবে গমন করে তাহা এই সময়ের আর্যগণ জানিতেন (২)। কতখানি শয়নভাবে গমন করে তাহা হয়ত জানিতেন না। পৃথিবীর এক নাম শুনঃশেফ।

ঋগ্বেদে জানা যায় যে শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠের সহিত ৩ স্থানে বদ্ধ ছিল। উপরে, নীচে ও মধ্যে (৩)। যূপকাষ্ঠের সহিত এভাবে বলিকে আবদ্ধ করা রীতি নহে। তাই অনুমান হয় ১।২৪।১৫ ঋকের দুই প্রকার অর্থ

(১) ঋগ্বেদ ৪।১৫।৫ ঋক ; ৬।২৭।৭ ঋক।

(২) কালিকাপুরাণ ২৫।৩৬।

(৩) ঋগ্বেদ ১।২৪।১৫ ; ২৫।২৭।

হয় (১) শুনঃশেফ পক্ষে উপরের, নীচের এবং মধ্যভাগের বন্ধন খুলিয়া দিবার প্রার্থনা। (২) শয়নভাবে গমনশীল পৃথিবী পক্ষে উপরের নীচের ও মধ্যের বন্ধন রক্ষা করিবার প্রার্থনা অর্থাৎ পৃথিবী কর্কটরেখা (উপরের), মকররেখা (নীচের) ও বিষুবরেখার (মধ্যের) সহিত সূর্যরূপ যূপকাষ্ঠের সহিত আবদ্ধ আছে, ঐ বন্ধন যেন খোলা না হয়, পৃথিবী যেন পতন হইতে রক্ষা পায়।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থের কারণ এই অনুমান হয় যে, দীর্ঘতমা ঋষি কর্কটরেখা, মকররেখা ও বিষুবরেখা অবলম্বন করিয়া ১০৮ অংশের (ডিগ্রির) যে একটী বৎসর গণনাচক্র কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ৫৪″ বিকলা বার্ষিক গতি অনুসারে ৭২০০ বৎসর গণনা করা হইত। কিন্তু অনুমান হয় ২৬৫০ বৎসর গণনার সময় একদল গণক বলিলেন ঐ চক্রে ৭২০০ বৎসর গণনা শেষ হইল। অতঃপর ব্রহ্মচক্রে বৎসর গণনা করিতে হইবে।

ঋগ্বেদে মূলে আছে "ব্রহ্মা ভবতি সারথি" ইহার অর্থ সায়ন করিয়াছেন, "তিনি তাহাদিগের নেতা এবং সারথি"। তিনি ব্রহ্মার নাম করেন নাই। কিন্তু "ব্রহ্মা সারথি হইবেন্" এ অর্থ অতি সুস্পষ্ট, সুতরাং তখন হইতে ব্রহ্মচক্রে গণনা চলিয়াছে (১)।

সম্ভবতঃ দীর্ঘতমা ঋষির গণনা পরিত্যক্ত হইল দেখিয়া ঋষি তাহা হয়ত স্বীকার করিলেন না? সেইজন্যই তাঁহাকে বান্ধিয়া নদী মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকিবে (২)। এখানে দীর্ঘতমা ঋষিকে তিন স্থানে (ত্রৈতনে) আবদ্ধ ও আঘাত করিবার কথা আছে।

(১) ঋগ্বেদ ১।১৫৮।৬ ঋক।

(২) ঋগ্বেদ ১।১৫৮।৫ ঋক।

পুরাণে লিখিত আছে—দীর্ঘতমা ঋষি বদ্ধাবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে বলি রাজার রাজ্য কলিঙ্গ দেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সময় নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদনের নিয়ম ছিল। এই বলি রাজা বিরোচন নামক অসুরের অর্থাৎ সুমেরিয়ানের পুত্র নহেন। রাজা যযাতির পুত্র অনুর বংশে ইহার জন্ম হইয়াছিল। বলি রাজার পুত্র-সন্তান না থাকায় তিনি এই নিয়োগ বিধি অনুসারে দীর্ঘতমা ঋষির দ্বারা তাঁহার রাণীর গর্ভে পাঁচটী পুত্রোৎপাদন করাইয়া লইলেন। ঐ পাঁচ পুত্রের নাম—(১) অঙ্গ, (২) বঙ্গ, (৩) কলিঙ্গ, (৪) পুণ্ড্র, (৫) সুহ্ম। ইহাদিগকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে।

রাণী প্রথমে ভয় পাইয়া নিজের বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা এক দাসীকে সাজাইয়া ঋষির নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই দাসীর গর্ভে কক্ষিবান নামে এক পুত্র হইয়াছিল। রাণীর গর্ভের পাঁচ পুত্র পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কক্ষিবান দীর্ঘতমার নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ১১৬ হইতে ১২৬ পর্যন্ত সূক্ত ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই সময় গুণ ও কর্ম অনুসারে অন্য জাতি ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, দীর্ঘতমার সহিত অন্য সম্প্রদায়ের গণনা মিলিল না কেন? ব্রহ্মচক্রই বা কি? এতদিন ৫৪" বিকলা ক্রান্তিপাত গতি অনুসারে ৭২০০ বৎসরে একচক্র গণনা করা হইত। সম্ভবতঃ এই সময় ৫০·২" বিকলা ক্রান্তিপাত গতি অনুসারে ১০৮°÷৫০·২"=৭৭৪৫ বৎসর হয়, সুতরাং ৭২০০ বৎসর গণনা এই সময় শেষ হইলেও ৫৪৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। এই ৫৪৫তম বৎসরে সূর্যবংশের অম্বরীষ রাজার রাজত্ব করিবার ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহাঁরও অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব চুরি হইয়াছিল। ইনিও শুনঃশেফ নামক এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে বলি দিবার জন্য বন্ধন করিয়াছিলেন। এ বিষয় যথাস্থানে লিখিত হইবে।

ব্রহ্মচক্র।

সূর্য সিদ্ধান্তে দেখা যায় কৃত যুগে ৩০বার "ভ" চক্র পূর্ব অর্থাৎ অগ্র দিকে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অগ্রসর হয়। তাহাতে কৃত যুগেব পরিমাণ ৭২০ X ৩০ = ২১৬০০ বৎসর পাওয়া যায়। পৃথিবীর দিনের পরিমাণকে ৩০ দিয়া গুণ করিলে (৩৬০ X ৩০) = ১০৮০০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহাকে ২ দিয়া ভাগ করিলে ১০৮০০ ÷ ২ = ৫৪০০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহার নাম দশ-আপ্তাংশ। এই দশ আপ্তাংশকে ২ ও ৩ দ্বারা গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহার নাম অয়ন (১)। আপ্ত অংশ অর্থাৎ কলিযুগের নিজের পরিমাণ ৫৪০০ বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৫৪০০ X ২ = ১০৮০০ বৎসর। ত্রেতা যুগের পরিমাণ ৫৪০০ X ৩ = ১৬২০০ বৎসর। এই হিসাবে—

১ কলিযুগ	১ কলিযুগ	৫৪০০ বৎসর
২ ,,	১ দ্বাপর যুগ	১০৮০০ ,,
৩ ,,	১ ত্রেতা যুগ	১৬২০০ ,,
৪ ,,	১ সত্য যুগ	২১৬০০ ,,
১০ কলিযুগ বা আপ্তাংশ	১ মহাযুগ	৫৪০০০ বৎসর।

এই ৫৪০০০ বৎসরে এক মহাযুগ বা অর্দ্ধচক্র। দুই মহাযুগে (৫৪০০০ + ৫৪০০০) = ১০৮০০০ বৎসরে একচক্র পূর্ণ হয়। প্রথম মহাযুগ

(১) সূর্য সিদ্ধান্ত ৩।৯।

ব্রহ্মার দিন, দ্বিতীয় মহাযুগ তাঁহার রাত্রি। তিনি তাঁহার দিনে সৃষ্টি করেন, রাত্রিতে তাহা নাশ করেন।

বিষ্ণু পুরাণে একটি শ্লোক আছে (১) তাহাতে দেখা যায় কলিযুগের পবিমাণ ৫৭০০ দৈব বৎসর। সূর্য সিদ্ধান্তে ৫৪০০ বৎসর কলির পরিমাণ পাওয়া যায়। সে স্থানে ৫৭০০ দৈব বৎসর হইতে পারে না, আমরা উহাকেই সৌর বৎসর ধরিলাম। শ্লোকের দৈব শব্দ বাদ দিলাম।

৫৪০০ বৎসর কলির পরিমাণ ধরিলে ১২" বিকলা কক্ষা-পরিবর্তন গতি হইবে। কিন্তু ৫৭০০ বৎসর কলির পরিমাণ ধরিলে ১১.৩৪" বিকলা কক্ষা-পরিবর্তন গতি হইবে। পাশ্চাত্য মতে এখন ইহার পরিমাণ ১১.২৭" বিকলা। সম্ভবতঃ সূক্ষ্ম হিসাবে পৌরাণিক যুগে ১২" বিকলা স্থলে ১১.৩৪" বিকলা ধরিয়া হিসাব হইয়া থাকিবে। তাহাতে কলিযুগের পরিমাণ ৫৭১৪ বৎসর হয়। ১০ কলিযুগে এক মহাযুগ হয়। এইজন্য কলির পরিমাণকে আপ্তাংশ বলে।

১ কলিযুগ	১ কলিযুগ	৫৭১৪ বৎসর
২ ,,	১ দ্বাপরযুগ	১১৪২৭।৪।১৭ দিন
৩ ,,	১ ত্রেতাযুগ	১৭১৪১।১০।১৯ ,,
৪ ,,	১ সত্যযুগ	২২৮৫৫।৬।৮ ,,
১০ কলিযুগ		৫৭১৩৮।৯।১৪ ,,

(১) সূর্য সিদ্ধান্ত ৩।৯।

বর্তমান কলিযুগ পর্যন্ত গণনা

১।	সত্যযুগ	...	২২৮৫৫।৬।৮
	ত্রেতাযুগ	...	১৭১৪১।১০।১৯
	দ্বাপরযুগ	...	১১৪২৭।৪।১৭
			৫১৪২৪।৯।১৪
	কলিযুগ	...	৩১০১ খৃঃ পূঃ
			১৯৪১ খৃষ্টাব্দ
			৫৬৪৬৬।৯।১৪
২।	সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর		৫১৪২৪।৯।১৪
	কলির গতাব্দা		৫০৪২
			৫৬৪৬৬।৯।১৪
৩।	সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর		৫১৪২৪।৯।১৪
	(কলিযুগ) খৃঃ পূঃ	...	৩১০১
	খৃষ্টাব্দ	...	৭৮
	শকাব্দা	...	১৮৬৩
			৫৬৪৬৬।৯।১৪

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৫৬৪৬৬।৯।১৪ দিন চলিতেছে।

মহাযুগ গণনা।

১ বার্হস্পত্য বা দৈব বৎসর	১২ সৌর বৎসর	১ সৌর যুগ
১ কলিযুগ	১ কলিযুগ	১২ সৌর বৎসর
২ ,,	১ দ্বাপরযুগ	২৪ ,,
৩ ,,	১ ত্রেতাযুগ	৩৬ ,,
৪ ,,	১ সত্যযুগ	৪৮ ,,
১০ কলিযুগ	১ মহাযুগ	১২০ ,,

৬ মনু এবং সপ্তম মনুর ২৮ মহাযুগের দ্বাপরযুগ পর্যন্ত গণনার পরে বর্তমান কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, এই সংবাদ পুরাণে পাওয়া যায়। ৭১ মহাযুগে ১ মন্বন্তব গণনা করা হয় (মনু ১।৭৯)। এই শ্লোকে দৈবিক যুগ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দৈবিক যুগ নহে। পরবর্তীকালে এই শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। আমরা মানুষ বা সৌর যুগই ধরিলাম। দৈবিক যুগ ও মানুষ বা সৌরযুগ সম্বন্ধে পুরাণে অনেক গোলযোগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে মন্বন্তরের প্রথমে এক কৃত যুগ, পরে প্রতি মন্বন্তরে এক এক কৃত যুগ ধরা হইয়াছে। মনুসংহিতায় তাহা ধরা হয় নাই। এই গণনা সম্পর্কে মনুসংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। সূর্য-সিদ্ধান্তেও প্রত্যেক মন্বন্তরের পর এক এক কৃত যুগ লিখিত আছে। এই গণনা বড়ই গোলযোগপূর্ণ, আমরা মনুসংহিতার গণনাই ধরিলাম বটে কিন্তু ইহারও দৈব শব্দ বাদ দিলাম। কারণ এই দৈবযুগ গণনায় আমরা কোন মূল পাই নাই। মেরু প্রদেশের বার্হস্পত্য বৎসরই দৈব বৎসর। ৩৬০ বৎসর নহে। সম্ভবতঃ বৎসর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই এই শব্দ পরে গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। ইহা কাল্পনিক গণনা। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে গণনায় মনুসংহিতা মতে ৭১ মহাযুগে ১ মন্বন্তর। ছয় মনুতে ৬ মন্বন্তর হইয়াছে।

১২০ বৎসরে ১ মহাযুগ। সুতরাং (৭১ × ১২০) ৮৫২০ বৎসরে ১ মন্বন্তর, ৮৫২০ × ৬ = ৫১১২০ বৎসর ছয় মন্বন্তরের পরিমাণ + ২৭ মহাযুগে (২৭ × ১২০) ৩২৪০ + অষ্টাবিংশতি যুগের সত্য ৪৮ + ত্রেতা ৩৬ + দ্বাপরের ২৪ = ৫৪৪৬৮ বৎসর। ইহার সহিত সংবৎ যোগ করিতে হইবে। যথা—

১ মন্বন্তরের পরিমাণ	(১২০ × ৭১)	৮৫২০	বৎসর।
গত ৬ মন্নতে	(৮৫২০ × ৬)	৫১১২০	,,
২৭ মহাযুগে	(১২০ × ২৭)	৩২৪০	,,
অষ্টাবিশেতি যুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর		১০৮	
		৫৪৪৬৮	
সংবৎ—		১৯৯৮	
		৫৬৪৬৬	

৫৬৪৬৬ ÷ ৭২০০ = ৭বার গিয়া ৬০৬৬ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। ইহার মধ্যে ১৯৪১ খৃঃ বাদ দিলে (৬০৬৬ − ১৯৪১) ৪১২৫ খৃঃ পূঃ অবশিষ্ট থাকে। ৪১২৬ খৃঃ পূঃতে সপ্তম চক্র জীর্ণ অর্থাৎ ঐ চক্রে গণনা শেষ হইয়াছে (১)। এই সময় দীর্ঘতমা চক্র জীর্ণ হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিবার সময় এই ঘটনা হইয়াছে। দীর্ঘতমার গণনায় ২৬৫১ বৎসর আর্যাব্দ মাত্র গত হইয়াছে। সুতরাং এই গণনা যুগ গণনা মধ্যে অগ্রাহ্য হইয়া গেল, আর্যাব্দ মাত্র রহিল। ৭২০০ বৎসর গণনা শেষ হইয়া নূতন চক্র আরম্ভ হইল। ৫০·২″ বিকলা ধরিয়া গণনা চলিল। ৪১২৫ খৃঃ পূঃ হইতে ব্রহ্ম চক্রে ৫০৪০১ অব্দ চলিতে লাগিল। বর্তমান ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে **৫৬৪৬৬ ব্রহ্মচক্রাব্দ** চলিতেছে।

(১) ঋগ্বেদ ১।১৫৮।৬ ঋক।

সূর্যার বিবাহ। ঋগ্বেদে লিখিত আছে "সূর্য কন্যা সূর্যার বিবাহ চন্দ্রের সহিত স্থির হইয়াছিল। চন্দ্রও তাহার বিবাহার্থী ছিল (১)। কিন্তু অশ্বিনীদ্বয়ই তাহার বর হইয়াছিল (২)। সকল দেবতাই তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন (৩)। বিবাহও হইয়াছিল (৪)। সূর্যা বৃষ বাহিত শকটে চড়িয়া পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন (৫)।

সূর্যের কন্যা হইতে পারে না। সুতরাং ইহা রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। মেরু প্রদেশে বাস কালে আর্য ঋষিগণ চন্দ্রের সহিত সূর্যার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ণিমা দ্বারা সূর্যার (বিষুব সংক্রমণ) গতি গণনা করা হইত।

হয়ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব পর্যন্ত এইরূপ গণনা হইয়া থাকিবে। তিনি অনুমান ৪১৩৪ হইতে ৪১১০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। এই সময় বিষুব সংক্রমণ পূর্ণিমা দ্বারা গণিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ণিমা প্রতি বৎসর একই দিনে হয় না। হয়ত বিষুব সংক্রমণের আগেই পূর্ণিমা হয়, কখন বা পরেও হয়, সুতরাং চন্দ্রের দ্বারা সূর্যার অর্থাৎ বিষুব সংক্রমণ গতি গণনা করা সুবিধা হইল না। সূর্যা প্রতি বৎসর ৫০.২" বিকলা মাত্র গমন করে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মচক্রে পৃথিবীর কক্ষা-পরিবর্তন গতি গণনা আবিষ্কৃত হইল। ঋষিগণ দেখিলেন চন্দ্রের গতি আছে, কিন্তু নক্ষত্রের গতি নাই। সুতরাং নক্ষত্র দ্বারাই পৃথিবীর কক্ষা-পরিবর্তন গতি গণনা করিলেন। এই গতি দ্বারাই ব্রহ্মচক্রে বৎসর গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সময় পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। বৃহস্পতি ঋষি ঋগ্বেদের ১০।৭২

(১) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৯ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৯ ঋক।
(৩) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৪ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৬ ঋক।
(৫) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১১ ঋক।

সূক্তে পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহগণের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় পৃথিবী সৃষ্টির সময় একটি তরল উত্তপ্ত গোলক ছিল। এই অবস্থাতেই পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ আরম্ভ করিল। একদিনে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আইসে, এইরূপে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বা এক বৎসরে একবার সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষা ও প্রতি বৎসর ১১'৩৪" বিকলা করিয়া পূর্বদিকে সরিয়া যায়। সৃষ্টির পরে যে স্থান হইতে পৃথিবীর কক্ষা-পরিবর্তন গতি আরম্ভ হইয়াছিল সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল। পৃথিবী এই সময় তরল, উষ্ণ, ও রক্তবর্ণ ছিল, উষ্ণতাই এই রক্তবর্ণের কারণ। গতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর (জলবায়ু যোগে) উষ্ণতা একটু একটু কমিতে লাগিল। সৃষ্টির সময় এত ঘন বাষ্পে পৃথিবী আবৃত ছিল যে সূর্যকিরণ তাহা ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে পারে নাই, সুতরাং পৃথিবী-পৃষ্ঠ অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল।

এই বাষ্প হইতে এ সময় বৃষ্টি হইত বটে, কিন্তু তাহা পৃথিবীর উপরে পড়া দূরে থাকুক পৃথিবীর নিকটেই আসিতে পারিত না, ঊর্দ্ধে থাকিতেই পৃথিবীর উষ্ণতা হেতু আবার বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যাইত। ক্রমে যেমন পৃথিবীর উষ্ণতা কমিতে লাগিল, বৃষ্টিও তেমনি পৃথিবীর নিকট আসিতে লাগিল, কিন্তু তখনও পৃথিবীর খুব নিকটে আসিতে পারে নাই। এই সময় পৃথিবী কক্ষা-পরিবর্তন গতি দ্বারা ক্রমে নক্ষত্র চক্রের দ্বিতীয় নক্ষত্রের নিকট আসিল। অস ধাতু তেজ হইতে প্রথম নক্ষত্রের নাম রাখিলেন অশ্বিনী। এইরূপে অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় নক্ষত্রে ভ্রমণ কালে বায়ু ও জল যোগে পৃথিবীর উষ্ণতা আরও একটু কমিয়া গেল। এই অবস্থায় পৃথিবী তৃতীয় নক্ষত্রের নিকট আসিল।

দ্বিতীয় নক্ষত্রে ভ্রমণ কালে এইরূপে পৃথিবী পোষিত হওয়ায় ঋষিগণ ভৃ ধাতু পোষণ অর্থে এই নক্ষত্রের নাম রাখিলেন ভরণী।

তৃতীয় নক্ষত্রে পৃথিবী ভ্রমণ কালে ক্রমে তাহার উপরিভাগে অর্থাৎ পৃষ্ঠে সরের মত একটা ছাল বা ত্বক পড়িয়া গেল, এবং ক্রমে উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পুরু ও দৃঢ় হইতে লাগিল। কৃত্তি অর্থ ত্বক অর্থে ঋষিগণ এই নক্ষত্রের নাম রাখিলেন কৃত্তিকা।

ইতঃপূর্ব্বেই নক্ষত্রচক্র ১২ ও ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা আমরা উপরে দেখিয়াছি। এক্ষণে দেখা গেল ২৭ ভাগের সওয়া দুই ভাগ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার এক চতুর্থ ভাগ, ১২ ভাগের প্রথম ভাগের মধ্যে পড়িল। পৃথিবীর উষ্ণতা এই সময় একটু কমিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টি তখনও পৃথিবীতে না পড়িতে পারিলেও পুনঃ পুনঃ পতন এবং পুনরায় বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়ায় ঘন বাষ্পাবরণ একটু পাতলা হইতেছিল। তাহাতে সূর্য দেখা না গেলেও অর্থাৎ সূর্যকিরণ তখনও বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে না পারিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবী দেহ একটু আলোকিত করিয়াছিল। তাহাতেও পৃথিবী একটু বিকসিত হইয়াছিল অর্থাৎ পৃথিবী-পৃষ্ঠ অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল, তজ্জন্য মিষ ধাতু বিকশিত হওয়া অর্থে এই ১২ ভাগের এই প্রথম ভাগের নাম হয়ত মিষ্ রাখিয়া থাকিবেন, পরে ব্যাকরণ যোগে তাহা মেষ হইয়া থাকিবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে মেষরাশি রক্তবর্ণ লিখিত হইয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে এই ভাগে উষ্ণতা হেতু পৃথিবী রক্তবর্ণই ছিল।

এইরূপ অবস্থাভেদে ক্রমে এই বারটি রাশি ও ২৭টি নক্ষত্রের নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই সমস্ত বিবরণ পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব নামক প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে প্রয়োজন বোধে এইটুকু লেখা হইল। অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র কেন হইয়াছে এখন তাহা বুঝা যাইবে।

এতদিন সম্ভবতঃ নক্ষত্র ও রাশির নাম স্থির করিতে না পারায় পূর্ণচন্দ্র দ্বারাই সূর্য্যার গতি গণনা করা হইত, এখন অশ্বিনীকে প্রথম নক্ষত্ররূপে এবং মেষ রাশিকে প্রথম রাশি রূপে পাইয়া তৎসাহায্যে বিষুব সংক্রমণ বা সূর্য্যার গতি গণনা চলিতে লাগিল।

ইহাই সূর্য্যার বিবাহ। অর্থাৎ সূর্য্যার গতি চন্দ্র দ্বারা গণনা না হইয়া অশ্বিনী নক্ষত্রের সাহায্যে গণনা হইতে লাগিল। সূর্য্যা পতিগৃহে অর্থাৎ অশ্বিনীর গৃহের দিকে চলিল।

পৃথিবীর পুরাতত্ব প্রথম খণ্ডে দেখা যাইবে এই সময় মিথুনরাশিভূক্ত মৃগশিরা নক্ষত্রের ষষ্ঠাংশে সূর্য্যার গতি অর্থাৎ ক্রান্তিপাত চলিতেছিল। ৪০১৫ খৃঃ পূঃ হইতে বৃষরাশিভুক্ত মৃগশিরায় গণনা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সময় অর্থাৎ ৪০১৫ খৃঃ পূঃ অব্দের প্রথম হইতে সূর্য্যা বৃষরাশিরূপ শকটে চড়িয়া অশ্বিনীর গৃহে বধুরূপে যাইতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় এইতত্ত্ব ব্রহ্মচক্রে বৎসর গণনার সহিত আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। অতএব অনুমান খৃঃ পূঃ ৪১ শতাব্দীর প্রথমে বা ৪২ শতাব্দীর শেষে অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র স্থির হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব, নক্ষত্র ও রাশির নাম, ব্রহ্মচক্রে বৎসর গণনা এই সময় আরম্ভ হইয়া থাকিবে। বৃহস্পতি ঋষিও সম্ভবতঃ এই সময় ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্ত রচনা করিয়া থাকিবেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দাতা ছিলেন। যে যাহা চাহিত সাধ্যপক্ষে তাহাই দিতেন। বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার দান শক্তির পরীক্ষার জন্য তাঁহার রাজ্য ও সর্ব্বস্ব দান চাহিলেন। রাজা তাহাই দান করিলেন বটে কিন্তু দক্ষিণা দান অবশিষ্ট থাকিল। সর্ব্বস্ব দান করায় আর কিছুই ছিল না, সুতরাং আত্ম বিক্রয় ও স্ত্রী বিক্রয় করিয়া দক্ষিণা দিতে হইল। এক

শ্মশান চণ্ডাল তাঁহাকে ক্রয় করিয়া কাশীতে শ্মশানে মৃত সংকারকারীদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায়ে নিযুক্ত করিল। আমরা কাশীতে এই ঘাঁট দেখিতে পাই। কিন্তু অনুমান হয় বর্তমানে প্রদর্শিত ঘাট হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান ঘাট নহে, এ কাশীও বোধ হয় সে কাশী নহে। কারণ তখনও এখানে গঙ্গা আনয়ন করা হইয়াছিল না। খৃঃ পূঃ ৩৭ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছেন।

তবে সে কাশী কোথায়? হিমালয় পর্ব্বতে ৺কেদার নাথের পথে মন্দাকিনী গঙ্গার ধারে গুপ্ত কাশী এবং ৺বদরী নারায়ণের পথে গঙ্গোত্রীর পথে অলকনন্দার ধারে উত্তর কাশী অথবা সিন্ধুপারে বরুণার নদীতীরে এক কাশী আছে। অনুমান হয় ইহারই কোনখানে রাজা হয়ত শ্মশানে ছিলেন। তিনি পরে রাজত্ব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৪১৩৪ হইতে ৪১১০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা বাহু।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কয়েক পুরুষ নিম্নে রাজা বাহু ৩৭৯৮ হইতে ৩৭৭৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। যদুবংশীয় হৈহয় তালজঙ্ঘ এবং শক যবনাদি কর্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া ভৃগু বংশীয় ঔর্ব ঋষির আশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানেই রাজা সগরের জন্ম হইয়াছিল।

রাজা সগর।

রাজা সগর হৈহয় তালজঙ্ঘ, শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণকে কালোচিত ধর্ম হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। তিনি শকদিগের

অৰ্দ্ধ মস্তক এবং যবন ও কাম্বোজগণের শিরোমুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। পারদগণের মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিয়াছিলেন (১)।

বাবিলনের ইতিহাসে দেখিতে পাই সারগণ নামে এক রাজা অক্কদ দেশ হইতে গিয়া খৃঃ পূঃ ৩৮ শতাব্দীতে বাবিলন জয় করিয়াছিলেন। এই সার্গন সূর্য (অর্ক) বংশীয় সগর রাজা বলিয়াই অনুমান হয়। তিনি অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া মার্ত্ত প্রদেশে ঔর্ব ঋষির আশ্রমে ছিলেন। অর্ক অর্থ সূর্য, অক্কাদিয়ান অর্থ সূর্য বংশীয়। মার্ত্ত প্রদেশ হইতে বাবিলন অধিক দূর নহে, তথা হইতে বাবিলন আক্রমণ করা অসম্ভব নহে। ইতঃপূর্ব্বে সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীতে রাজা দেববান এলবুজ পর্বত হইতে গিয়া বাবিলন জয় করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩৮ শতাব্দীতে সগর রাজার রাজ্য ছিল না। ইহাতে অনুমান হয় তিনি বাবিলন জয় করিয়া প্রথমে তথায় রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। বাবিলনের ভাষায় তিনি সার্গন নামে কথিত হইতে পারেন। দশরত্ত, মতিয়ুয়জ, প্রভৃতি ভারতীয় বিকৃত নামের রাজা তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা সগর বাবিলন হইতে আসিয়া অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়া থাকিবেন। রামায়ণে লিখিত আছে "ইক্ষাকু বংশীয়দিগের পিতৃপিতামহ ইক্ষুমতী নদী তীরে বাস করিতেন" (২)। ইহাতে অনুমান হয় সগরের পিতা পর্যন্ত সারস্বত প্রদেশে ইক্ষুমতী নদী তীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথমা স্ত্রীর পুত্রের নাম অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অযোধ্যার সিংহাসনে রাজত্ব করেন নাই। পুরাণমতে তিনি পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন। অনুমান হয় তিনি নির্বাসিত হন নাই। পিতা

(১) বায়ুপুরাণ ৮৮ অঃ ১৩৭-১৪৩।

(২) অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮ সর্গ।

কর্তৃক বাবিলনের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। রাজার দ্বিতীয় স্ত্রী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। তাহা হইতে (১) ৬০০০০ পুত্র জন্মিয়াছিল। একজনের ষাইট হাজার পুত্র হইতে পারে না। রাজা পৃথিবীপতি, এই দ্বিতীয় স্ত্রী পৃথিবী। ষাইট হাজার সন্তান প্রজা। প্রজা পুত্রবৎ।

প্রয়াগের পূর্বস্থিত সমুদ্রের জল অগস্ত্য ঋষি বহাইয়া দিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়াছিলেন। সেই সমুদ্রগভ শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। অযোধ্যা এই সমুদ্রেব উত্তবে অনেকদূবে অবস্থিত। সম্ভবতঃ অযোধ্যা স্থাপিত হইবাব সময় এই মরুভূমি বর্তমান ছিল। গঙ্গা তখন ছিল না। তজ্জন্যই অযোধ্যা প্রদেশ অত উত্তবে গঙ্গাহীন স্থানে স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

রাজা সগর এই সমুদ্র জলপূর্ণ করিয়া মরুভূমিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টাই যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। পূর্বকালে সম্ভবতঃ রাজাগণ কোন বৃহৎ কার্য করিতে হইলে যজ্ঞারম্ভ করিয়া সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। বাজা যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার পুত্রগণ ৬০ হাজার সৈন্য বা মজুর সহ অশ্বের সহিত যাইতে লাগিলেন। অশ্ব অর্থ অশ্ ধাতু ব্যাপ্তার্থে জল বুঝায়, রাজা সগর সম্ভবতঃ যমুনা নদীকে পূর্ব বাহিনী করিয়া থাকিবেন।

আমরা উপরে দেখিয়াছি খৃঃ পূঃ ৪৮ শতাব্দীতে রাজা ধুন্ধুমার পর্বত কাটিয়া নদী প্রবাহিত করিয়া ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশের মরুভূমি নষ্ট করিয়া বাস যোগ্য করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যমুনা ও সরস্বতী নদীকে পর্বত কাটিয়া বহাইয়া থাকিবেন। তখন যমুনা পশ্চিম বাহিনী ছিল। সগর সম্ভবতঃ এই নদীকে পূর্ববাহিনী করিয়া এই মরুভূমিতে

(১) বায়ুপুরাণ ৮৮।১৬১।

বহাইয়া দিয়া থাকিবেন। ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে স্মিথ সাহেব একটী চিত্র দ্বারা ২৯ পৃষ্ঠায় পশ্চিম বাহিনী যমুনার খাত চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

যমুনা পূর্ববাহিনী হইয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিল। এই জল প্রচুর হইল না, বিস্তীর্ণ মরুভূমি মধ্যে পড়িয়া শুষ্ক হইয়া গেল। রব পড়িয়া গেল ইন্দ্র অশ্ব চুরি করিলেন। এই ইন্দ্র আর কেহ নহেন স্বয়ং সূর্য। সূর্যের উত্তাপে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা মধ্যে যমুনা নদীর জল শুষ্ক হইয়া গেল, ইহাই ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্যের অশ্ব চুরি।

সগর সন্তানেরা তখন মরুভূমি খনন করিতে করিতে অশ্ব অর্থাৎ জলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্তমান রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে গভীরভাবে খনন করিয়া দেখিলেন—কপিল নামে এক ঋষি বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, অশ্ব তাঁহার নিকট চরিতেছে। তাহারা কপিল ঋষিকে চোর বলিয়া ধরিলেন। কপিল ঋষি সাক্ষাৎ অগ্নি অর্থাৎ মরুভূমির উত্তাপ, কপিল ঋষির ক্রোধাগ্নিতে উত্তপ্ত বালুকা ও বাষ্প (গ্যাস) উত্থিত হইয়া সগরের সমস্ত পুত্র অর্থাৎ মজুরদিগকে ধ্বংশ করিয়া ফেলিল। রাজার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে পৌত্র অংশুমানকে অশ্ব অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন।

সগর রাজার পুত্রগণ ঈশানকোণে গিয়া অশ্ব দেখিয়াছিলেন (১)। অংশুমান সেইদিকে গমনকরতঃ অশ্ব দেখিতে পাইলেন এবং ঐ অশ্ব দ্বারা সগর রাজার যজ্ঞ কতকটা সাঙ্গ হইল। এই ঈশানকোণে আমরা কুশী নদী দেখিতে পাই, সম্ভবতঃ অংশুমান এই কুশী বা কৌশিকী নদীর জল পর্বত কাটিয়া বহাইয়া দিয়া থাকিবেন। সগর রাজার সময় এই পর্যন্তই

(১) রামায়ণ আদি ৪০।২৪।

যজ্ঞীয় কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে সগরের অধঃস্তন কয়েকজন রাজাও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন কিছু করিতে পারেন নাই।

রাজা ভগীরথ।

রাজা ভগীরথ পাহাড় কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া এই মরুভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। হিমালয় পর্বতের উপরে ৩১।২০ অক্ষরেখা ও ৭৯।২০ দ্রাঘিমার নিকটবর্তী পর্বত সম্ভবতঃ হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুপদ পর্ব্বত নামে অভিহিত হয়। এই পর্বতে একটী পর্বত বেষ্টিত বৃহৎ সরোবর দেখা যায় ইহাকে ব্রহ্মার কমণ্ডলু বলা যাইতে পারে। এই সরোবরটী তুষারে পরিপূর্ণ। সম্ভবতঃ ইহার চারিদিকই বদ্ধ ছিল, এজন্য তুষারসমূহ বাহির হইতে পারিত না। রাজা ভগীরথ বৃহৎ একটি জলাধার অনুসন্ধান করিতে করিতে বিষ্ণুপদ পর্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এই বৃহৎ পর্বত বেষ্টিত তুষার রাশি বাহির করিতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তিনি ঐ জলাধারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সুড়ঙ্গ কাটিলেন। তাহার মুখ করিলেন গো-মুখের ন্যায়। এইজন্য এই মুখকে গোমুখী বলে। ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্রাট আকবর গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্ণয়ের জন্য একদল লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা দেখিয়াছিল গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে পর্বতের যে স্থান দিয়া তুষাররাশি বাহির হইতেছিল তাহার উপরিভাগের আকার ঠিক গরুর মুখের ন্যায় (১)। এই তুষার ক্ষেত্রের একপার্শ্বে সেণ্টপ্যাট্রিক ও অপর পার্শ্বে সেণ্ট জর্জ্জ শিখর, মধ্যবর্তী শৃঙ্গের নাম পীরামিড। এই সমস্ত নাম পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই পীরামিড শৃঙ্গের নামই বিষ্ণুপদ শৃঙ্গ, তাই গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বলা হইয়াছে। আর ঐ তুষারপূর্ণ পর্বত বেষ্টিত সরোবরের নাম বিষ্ণুপদ সরোবর (২)।

(১) Trans Himalaya Vol. III by Sven Hedin, p. 200.

(২) মৎস্য ১২১।৬৬।

এই সরোবরের নীহাররাশি প্রায় সর্বদা সমভাবে থাকে। দিনে যে পরিমাণ তুষাররাশি বাহির হয়, রাত্রির শৈত্যাধিক্যে ও প্রবল হিমপাতে তাহা পূরণ হয় (১)।

বিষ্ণু সরোবরের এই মুখ হইতে তুষাররাশি বাহির হইয়া বহুনিম্নে পতিত হইতেছে। পৃথিবী এই পতন বেগ সহ্য করিতে পারিল না। তুষাররাশির পতন বেগে আঘাত পাইয়া প্রস্তর ও মৃত্তিকা চূর্ণ হইয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিল। তাহাতে পতন স্থান ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল। ভগীরথ ইহা লক্ষ্য করিয়া যে প্রস্তর খুব কঠিন তাহাই ঐ পতন স্থানে রাখিলেন। এই প্রস্তর দ্বারাই শিবলিঙ্গ প্রস্তুত হয়। সম্ভবতঃ সেইজন্যই বলা হয়, মহাদেব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। রূপকে বর্ণিত গল্প হইতে আমরা এই তত্ত্ব পাই (২)।

যাঁহারা দার্জ্জিলিংএ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখিয়াছেন, তাঁহারা গঙ্গার এই পতন বেগ কত প্রচণ্ড তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। এই প্রপাতের জল যেখানে পতিত হইতেছে তথায় কয়েকখণ্ড কাল কঠিন প্রস্তর আছে। এই প্রস্তরের উপর জলস্রোত পতিত হইয়া গড়াইয়া নিম্নে যাইতেছে। গঙ্গার পতনস্থানে চারিদিক তুষাররাশি এভাবে জমিয়া যাইতেছে যে তাহা দেখিলে শিবের মস্তকের জটা সমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাই শিবের জটা মধ্যে গঙ্গার অবস্থান কল্পিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরে স্বাভাবিক খাত পথে যে দিক দিয়া সুবিধা পাইয়াছে, সেইস্থান দিয়াই গঙ্গার প্রবাহ চলিয়াছে। এইস্থানে গঙ্গার প্রশস্ততা ২৭ ফুট ও গভীরতা ১৫" ইঞ্চি মাত্র (৩)। গোমুখী নিসৃতা

(১) বামা বোধিনী পত্রিকা ১৩১০।৩২৫ পৃষ্ঠা।

(২) মহা-বন ১০৮ অধ্যায়।

(৩) বামা বোধিনী পত্রিকা।

গঙ্গা ক্রমে উত্তর পশ্চিম বাহিনী হইয়া ন্যূনাধিক চারিক্রোশ দূরে গঙ্গোত্রীতে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানটি সমুদ্র হইতে ১০৩০০ ফুট উচ্চ। প্রতি ক্রোশে গঙ্গা ৭০০ ফুট নিম্নে অবতরণ করিতেছে। ভাগীরথীব তীরে বামদিকে গঙ্গোত্রীর পবিত্র মন্দির অবস্থিত। গঙ্গোত্রীর ৩॥০ ক্রোশ দূরে ভৈরোঘাটি। এখানে ভাগীরথী জাহ্নবীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। হিমালয় পর্বত হইতে এই নদী বহির্গত হইয়া ১৫ ক্রোশ আসিলে ভাগীরথী তাহার গর্ভে পতিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই নদীর তীরে জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল, তাই এই নদীর নাম জাহ্নবী হইয়া থাকিবে। ভগীরথ কর্তৃক আনীত ভাগীরথী জাহ্নবীগর্ভে পতিত হইলে জহ্নুমুনি আর ভাগীবথী নাম হইতে দিলেন না। যতদূর পর্যন্ত গঙ্গা জাহ্নবীগর্ভে ছিল ততদূর পর্যন্ত জাহ্নবী নামই থাকিল। ইহাই সম্ভবতঃ জহ্নুমুনির গঙ্গা পান। এইস্থানে জাহ্নবীর প্রসার ১০০ ফুট, এখানে প্রবাহ প্রতিক্রোশে ৫০০ ফুট অবতরণ করিতেছে।

গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হইতে ভৈরোঘাটি পর্যন্ত ৯ ক্রোশ, ভৈরোঘাটি হইতে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত দূরত্ব ৫১ ক্রোশ, দেবপ্রয়াগে জাহ্নবী বা ভাগীরথী অলকনন্দার খাতে পতিত হইয়াছে। এই দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত ভাগীরথী জাহ্নবী নামে কথিত হইয়াছে, তৎপরে ভাগীরথী নাম লইয়া চলিয়াছে।

পরবর্তী কালে জাহ্নবী নদীর এই পরিচয় লোকে ভুলিয়া গিয়া রাজ-মহলের নিকট যেখানে গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্বমুখী হইয়াছে সেই স্থানের বক্রতা দেখিয়া সম্ভবতঃ জহ্নুমুনির জানু কল্পনা করতঃ এই স্থানেই জহ্নুমুনির আশ্রম বলে। কেহ কেহ ছাপ ঘাটিতে যেখানে ভাগীরথী পদ্মাকে ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, ঐ স্থানেই জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল বলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

দেবপ্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত ত্রিশ ক্রোশ পূর্বে অলকনন্দাই প্রবাহিত ছিল। প্রচুর জল না থাকায় তদ্বারা মরুভূমির কোন উপকার

হয় নাই, অলকনন্দার গর্ভপথেই গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্লাবিত করিয়াছিল। তাহাতেই গঙ্গার জল ও পলি এবং বালুকা দ্বারা মরুভূমি নষ্ট হইয়া বাস যোগ্য হইয়াছিল।

ভাগীরথী প্রয়াগে আসিয়া যমুনা সহ মিলিত হইয়া ভগীরথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনার ধারা মিলিত হইয়া প্রয়াগ হইতে বরাবর পূর্বমুখে আসিয়া ভাগলপুরের নিকটস্থিত দণ্ডতীর্থে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এখানেই তাৎকালিক গঙ্গাসাগর সঙ্গম, হইয়া থাকিবে। তখন হিমালয় পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর ছিল না। নূতন দেশ গঠিত হইয়া সরিয়া আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই নব গঠিত দেশেই পৌণ্ড্রাজ্য স্থাপিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এই পৌণ্ড্র শব্দ হইতে ক্রমে পৌণ্ড্রিয়া, তৎপরে পূর্ণিয়া হইয়া থাকিবে।

ভগীরথ এই দণ্ড তীর্থেই সাগর-সঙ্গমে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়াছিলেন (১)। এই সময় প্রাচীন বঙ্গের পূর্বদিকে ভাগীরথী ছিল না ব দ্বীপ ছিল না, সমুদ্র ছিল।
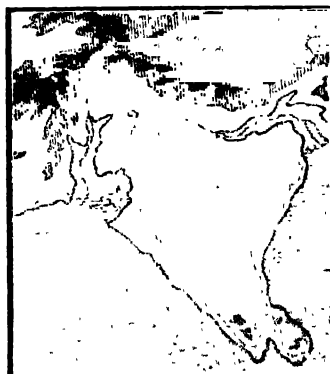
৪ নং চিত্র

(১) মহা-বন ৮৫, ১০৮ অঃ।

হয়ত গঙ্গা আগমনের পূর্বে গঙ্গাহীন বঙ্গদেশে আর্যগণের আগমন একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। পরে গঙ্গা আসিলে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধে হয়ত আসিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে।

রাজা অম্বরীষ।

রাজা ভগীরথের কতিপয় পুরুষ পরে রাজা অম্বরীষ অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞের অশ্ব চুরি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ অশ্বের পরিবর্তে "একটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে বলি দিবার ব্যবস্থা করিলে" রাজা ঋচিক ঋষির পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিয়া যূপ কাষ্ঠের তিন স্থানে পূর্ব শুনঃশেফের (১) ন্যায় বদ্ধ করিয়াছিলেন। শুনঃশেফ দেবতার স্তুতি করিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। রাজার যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এ সময়েও নরবলি প্রচলিত ছিল না। বলি দিবার জন্য উৎসর্গ করিয়া হয়ত ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

দীর্ঘতমা চক্রে ৭৭৪৫ বৎসর গণনা এই সময় শেষ করিয়া হয়ত আর গণনা করা হয় নাই। সম্ভবতঃ ব্রহ্মচক্রে গণনাই চলিতেছিল।

রাজা ঋতুপর্ণ।

রাজা অম্বরীষের কয়েক পুরুষ পরে রাজা ঋতুপর্ণ অযোধ্যার সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার বিমান ছিল, তিনি বিমানে আরোহণ করিতেন। নিষধ দেশের রাজা নল ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া এই রাজার বিমান চালক হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী রাণী দময়ন্তী তাঁহার সঙ্গে বনে আসিয়াছিলেন। রাজা নল পুত্র কন্যাদিগকে বিদর্ভনগরে তাহাদের মাতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অনেক প্রকার বুঝান সত্ত্বেও

---

(১) ঋগ্বেদ-১।২৪।১২, ২৩ ঋক।

দময়ন্তী রাজার সঙ্গ ছাড়িলেন না, অগত্যা রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই বনে আসিলেন। একদিন দময়ন্তীর নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া রাজা ছদ্মবেশে অযোধ্যাতে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার পরিচয় গোপন করিয়া বিমান চালক হইলেন। এদিকে দময়ন্তী বহু অন্বেষণে রাজাকে না পাইয়া চেদিপতি সুবাহুর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজমাতা অসহায় স্ত্রীলোক দেখিয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। একদিন রাজা নলের এক পরিচিত ব্রাহ্মণ আসিলেন। তিনি দময়ন্তীকে দীনাবেশে তথায় দেখিয়া তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিলেন। চেদিরাজ মহিষী তাহার মাতার ভগ্নী। রাণী বলিলেন দশার্ণ দেশের রাজা সুদামার দুই কন্যা—আমি এবং তোমার মাতা। পিতা আমাকে চেদিরাজ বীরবাহুর হস্তে এবং তোমার মাতাকে বিদর্ভরাজ ভীমের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তুমি, আমার গৃহ তোমারই গৃহ মনে করিয়া, এখানে থাক। দময়ন্তী পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছা করায় রাণী তাহাকে বিদর্ভ নগরে রাজা ভীমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে গিয়া দময়ন্তী এক কৌশল করিলেন, প্রচার করিলেন তিনি আবার স্বয়ম্বরা হইবেন। রাজা ঋতুপর্ণের নিকট সংবাদ দিলেন। রাজা নলকে বলিলেন, আগামী কল্য প্রত্যূষে দময়ন্তী নাম্নী নল রাজার স্ত্রী পুনরায় স্বয়ম্বরা হইবেন। অতএব তুমি অদ্যই আমাকে তথায় লইয়া চল। রাজা নল একখানি ক্ষুদ্র বিমান সজ্জিত করিলেন। রাজা আরোহণ করিলে অতি দ্রুতবেগে বিমান চালাইতে লাগিলেন এবং সন্ধ্যার সময় বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তী জানিতেন এই অল্প সময়ের মধ্যে নল রাজা ব্যতীত আর কাহারও আসিবার ক্ষমতা নাই। যিনি আসিতে পারিবেন তিনি নিশ্চয়ই নল। ঋতুপর্ণের আইসা সংবাদ পাইবা মাত্র দময়ন্তী দাসী পাঠাইয়া গোপনে সংবাদ লইলেন। নল আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি আসল কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। নল দময়ন্তী মিলিত হইলেন। রাজা ঋতুপর্ণ শুনিয়া অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের অজ্ঞতা হেতু যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহার জন্য নলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন।

এই গল্প হইতে দুইটী তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—(১) তখন ভারতের কোন কোন রাজা বিমান ব্যবহার করিতে পাইতেন। (২) স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবার রীতি তখন প্রচলিত ছিল।

বিমান ভারতে প্রস্তুত হইত না, সুমেরুবাসীগণ প্রস্তুত করিতেন (১)। রাজা ঋতুপর্ণ সম্ভবতঃ ৩৪১৪ হইতে ৩৩৯০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

রাজা নলের কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা। মহাভারতে দেখা যায় এই ইন্দ্রসেনা রাজা মুদ্গলের পত্নী ছিলেন। তিনি বায়ু চালিত বিমান চালাইতে পারিতেন (২)। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৩৫ শতাব্দীতে ভারতে বায়ু-চালিত বিমান ছিল, এবং স্ত্রীলোকে তাহা চালাইতে পারিত।

রাজা অনরণ্য।

রাজা ঋতুপর্ণের কয়েক পুরুষ নীচের রাজা অনরণ্য কোন রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ইনি ৩৩১৮ হইতে ৩২৯৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

রাজা মূলক।

রাজা মূলকের সময় পরশুরাম পুনরায় ক্ষত্রিয় বধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজা মূলক, পুরুবংশীয় রাজা বিদুরথ, অঙ্গরাজ দিবিরথ বর্তমান ছিলেন। কাশীরাজ বৎস ও তখন বর্তমান ছিলেন।

(১) ঋগ্বেদ ১০।১১২।২, ১০। (২) মহাভারত বন—১১২ অঃ।

রাজা দীলিপ।

খট্বাঙ্গ।

রাজা দীলিপ খট্বাঙ্গ নামে বিখ্যাত ছিলেন; ইনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। ৩১০১ হইতে ৩০৯৩ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ৯ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই সময় জ্যোতিষের কিছু উন্নতি হইয়া থাকিবে।

আর্যাব্দ নামে যে অব্দ ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ হইতে এতদিন গণিত হইয়া আসিতেছিল সম্ভবতঃ গর্গঋষি তাহা সপ্তর্ষিচারাব্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। আকাশে যে সপ্তর্ষি তারা দেখা যায় তাহার প্রথমোদিত ও তৎপূর্ববর্তী নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যাংশ সহ রাশি চক্রস্থিত যে নক্ষত্রের সমসূত্রে থাকা ধরিয়া ১০০ গণনা করা হইত তাহা, সেই নক্ষত্রের অব্দ বলিয়া কথিত হইত। প্রতি নক্ষত্রে এইরূপ সপ্তর্ষির ১০০ বৎসর ভ্রমণ ধরিয়া এক রাশি চক্রে ২৭ নক্ষত্রে ২৭০০ বৎসর গণনা করা হইতে লাগিল। গর্গঋষি বলিয়াছেন, কলি ও দ্বাপরের সন্ধি সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন (১)। কনিংহাম সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই সময় মঘা নক্ষত্রে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত গণনা করা হইয়াছিল। ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে এক চক্রের ২৭০০ বৎসর বাদ দিলে ৪০৭৭ বৎসর থাকে। তন্মধ্যে মঘা নক্ষত্র পর্যন্ত দশ নক্ষত্রের ১০০০ বৎসর বাদ দিলে ৩০৭৭ খৃঃ পূঃ থাকে। ৩১০১ খৃঃ পূঃতে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ৩১০২ মধ্যে ৩০৭৭ খৃঃ পূঃ বাদ দিলে ২৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। অতএব কলি যখন আরম্ভ হয়—তখন মঘার ২৫ বৎসর বাকী ছিল। এই ২৫ বৎসর কলিযুগের মধ্যে যাইবে, অর্থাৎ মঘা নক্ষত্রেব ৭৬ বৎসর ও কলির ১ বৎসর সমান। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, ইত্যাদি ক্রমে এই অব্দ গণনা করা হইত। সপ্তর্ষি ও রাশি

(১) ভট্টোৎপল ধৃত বৃদ্ধ গর্গবচন, বৃহৎ সংহিতা, সপ্তর্ষিচার।

চক্রস্থিত ২৭ নক্ষত্র কাহারই গতি নাই, অব্দ গণনার জন্য উপরিউক্তরূপ গতি কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র।

আর একমতের সপ্তর্ষি গণনা এই সময় প্রচলিত ছিল। সাকল্য মুনি বলিয়াছেন এই গণনা বিপরীতভাবে গণিতে হইবে। রেবতী, উত্তর ভাদ্রপদ; পূর্বভাদ্রপদ ইত্যাদি ক্রমে এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর করিয়া ধরিয়া এই অব্দ গণনা করা হইত। কলির আরম্ভ হইতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে এই গণনা করা হইয়াছে। দ্বাপরের শেষ পর্যন্ত শ্রবণা নক্ষত্রে গণিত হইয়াছে। অতএব রেবতী হইতে শ্রবণা (১) পর্যন্ত ৬ নক্ষত্রে ৬০০ বৎসর + ৩১০১ খৃঃ পূঃ = ৩৭০১ খৃঃ পূঃ + এক চক্রের ২৭০০ বৎসর = ৬৪০১ খৃঃ পূঃ হয়।

এই দুই প্রকার গণনায় দেখা যাইতেছে ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃতে গর্গমতের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হইতে এই অব্দ ধরিয়াছি। মেরু প্রদেশ ধ্বংস হইলে আর্যগণ সুমেরু প্রদেশে আসিয়া চাক্ষুষ মনু হইতে দ্বিতীয় প্রকারের অব্দ গণনা আরম্ভ ধরিয়া থাকিবেন।

মেগাস্থেনিস কথিত অব্দ গণনার সহিত ইহার ঠিক মিল আছে।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজা রামচন্দ্র।

রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার বিমাতা কৈকেয়ী দেবীর প্রার্থনা মত তাঁহাকে নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

রাজা দশরথের প্রধানা রাণী কৌশল্যা দেবীর গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। দ্বিতীয়া রাণী কৈকেয়ী দেবীর গর্ভে ভরত নামে একপুত্র

(১) সাকল্য সংহিতা। সাহিত্য পত্রিকা ১৩০৫।৭৪১ পৃষ্ঠা।

হইয়াছিল। তৃতীয়া রাণী সুমিত্রা দেবীর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগত ছিলেন, শত্রুঘ্ন ছিলেন ভরতের অনুগত।

রাজা দশরথ রাণী কৈকেয়ী চালিত রথে আরোহণ করতঃ সম্বর নামক অসুরের সহিত যুদ্ধে আহত হইলে রাণী কৈকেয়ী কৌশলে রথসহ ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। কৈকেয়ী, রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে শুনিয়া, রাজার নিকট এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার একবরে রামচন্দ্রের ১৪ বৎসর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক। তদনুসারে রামচন্দ্র সীতা ও অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ বনে গমন করিলেন। ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, এই সংবাদে আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া রাজ্যগ্রহণ করিতে অস্বীকার করতঃ রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা সত্যভ্রষ্ট হইবেন এইজন্য রামচন্দ্র আসিতে অস্বীকার করিলেন, এবং তিনি না আসা পর্যন্ত ভরতকেই রাজ্যপালন করিতে বলিলেন। অগত্যা ভরত ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ক্রমে পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন, এখানেই লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন। রাম সীতার অন্বেষণে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে কিস্কিন্ধ্যা নগরীতে দ্রাবিড়রাজ বালির ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বালিকে বধ করতঃ সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের সাহায্যে দ্রাবিড়জাতীয়, ভীলজাতীয় (ভল্লুক) সৈন্য সংগ্রহ করতঃ লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বধ করতঃ সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। বাল্মিকী এই সময় রামচরিত নামে একখানি সংহিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে লক্ষ্য করিবার

মত তিনটি কথা ছিল,—(১) সুগ্রীবের পশ্চিমগামী চর সীতার অন্বেষণে পশ্চিম মুখে গিয়া সোম পর্বতের নিকট সিন্ধুসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপরে পশ্চিম মুখে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র পার হইয়া ক্রমে গন্ধর্ব দেশ ছাড়াইয়া চক্রবান পর্বতে গিয়া সহস্র অরবিশিষ্ট চক্রসমন্বিত জ্যোতিষের চক্র দেখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ চক্র কোথায় কে লইয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তৎপরে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত বরাহ পর্বতের সানুপ্রদেশে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এখন আমরা পূর্ব ভারতে আসাম প্রদেশে দেখিতে পাই। ইহার বর্তমান নাম কামরূপ। পশ্চিমস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা নরক রাজত্ব করিতেন। নরক রাজার নাম নহে, জার প্রভৃতির ন্যায় উপাধি। কালিকা পুরাণে দেখা যায় এক নরক রাজা পরবর্তীকালে জনক রাজার সাহায্যে পূর্ব ভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের এক নরককে শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করিয়াছিলেন, তৎপুত্র ভগদত্ত রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ই নরক নাম বাদ পড়িয়াছে। ভগদত্ত ভারত যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন।

বরাহ পর্বতের পরে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে চরগণ সাবর্ণি মেরু নামক পর্বতে উপস্থিত হইয়াছিল। এই পর্বতই সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের আরভ পর্বত (১)। ইহারই সানু প্রদেশে সাবর্ণি মনু বাস করিয়াছিলেন, তাহা আমরা উপরে দেখিয়াছি।

(২) সীতা অন্বেষণে নিযুক্ত পূর্বগামী চরগণ যেখানে শোন নদী সাগরে পড়িতেছিল, সেই স্থান পর্যন্ত গিয়া এক সমুদ্র দেখিল, তাহার নাম ইক্ষু সমুদ্র। এই সমুদ্র পার হইয়া একটি নব গঠিত প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল, ক্রমে পূর্বদিকে গিয়া লোহিত সমুদ্র পাইয়াছিল। এই ইক্ষু ও লোহিত সমুদ্রের মধ্যস্থিত নূতন প্রদেশই এখনকার বরিন্দ্র দেশ। তখন কেবল

(১) ঋগ্বেদ ১০।৬২।৯ ঋক।

চর পড়িতেছিল। এই লোহিত সমুদ্রেই অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সমুদ্র তীর দিয়াই পাণ্ডবগণ দক্ষিণ মুখে আসিয়াছিলেন (১)।

(৩) দক্ষিণদিকগামী সুগ্রীব চরগণ সীতা অন্বেষণে দক্ষিণ সাগরের তীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্র মধ্যে কিঞ্চিৎদূরে মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে পাইল (২)। হনুমান এই সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্বতে গিয়া তথা হইতে বৃহৎ ভেলায় চড়িয়া সমুদ্র পার হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল (৩)। রামচন্দ্র সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সহ্য ও মলয় পর্বত অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাই সহ্য ও মহেন্দ্র পর্বতের মধ্যে এককালে সমুদ্র ছিল বটে, কিন্তু শুষ্ক হইয়া নূতন দেশ গঠিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের সময় সেখানে জল ছিল এখন নাই, ইহা কতদিনের কথা। রামচন্দ্র ২৭৮০ হইতে ২৭৬০ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এই সময় অর্থাৎ ২৮ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে সহ্য ও মহেন্দ্র পর্বতের মধ্যে সমুদ্র ছিল। ইহা প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বের কথা। রামায়ণের প্রথম সংস্করণের নাম রামচরিতই হউক আর রামায়ণই হউক তাহা এই সময় রচিত হইয়া থাকিবে, এখন আমরা যে রামায়ণ মহাভারত পাই তাহা কথকদিগের সংস্করণ।

ভরতের দুই পুত্র ছিল—(১) তক্ষ, (২) পুস্কল। ভরতের মাতুল কেকয় রাজ অশ্বপতির পুত্র রাজা যুধাজিৎ রামচন্দ্রের নিকট সিন্ধু নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিবার জন্য সংবাদ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সপুত্র ভরতকে তথায় পাঠাইলেন। ভরত ঐ দেশ জয় করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করতঃ দুই রাজধানী প্রস্তুত করাইয়া এক ভাগ তক্ষকে দিলেন। তাহার রাজধানীর নাম হইল তক্ষশীলা, অপর ভাগের রাজধানীর নাম রাখিলেন পুষ্কলাবৎ, তথায় পুষ্কলকে অভিষিক্ত করিলেন।

(১) মহাভারত মহাপ্রস্থানিক—১ অঃ।

(২) রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা—৪১ অঃ। (৩) রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড প্রথম অধ্যায়।

লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু কারুপথ দেশ জয় করতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। একভাগের রাজধানীর নাম হইল অঙ্গদীয়া, অঙ্গদ এখানে অভিষিক্ত হইলেন। আর একভাগের রাজধানীর নাম হইল "চন্দ্রকান্ত", এখানে চন্দ্রকেতু অভিষিক্ত হইলেন।

প্রাচীনকালে যমুনা তীরে মধুবন নামক স্থানে মধু নামে এক অসুর বাস করিত। তাহার পুত্র লবণ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা ইহার হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এখন সেই লবণ তাপসদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রামচন্দ্র তাহার অত্যাচার হইতে ব্রাহ্মণদিগকে উদ্ধারের জন্য শত্রুঘ্নকে সৈন্যসহ পাঠাইলেন। শত্রুঘ্ন তাহাকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করতঃ বধ করিলেন এবং সেখানে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবাহুকে মথুরারাজ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুঘাতীকে বিদিসার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। রাজা মান্ধাতা অনুমান ৪৪ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন। তাহাকে যে লবণ হত্যা করিয়াছিল এ লবণ সে হইতে পারে না। সুতরাং এই লবণ শব্দ সম্ভবতঃ জনক প্রভৃতির ন্যায় উপাধি ছিল, বংশানুক্রমে সকলেই লবণ নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

অযোধ্যা হইতে কেকয়দেশের রাজধানী গিরিব্রজে যাইতে হইলে নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইত—

অযোধ্যা হইতে পশ্চিম মুখে যাত্রা করিয়া গঙ্গা তীরে হস্তিনাপুরে যাইতে হয়। তথায় গঙ্গা পার হইয়া পাঞ্চালদেশ অতিক্রম করতঃ কুরু জাঙ্গলের মধ্য দিয়া কুলিঙ্গানগরীতে যাইতে হয়, তৎপরে ইক্ষাকু বংশীয়দিগের পিতৃ পিতামহ সেবিত ইক্ষুমতী নদী পার হইয়া শতদ্রু নদী পার হইতে হয়, তথা হইতে বাহ্লিকদেশের মধ্য দিয়া গিরিব্রজে যাইতে হয়।

রামচন্দ্রের বন গমন পথ—অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া শৃঙ্গবেরপুরে আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া বৎস দেশে আসিতে হইয়াছে। তথা হইতে

প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সঙ্গম পর্যন্ত আসিয়া চিত্রকুট পর্বতে গিয়াছেন। তথা হইতে ক্রমে জনস্থানে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতেই রাবণ সীতা হরণ করিয়াছিল। এখান হইতে কিস্কিন্ধ্যা নগরে, তথা হইতে লঙ্কায় গমন করেন।

তাপ্তী নদীর দক্ষিণে বিদর্ভ রাজ্য ছিল তাহার দক্ষিণে আর্য বসতি ছিল না, ২।৩টি ঋষির আশ্রম ছিল মাত্র। খৃঃ পূঃ ২৯ শতাব্দীতে রামায়ণের সময় দাক্ষিণাত্যের অবস্থা এইরূপ ছিল।

রামচন্দ্র রাবণকে বধ করতঃ বিভীষণকে রাজা করিয়াছিলেন। এই হইতে রাবণ উপাধি লোপ পাইয়াছিল।

রাজা শল।

রাজা রামচন্দ্রের কয়েক পুরুষ নীচে রাজা শল অনুমান ২৫০৫ হইতে ২৪৯৩ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। মধ্যপ্রদেশের রেল ষ্টেশন বেল পাহাড় হইতে গ্রিনডোল সন্নিকটস্থ যৌগড় ষ্টেটের তিলীয়বাহল পল্লীর সন্নিকটে বিক্রমখোল নামক একটি গণ্ডশৈল গাত্রে একটি প্রাচীন লিপি কিছুদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা দক্ষিণ হইতে বাম ক্রমে পড়িতে হয়, পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়াছেন ইহাতে ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্র ও মহেঞ্জোদারো লিপি দেখা যায়। স্নতরাং মহেঞ্জোদারো লিপির পরে খোদিত বলিয়া অনুমান হয় (১)। লিপির মর্ম্মার্থ যাহা এ পর্যন্ত বুঝা গিয়াছে তাহাতে অনুমান হয় সূর্যবংশীয় রাজা শল ইলগুল নামক রাজার এই রাজ্য জয় করিলে তাঁহার ইচ্ছামত রাজা ইলগুল এই লিপি খোদিত করাইয়া থাকিবেন। যদি এই পাঠ ঠিক হইয়া থাকে তাহা হইলে এই লিপি খৃঃ পূঃ ২৬।২৫ শতাব্দীর লিপি বলা যাইতে পারে।

---

(১) প্রবাসী ১৩৪০। ১। ৫৪৩ পৃষ্ঠা।

রাজা বৃহদ্বল।

রাজা শলের কয়েক পুরুষ নিম্নে রাজা বৃহদ্বল অযোধ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ইনি ১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধে হত হইয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হিরণ্যকশিপু বংশ।

মহাজলপ্লাবনের পরেও হিরণ্যকশিপু বহুবার দেব সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। অবশেষে সুমেরু প্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া সদলে কাস্পীয়ান সাগরের তীরে আসিয়া এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কাস্পীয়ান সাগরের প্রাচীন গ্রীক নাম "হিরকানাম কাস্পীয়াম্ মেয়ার" (১)। এই নাম হইতেই জানা যাইতেছে যে হিরণ্যকশিপুর নাম হইতেই এই নাম হইবার ইহা একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ। হিরণ্যকশিপুর রাজধানীর নাম হিরণ্যপুর (২)। ইহার গ্রীক নাম হিরকানিয়া (৩)। কাস্পীয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোন ভাগে হিরকানিয়া অবস্থিত।

এই প্রদেশের প্রাচীন নাম ইরাণ (Iran)। ইরাণ শব্দে আর্যই বুঝায়। এই স্থানবাসীগণ সম্ভবতঃ সুমেরু প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করতঃ আপনাদিগকে "সুমেরিয়ান" বলিতেন। বর্তমান ঐতিহাসিক

(১) **Hyrcanium Caspium Mare. Atlas of Ancient History. Jonstone Co.**

(২) মৎস্য ৬।২৪।

(৩) **Ancient Atlas.**

গণ এই সুমেরিয়ান জাতিকে দ্রাবিড়ীয়ান জাতি বলিয়া অনুমান করেন। তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। সুমেরিয়ান সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার কোন মিল নাই। সুমেরিয়ান সভ্যতার সহিত আর্য সভতার অনেক মিল আছে।

মেনহির।

মেনহির অর্থ (মেন প্রস্তর হির দীর্ঘ) একখানি দীর্ঘ প্রস্তর। মেজর গর্ডউইন অষ্টিন বলেন, খাসিয়া পর্বতের উপত্যকায় এবং চেরাপুঞ্জীতে অনেক মেনহির দেখা যায়। খাষিয়াগণ মৃতের অস্থি ও ছাই একটি পাত্রে করিয়া একস্থানে পুঁতিয়া রাখে এবং তাহার উপর একখণ্ড দীর্ঘ প্রস্তর খাডা করিয়া পুঁতিয়া রাখে। এই খাড়া প্রস্তরের নামই মেনহির। খাসিয়াগণ ইহাকে "মায়াবিন্ন" বলে। মায়া অর্থ প্রস্তর—বিন্ন অর্থ জ্ঞাপক অর্থাৎ চিহ্ন প্রস্তর। ইহা প্রত্যেক পরিবারের চিহ্নিত প্রস্তররূপে ব্যবহৃত হইত। পরে ইহা রীতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ প্রস্তরের সম্মুখে আর একখানি চওড়া প্রস্তর রাখা হইত। ইহার উদ্দেশ্য, ঐ প্রস্তরের উপর মৃতের আত্মা সময় সময় বসিবে। মিঃ আর, জি, লেথাম লিখিয়াছেন সিয়ালকোর্টের নিকট পাঁচ ফুট দীর্ঘ দুই ফুট প্রস্থ একখানি প্রস্তর প্রোথিত দেখা যায় (১)।

কোন সময়ে এই খাসিয়াগণ ভারতে সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি এবং সিংহভূম জেলা ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই সমস্ত স্থানে এবং নিজাম রাজ্যের পুলনী পাহাড়ে ঐরূপ বহু প্রস্তর প্রোথিত দেখা যায়। সিন্ধু গাঙ্গ্য প্রদেশে দেখা যায় না। ক্রমে এই জাতীয় লোক বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া পারশ্য পর্যন্ত গিয়া দুইদলে বিভক্ত

(১) সভ্যতার ইতিহাস যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় কৃত।

হইয়া একদল ককেসস্ পর্বত, কৃষ্ণ সাগরের তীর দিয়া ক্রিমিয়া, গ্রীস, ইতালী ও কর্সিকায় গিয়াছে। অপরদল নিনেভ, বাবিলন, সিরিয়া, অসুরিয়া, আরব, প্যালেষ্টাইন, ভূমধ্যসাগরের তীরে, আফ্রিকার উত্তরস্থিত প্রদেশে, টিউনিশ, এলজিরিয়া, মোরোক্কো, স্পেন, পর্তুগাল, পাইরিনিস্ পর্বতের উপত্যকা, ফ্রান্সর দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্য প্রদেশ, ব্রিটেনীতে, ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্ম্মাণীব উত্তর প্রান্তে দেখা যায়। যত পশ্চিমে গিয়াছে ততই ডলমেনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। দুইখানি খাড়া পাথরের উপর একখানি চওড়া পাথর টেবিলের মত বিছাইয়া তাহার পশ্চাতের দিকে পাথরের একখানি বেড়ার মত দেওয়া হয়, ইহার নাম ডলমেন্ (১) বা এডুক। যতই পশ্চিমে গিয়াছে ততই এগুলি বড এবং একাধিক খোপ বিশিষ্ট দেখা যায়। ভারতে প্রাচীন সভ্যতার দ্রাবিডীয় নিদর্শন এই পর্যন্তই; কোন কোন ডলমেন্ দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্রাবিডীয়ান প্রাচীন সভ্যতার ইহা অপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ আর নাই। যাহারা বেলুচিস্থানে থাকিল তাহারা ব্রাহুই নামে কথিত হইল।

অসুরদিগের সভ্যতা।

আর্যগণ ত্যাগী এবং সুমেরিয়ানগণ ভোগী ছিল। এজন্য সুমেরিয়ান-দিগের নগর, রাজধানী, রাজবাটি, রাজান্তঃপুর প্রভৃতি আর্যদিগের অপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত হইত। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, যখন নরসিংহ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলেন তখন মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার মতই গৃহাদি দেখিয়াছিলেন (২)।

সুমেরিয়ানগণ সুর দ্বেষী ছিল। ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতিকে তাহারা মানিত না, তাহারা রুদ্রের ভক্ত ছিল। রুদ্রদেব শিব, মহাদেব নামে

(১) **Man before Metals by N. Joly. P. 145.**

(২) মৎস্য ১৬৮।৩৮-৪১।

অভিহিত হইতেন। এই মহাদেবকেই অহুর মজদ্ (অহুর অসুর—মজদ্ মহান্) বা মহাদেব বলা হয়।

শিবলিঙ্গ।

সুমেরিয়ানগণ এখানে আসিয়া দেখিলেন একখানি পাথর খাড়া আছে এবং আর একখানি তাহার সম্মুখে পাতা আছে। এরূপ বহু প্রস্তর ঐ প্রদেশে আছে। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ তাহারা খাড়া প্রস্তরকে "শিবলিঙ্গ" এবং পাতা প্রস্তরকে গৌরী পট্ট কল্পনা করিলেন এবং সেই লিঙ্গকে মহাদেব নামে পূজা করিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদে লিঙ্গ পূজকগণকে "শিশ্নদেবা" বলিয়া ঘৃণা করা হইয়াছে (১)। আর্যগণ এই খাড়া প্রস্তরকে এড়ুক বলিতেন। মহাভারতে মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন কলিকালে মানুষ এড়ুকের পূজা করিবে (২)। ইহাতে অনুমান হয় যুধিষ্ঠির পর্যন্ত আর্য শাখা শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন না। সম্ভবতঃ ১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধ হইয়া থাকিবে। সে পর্যন্ত শিবলিঙ্গ পূজা আর্যগণ স্বীকার করেন নাই। অনুমান হয় বুদ্ধদেবের জন্মের পরে কোন সময় আর্যশাখা লিঙ্গ পূজা স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

আর্যগণ রুদ্রদেবকে সংহারকর্তা বলিয়া মান্য করিতেন (৩)। অসুরগণ রুদ্রকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলে সম্ভবতঃ রুদ্রদেব তাহাদের পক্ষ হইয়াছিলেন। সুরগণ তাহা দেখিয়া যজ্ঞ ভাগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন, ইহা আমরা উপরে দেখিয়াছি। রুদ্রদেব অসুরদিগের দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন, এজন্য রুদ্রের কৃপায় অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে

(১) ঋগ্বেদ ৭।২১।৫ ; ১০।৯৯।৩ ঋক।

(২) মহাভারত বন—১৮৯ অঃ।

(৩) ঋগ্বেদ ১।১১৪।৮ ঋক।

দেবগণ পারিয়া উঠিতেন না, এজন্য পরে ক্রমে তাঁহাকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন (১)। দক্ষরাজার কন্যা সতীর সহিত রুদ্রদেব বা শিবের বিবাহ দিলেন, কিন্তু তখনও যজ্ঞভাগ দিতে পারিলেন না। যজ্ঞে এইজন্য মহাদেবের নিমন্ত্রণ হইত না। দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করিয়া মহাদেব ভাগ স্বীকার করাইয়াছিলেন বটে কিন্তু তখনও পান নাই। সম্ভবতঃ গিরিরাজ কন্যা উমার সহিত বিবাহের পরে আর্যজাতি কর্তৃক মহাদেব পূজ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তখনও তিনি অসুর এবং অসভ্যগণের অর্থাৎ পিশাচাদির দেবতা রহিলেন। হিন্দুশাস্ত্র লিখিত ভূত প্রেতাদি শিবানুচরগণ অসভ্য জাতি ব্যতীত আর কিছু নহে। যোগ আর্য শাখারই একটি প্রণালী বিশেষ। তপস্যাই যোগ। শিব আর্য সম্প্রদায়েরই একজন মহাযোগী, সুতরাং তাহার ভক্তগণ যোগীগণেরও ভক্ত।

সুর ও অসুরদিগের মধ্যে সুমেরু সিংহাসন লইয়া অনেকদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল, এই যুদ্ধগুলি দেবাসুর যুদ্ধ নামে হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়পক্ষই আর্য, হিরণ্যকশিপু ইন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা। ভারতের আর্য রাজাগণ বহু যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীতেও অর্জ্জুন নিবাতকবচদিগকে বধ করিয়া ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছেন। অর্জ্জুন হিরণ্যপুর ধ্বংশ করিয়া নিবাতকবচদিগকে বধ করিয়াছিলেন (২)।

আর্যগণের অসুর শাখা ও সুর শাখা ক্রমে পশ্চিম মুখে গিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। তাহার চিহ্নস্বরূপ অসুরদিগের সুমের, অসুরিয়া গিজো প্রভৃতি দেশ এবং সুরদিগের সুরিয়া বা সিরিয়া প্রভৃতি দেশ মেসোপোটামিয়া ও তৎসন্নিহিত স্থানে দেখা যায়।

(১) ঋগ্বেদ ১।১১৪।১০ ঋক।

(২) মহাভারত বন—১৭২ অঃ।

বিশ্বকর্মা।

আর্যগণের শিল্পীর নাম বিশ্বকর্মা, অসুরদিগের শিল্পীর নাম ময়দৈত্য, ময় দিতি সুত (১)। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভা এই ময়দৈত্য দ্বারা নির্মাণ করান হইয়াছিল। ময়ভোগী অসুরদিগের শিল্পী। সম্ভবতঃ এইরূপ চমৎকার সভা প্রস্তুতের যোগ্য শিল্পি আর্যশাখার মধ্যে ছিল না।

সুমেরিয়ানগণ ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বদিকে পার্থিয়াবাসী অসুরগণ পঞ্জাবে আসিয়া যযাতি-পুত্র অনুর রাজ্য ও রাজধানী জয় করিয়া তথায় নিজেদের শিল্পী দ্বারা রাজপুরী নির্মাণ করাইয়াছিল। সুদাস এই দেশ জয় করিয়া অসুরদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজপুরী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে তাহারা মহেঞ্জোদারো নামক স্থানস্থিত দ্বীপে বা একাধিক দ্বীপে বাস করিয়া থাকিবে।

নবম অধ্যায়।

যক্ষ ও রক্ষ।

প্রাচেতস্ বংশে প্রথমতঃ যক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় (২)। এই সময়ে যে সম্প্রদায় কাল গণনা করিতেন, সম্ভবতঃ তাহারাই যক্ষ নামে অভিহিত হইতেন। যক্ষ্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ (৩)। ইহাঁরা পৃথিবীর গতি অর্থাৎ সূর্যের কেন্দ্রে অবস্থান এবং পৃথিবীর তাহার চারিদিকে ভ্রমণ স্বীকার করিতেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৬০ শতাব্দীতে ইহাঁরা বর্তমান ছিলেন।

---

(১) মৎস্য পুরাণ ১৬৩।৭। (২) বায়ু ৬৯।১১। (৩) বায়ু ৬৯।১০০।

কশ্যপ ঋষির, প্রাচেতস্ দক্ষ কন্যার গর্ভজাত, যক্ষ ও রক্ষ নামে দুই পুত্র ছিল। ইহাদের সম্বন্ধে একটি রূপক গল্প প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে বলিল, মা! আমি তোমাকে আকর্ষণ করিব। কনিষ্ঠ পুত্র বলিল না, মাতাকে আকর্ষণ করিতে দিব না (১)। যে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিল তাহার নাম হইল যক্ষ, যে মাতাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল তাহার নাম হইল রক্ষ (২)।

এই গল্প হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে পুত্র মাতাকে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিল সে পৃথিবী মাতাকে সূর্যের চারিদিকে ভ্রমণ করা মত স্বীকার করিয়াছিল, তাই তাহার নাম হইয়াছিল যক্ষ। দেবগণের অর্থাৎ সুমেরুবাসীগণের এই মত সমর্থন করায় ইহারা দেবযোনিভুক্ত হইয়াছিল। যে পুত্র মাতাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্রে রক্ষা করিয়া সূর্যকে চারিদিকে ঘুরাইতে চাহিয়াছিল তাহার নাম হইল রক্ষ। দেবগণের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাহারা রক্ষ বা অসুর বা রাক্ষস নামে কথিত হইয়াছিল।

রক্ষ বংশে হেতি নামে এক রক্ষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিদ্যুৎকেশ, তৎপুত্র সুকেশ মহাদেব ও পার্ব্বতীর ভক্ত ছিলেন। সুকেশের পুত্র সুমালী প্রভৃতি দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মাকে কৈলাস পর্বতস্থিত অলকাপুরীর মত একটি সুন্দর পুরী নির্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা সম্ভবতঃ মানস সরোবরের নিকট লঙ্কা নামে একটি পুরী বা মানমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সুমালী প্রভৃতি রক্ষগণ এই লঙ্কা পুরীতে থাকিয়া কাল গণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের গণনা দেব বিরোধী ভৌম কেন্দ্রিক হওয়ায় বিষ্ণু সুমালী প্রভৃতিকে ঐ লঙ্কা হইতে তাড়াইয়া

(১) বায়ু ৬৯।৮৫, ৮৬ শ্লোক।

(২) বায়ু ৬৯।১০০, ১০১।

দিয়া তাৎকালিক যক্ষরাজ কুবেরকে তথায় আসিয়া বাস করিতে বলেন, তদনুসারে যক্ষরাজ কুবের তথায় বাস করিতে থাকেন (১)। কু অর্থ পৃথিবী, বের অর্থ গতি। পৃথিবীকে যিনি গতি করান তাঁহার নাম কুবের।

সুমালী তাড়িত হইয়া তাৎকালিক যক্ষরাজ কুবেরের পিতা, পুলস্ত্য বংশীয়, গন্ধমাদন পর্বতবাসী (২) বিশ্রবা ঋষির সহিত স্বীয় কন্যা কৈকেসীর বিবাহ দিলেন। বিশ্রবা ঋষির প্রথমা পত্নী যক্ষরাজ কুবেরের মাতা দেব পুরোহিত বৃহস্পতির (৩) কন্যা দেববর্ণিনী। দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেসীর গর্ভে রাবণের জন্ম হইয়াছিল। ঋষি পুত্র রাবণ আর্য হইলেও অসুর সুমালীর কন্যার পুত্র। তাই মাতামহের পক্ষই অবলম্বন করিয়া রক্ষ বা রাক্ষস সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি ভৌমকেন্দ্রিক কাল গণনাই করিতে লাগিলেন। যক্ষরাজ কুবেরকে তিনি লঙ্কা ত্যাগ করিতে বলিলে কুবের লঙ্কা ত্যাগ করিয়া নিজ পুরী অলকায় গমন করিলেন। কৈলাস পর্বতের এক শৃঙ্গের নাম সম্ভবতঃ গন্ধমাদন ছিল। কুবেরের পুরী অলকা হয়ত এই পর্বতের উপরে অবস্থিত ছিল।

রাবণ লঙ্কা অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কুবেরের পুষ্পক নামক একখানি বিমান ছিল, এই বিমান শূন্যে চলিত (৪)। রাবণ কুবেরের নিকট হইতে এই বিমান কাড়িয়া লইলেন, কিন্তু চালাইতে না জানায় লইয়া যাইতে পারিলেন না। তখন মহাদেবের শরণ লইলে

(১) রামায়ণ উত্তরা ৮।৯।

(২) রামায়ণ উত্তরা ৯।১১।

(৩) রামায়ণ উত্তরা ৩।২।

(৪) রামায়ণ উত্তরা ১৫।৩৫।৩৬। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ১ম খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা।

তিন আসিয়া যেরূপে বিমান চালাইতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিলে রাবণ বিমান লইয়া স্বীয় রাজপুরী লঙ্কায় গমন করিলেন (১)। (৪র্থ চিত্র)

এই রাবণ রাবণবংশের প্রথম রাবণ। ৪৪ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে তিনি বর্তমান ছিলেন এবং রাজা মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে না পারিয়া উভয়ে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বায়ু পুরাণে দেখিতে পাই রামচন্দ্র ২৪ মহাযুগের ত্রেতাযুগে রাবণ বধ করিয়াছিলেন। ১২০×২৩ মহাযুগ=২৭৬০+চতুর্বিংশ মহাযুগের সত্যযুগ ৪৮=২৮০৮ বৎসর। খৃঃ পূঃ ৫৫৯৮−২৮০৮=২৭৯০ খৃঃ পূঃ হয়। ইহার সহিত ত্রেতাযুগের ১০ বৎসর বাদ দিলে ২৭৮০ খৃঃ পূঃ হয়। এই সময় রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন।

২৭৮০ খৃঃ পূঃ+রাবণ বংশের রাজত্বকাল ত্রয়োদশ মহাযুগ অর্থাৎ (১২০×১৩) ১৫৬০ বৎসর=৪৩৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে মান্ধাতার সময় রাবণ বংশের রাজত্ব আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। এ হিসাবে (৫৫৯৮−৪৩৪০) ১২৫৮ বৎসর বা ১১ মহাযুগের (১২৫৮÷১২০) ত্রেতাযুগে মান্ধাতার রাজত্ব কাল হইবে। পুরাণে ১৫ মহাযুগের ত্রেতাযুগ বলে। কিন্তু আমরা ১১ মহাযুগ পাই, তাহাই সম্ভবতঃ ঠিক।

রামায়ণে রাবণের দশটি মাথার কথা আছে, তাহা অসম্ভব। রাবণের এক নাম দশানন বা দশগ্রীব। তাহা হইতেই কবি দশ মস্তক কল্পনা করিয়া থাকিবেন (২)। মহাভারতে তাহার একটী মাথার কথাই আছে। এখন আমরা যেমন পঞ্চানন নাম রাখি বলিয়াই যেমন পাঁচটি মাথা থাকে না, একটি মাথাই থাকে, তেমনি রাবণের একটি মাথাই ছিল।

(১) রামায়ণ উত্তরা ১৬।৩৯ (২) মহাভারত ৩।২৭।

রাবণ লঙ্কায় বাস করতঃ সম্ভবতঃ ভৌমকেন্দ্রিক মতানুসারে কাল গণনা করিতেন। মানস সরোবরের নিকট রাবণের এ লঙ্কা বাসের চিহ্ন

ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু ও সিন্ধুনদীর উৎপত্তি স্থানের চিত্র
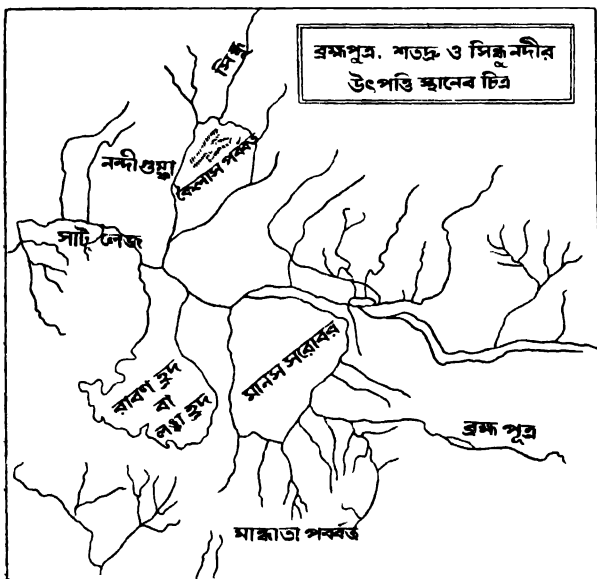
৪ নং চিত্র

স্বরূপ এখনও রাবণ হ্রদ বর্ত্তমান আছে। কাশ্মীরের উলার হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, তাহাতে লঙ্কা নামে একটি পুরীর ধ্বংশাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবতঃ কোন রাবণ কাল গণনার মান মন্দির স্বরূপ এই পুরী কোন সময়ে নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেন। কু অর্থ পৃথিবীর মধ্য স্থান কল্পনা করিয়াই সম্ভবতঃ লঙ্কা নাম হইয়া থাকিবে। কিন্তু মানস সরোবরের নিকটস্থিত লঙ্কা পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত নহে দেখিয়া হয়ত কোন রাবণ কাশ্মীরে যমরাজাকে পরাস্ত করিয়া কাশ্মীর অধিকার করতঃ এই লঙ্কা

স্থাপন করিয়া থাকিবেন (১)। অথবা বৈবস্বত মনুবংশ কাশ্মীরে বাস করিলে তাঁহাদের কেহ ঐ লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

সম্ভবতঃ কোন রাবণ এই লঙ্কা পৃথিবীর মধ্য স্থানে অবস্থিত নহে দেখিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী তীরে লঙ্কা স্থাপন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকায় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন (২)। উজ্জয়িনী জ্যোতির্ব্বিদ্যার জন্য এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল দেখিয়া মনে হয় এখানেও রাবণ ভৌমকেন্দ্রিক জ্যোতিষ চর্চ্চা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু স্বীয় মত স্থাপন করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসী অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরে সূর্য্যের উত্তর দিকে গমনের শেষ সীমা অর্থাৎ কর্কট রেখা স্থির করিয়া থাকিবেন। রাবণ এখানে লঙ্কা নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাহাকে বন্দী করেন, কিন্তু পুলস্ত্য ঋষির অনুরোধে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাবণ এখানে লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিতে না পারিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (৩)।

কোন রাবণ দণ্ডকারণ্য বা জনস্থান জয় করতঃ দক্ষিণ দিকে গিয়া থাকিবেন। রামচন্দ্রের বনবাস কালে খর ও দূষণ নামক দুই ব্যক্তি দণ্ডকারণ্য রক্ষার জন্য শাসনকর্ত্তা স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। সূর্পনখা নাম্নী রাবণ ভগ্নী বিধবা হইয়া সম্ভবতঃ এই স্থানেই বাস করিতেন। সে রামায়ণে যেরূপ বিকৃত রূপিণী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। সে আর্য্য কন্যা ছিল। সুতরাং সম্ভবতঃ সুন্দরী ছিল। লক্ষ্মণের নিকট যে রূপে গিয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ। সে বাল বিধবা ছিল।

রাবণ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বালির নিকট পরাজিত (৪) হইয়া ক্রমে দাক্ষিণাত্য জয় করতঃ তথায় রাজত্ব স্থাপন করিয়া থাকিবেন। অগস্ত্য

(১) রামায়ণ উত্তরা ২২।৪৮। (২) রামায়ণ উত্তরা ৩৮ অঃ।
(৩) রামায়ণ উত্তরা—৯৪।৩৬। (৪) রামায়ণ উত্তরা—৪০ অঃ।

ঋষি মহেন্দ্র পর্বতে (Cardamon Hills) বাস করিতেছিলেন তজ্জন্য হয়ত তথায় লঙ্কা নির্মাণ করিতে পারেন নাই। অগস্ত্য ঋষি কর্কট রেখা স্থির করিয়া বিষুব রেখার সন্ধানে দক্ষিণে আসিয়া মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতেছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন বিষুব রেখা আরও দক্ষিণে সমুদ্র মধ্যে হইবে। তিনি হয়ত লঙ্কা ও ভারত মধ্যস্থিত সমুদ্র পার হইয়া যাইতে না পারায় ঐ স্থানেই ছিলেন। রাবণ ঐ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়া দেখিলেন সেখানেও কুমধ্য পাওয়া যায় না। অগত্যা সম্ভবতঃ ঐ দ্বীপেই লঙ্কা নগরী ও মান মন্দির স্থাপন করিয়া থাকিবেন। রাবণের পরে হয়ত কেহ কুমধ্য স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া সুমাত্রা দ্বীপে গিয়া ঠিক বিষুব রেখা পাইয়া তথায় লঙ্কা নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। এখনও তাহার চিহ্ন তথায় আছে।

দাক্ষিণাত্যে আদিত্য নেলোর নামক স্থানে হয়ত রাবণ সৈন্য সামন্ত সহ কিছুকাল ছিলেন। কারণ এখানে যে প্রাচীন কবরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহা মহেঞ্জোদারোর কবর প্রণালীর সহিত মিল হয় দেখিয়া বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন, অসুর জাতীয় (সুমেরিয়ান শাখার আর্য) মানব কোন সময় এখানে বাস করিয়া থাকিবেন। অনুমান হয় খৃঃ পূঃ ৩০।২৯ শতাব্দীর কোন সময় রাবণ সসৈন্যে এখানে বাস করিয়া থাকিবেন।

দশম অধ্যায়।

জরথুস্ত্র।

অতি প্রাচীন কালে ঋজিশ্বা নামে এক ঋষি ছিলেন। গৌরমুখ নামক এক ঋষি বলিয়াছেন—মিহির গোত্রজ ঋজিশ্বা ঋষির নিক্ষুভা নামে

একটি কন্যা ছিল। অগ্নির ঔরসে তাহার গর্ভে জরশস্ত্র নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। এই জরশস্ত্রই মগ পুরোহিত অগ্নিপূজক জরথুস্ত্র। অগ্নির ঔরসে জন্ম শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, অগ্নির পুত্র হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এই মিথ্যা কথা ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে প্রাচীন সমাজের এইরূপ অনেক রূপক কথাই আমরা জানিতে পারি।

সূর্য ও চন্দ্র বংশ আকাশের সূর্য ও চন্দ্রের বংশ বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ দুই বংশের স্থাপয়িতা চন্দ্র ও সূর্য মানুষ। তেমনি অগ্নিও মানুষ। যজ্ঞ করিবার সময় পাঁচজন ঋত্বিক আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে অগ্নি একজন। একজন পুরোহিত অগ্নি সাজেন। ঋগ্বেদে দেখা যায় যিনি অগ্নি সাজেন তাঁহার ঐ পদে চিরন্তন দাবী থাকে (১)। এইরূপ সজ্জিত অগ্নির ঔরসেই সম্ভবতঃ জরথুস্ত্রের জন্ম হইয়া থাকিবে। এরূপ সন্তান জন্মের অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং ঐ সময় হয়ত সমাজে ইহা আপত্তি জনক ছিল না।

ঋজিশ্বা ঋষি দীর্ঘতমার পুত্র। দীর্ঘতমার আর এক নাম উশিজ (২)। এই উশিজ ঋষির আর এক পুত্রের নাম কক্ষিবান (৩)। বলি নামক অসুর বংশীয় এক রাজার দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কক্ষিবানের জন্ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কার্য করিয়া ইনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৬ সুক্ত এই কক্ষিবান ঋষির দৃষ্ট ও রচিত।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অনুমান ৪১৩৪ হইতে ৪১১০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। অতএব রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাজা বলি, ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসজাত ও বলি রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও

(১) ঋগ্বেদ ১।১১৭।১ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ১০।৯৯।১১ ঋক।

(৩) ঋগ্বেদ ১।১৮।১ ঋক।

সুক্ষ, জরথুস্ত্র, ঋজিশ্ব, নিক্ষুভা, কক্ষিবান ঋষি, পুরু বংশীয় রাজা ভরত ৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া ধরিতে পারি।

জরথুস্ত্র অগ্নির সন্তান, সম্ভবতঃ সেইজন্য তিনি অগ্নি পূজা প্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ভারতে তাঁহার মতানুসারে কেহ অগ্নি পূজা গ্রহণ না করায় তিনি সম্ভবতঃ ভারত ত্যাগ করিয়া শাকদ্বীপে (রুশদেশে) চলিয়া গিয়া থাকিবেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তথাকার অধিবাসী সকলেই সৌরমতিয়ান অর্থাৎ সূর্যের উপাসক।

গ্রীক ইতিহাসে সৌরমতিয়ান (sauromatian) অর্থাৎ সৌর মতাবলম্বী সূর্য পূজকদিগের বাস অক্সাস্ নদীতীরে ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কালে এই মত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সৌরমতিয়ান হইতে শর্ম্মণ, ক্রমে জর্ম্মাণ হইয়া থাকিবে।

জরথুস্ত্র সেখানে তাঁহার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা লইয়া বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেখানকার লোক সম্ভবতঃ তিনদলে বিভক্ত হইয়া পড়িল—(১) সূর্য বা মিত্র—পূজক; (২) অগ্নিপূজক, (৩) মিত্র পূজক কিন্তু অগ্নিদ্বেষী অর্থাৎ তাহারা—অগ্নি পূজা পাইতে পারেন না—এই মতাবলম্বী।

ক্রমে অগ্নিপূজকগণ তাড়িত হইয়া পারস্যে আসিতে লাগিলেন; যাঁহারা অগ্নিদ্বেষী মিত্র পূজক, তাঁহারা তাড়িত হইয়া অথবা স্বইচ্ছায় বাবিলনে গিয়া টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে (১) মিত্রায়ণ বা মিত্রায়ণী বা মিটান্নি নামক রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ইঁহাদের লিখিত মৃন্ময় কীলকাক্ষের লিখিত মিত্র, বরুণ. অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যাদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিনগণের নাম পাওয়া যায়; অগ্নির নাম পাওয়া যায় না।

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস ৺রাখাল বাবু কৃত P. 14.

একদল অগ্নিপূজক এই সময় ভারতে আসিয়া কীকট দেশে বাস করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদিগকে মগ পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলা হইত। এই মগ নাম হইতেই সম্ভবতঃ মগধ নাম হইয়া থাকিবে। মগ অর্থে (ম-বিষ, গ—গমন করা) বিষকে যে গমন করায় অর্থাৎ বিষ ঝাড়িয়া যিনি দূর করেন। ইঁহারা অথর্ব বেদের অধিকারী (অথর্ব্ব বেদে বিষ ঝাড়িবার মন্ত্র আছে)। সম্ভবতঃ এই সময় ইঁহাদিগের দ্বারাই ভারতে অথর্ব্ব বেদ প্রচারিত হইয়া থাকিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১), ছান্দোগ্য উপনিষদ ও মনুসংহিতায় কেবল ঋক্ যজু ও সাম এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। পরে সম্ভবতঃ এই মগ পুরোহিতগণ আসিয়াছেন এবং অথর্ব্ব বেদ প্রচার করিয়াছেন।

চেদিপতি রাজা উপরিচর বসুর পুত্র বৃহদ্রথ সম্ভবতঃ মগধের প্রথম রাজা। ১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধ হইয়াছে। রাজা উপরিচর বসু কুরু (বা পুরু) বংশীয় রাজা শান্তনুর সমসাময়িক, সুতরাং এই মগগণ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ একবিংশতি শতাব্দিতে ভারতে আসিয়া থাকিবেন।

ঐতিহাসিক বেরোসাস বলিয়াছেন অনুমান ২০০০ খৃঃ পূঃ তে মিটান্নিগণ বাবিলনে গিয়া থাকিবে। এ অনুমান ঠিক বলিয়াই বোধ হয়, কারণ ভারতেও প্রায় এই সময় একদলের আসিবার প্রমাণ পাইতেছি।

Prof. Arthur Holmes তাঁহার The Age of the Earth নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"জোরায়াষ্টার বলিয়াছেন পৃথিবীর বয়স ১২০০০ বৎসর হইয়াছে। আর্চ বিশপ Usher লিখিয়াছেন ৪০০৪ খৃঃ পূঃতে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের মতে পৃথিবী অনন্ত কাল হইতে চলিতেছে।"

(১) শতপথ ৪।৮।৭।১ ; ছান্দোগ্য ৪।১।৭১ ; মনুসংহিতা ১'২৩।

এই ১২০০০ বৎসর জরথুস্ত্রের মত নহে। ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণেরই এই মত সেই সময় ছিল। তিনি এই মতের প্রচারক মাত্র। সম্ভবতঃ ৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে বিষুবরেখার উপরে সংক্রমণ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। ৩৬০ ডিগ্রিতে এক চক্রে (১।১৫৫।৬ ঋক) তখন ৫৪" বিকলা বার্ষিক গতি হিসাবে ২৪০০০ বৎসরে একচক্র গণনা স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন এই ২৪০০০ বৎসরের ১২০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন (মনু ১।৬৯–৭১) আর ১২০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একরাত্রি। ব্রহ্মা দিনে সৃষ্টি করেন, রাত্রিতে ধ্বংস করেন। এইভাবে ২৪০০০ বৎসর পৃথিবীর পরমায়ু স্থির হইয়া থাকিবে। এখন ব্রহ্মার দিন চলিতেছে। সম্ভবতঃ রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব সময় (৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দী) পৃথিবীর বিজ্ঞান সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এইরূপে পৃথিবীর পরমায়ু স্থির হইয়া থাকিবে। হয়ত ঐ সময় ব্রহ্মার দিন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি ভাগ করা হইয়া থাকিবে।

সত্যযুগ	...	৪৮০০ বৎসর
ত্রেতাযুগ	...	৩৬০০ ,,
দ্বাপরযুগ	...	২৪০০ ,,
কলিযুগ	...	১২০০ ,,

২৮৫ খৃষ্টাব্দে একচক্র বিষুব সংক্রমণ গণনা শেষ হইয়াছে। ১২০০–২৮৫=৯১৫ খৃঃ পূঃতে দ্বাপরযুগ শেষ হইয়া কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ৯১৫+২৪০০=৩৩১৫ খৃঃ পূঃতে ত্রেতাযুগ শেষ হইয়া দ্বাপরযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ৩৩১৫+৩৬০০ বৎসর=৬৯১৫ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত সত্যযুগ ছিল তারপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় এই গণনা করিবার লোক ছিল না। তখন হয়ত পীতবর্ণ মানুষের কাল চলিতেছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে আদি আর্য মানব ব্রহ্মা ৬৮২০ খৃঃ পূঃতে জন্মিয়া থাকিবেন।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই বৎসপ্রি ঋষি বলিয়াছেন বিভূবশ ঋষির "ত্রিত" নামে এক পুত্রের কথা (১০।৪৬।৩ ঋক্)। ৪২ খৃঃ পূঃতে ত্রেতাযুগ চলিতেছিল। দীর্ঘতমার সহিত গোলযোগ করিয়া ত্রৈতন (ত্রেতা) নামক দাস তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া থাকিবে।

সায়ণ লিখিয়াছেন তৈত্তিরীয় সংহিতায় একত, দ্বিত, ও ত্রিত নামক তিন পুরুষের কথা আছে। অনুমান হয় ইহারা বিভূবশ ঋষির পুত্র। হয়ত ইহারা যুগ গণনা করিতেন। বৈদিক কালে ত্রেতাযুগ চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেইজন্য বেদে ত্রিতের কথাই লিখিত হইয়া থাকিবে।

উপরের গণনা এই জরথুস্ত্রের প্রচারিত ভারতীয় অব্দ গণনা। ৪০০৪ খৃঃ পূঃ পৃথিবী সৃষ্টির প্রকৃত সময় নহে। বাইবেলে লিখিত আছে ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। সপ্তম দিন বিশ্রামের দিন। বাইবেল মতে ঈশ্বরের একদিন সৌর ১০০০ হাজার বৎসরের সমান। অতএব ছয় দিনে ছয় হাজার বৎসর হইবে। সপ্তম হাজার ঐ সৃষ্টিই চলিতেছে। ঈশ্বর ঐদিন বিশ্রাম করিয়াছেন। সুতরাং ৭০০০+৪০০৪ খৃঃ পূঃ = ১১০০৪ খৃঃ পূঃ হইবে। হিব্রুগণ সম্ভবতঃ ৪০০০ খৃঃ পূঃতে আর্যগণের সহিত পৃথক হইয়া ভারত হইতে পশ্চিম মুখে গিয়া থাকিবে।

প্রথম দিন	১২০০০ খৃঃ পূঃ	১১০০০ খৃঃ পূঃ
দ্বিতীয় দিন	১১০০০ ,,	১০০০০ ,,
তৃতীয় দিন	১০০০০ ,,	৯০০০ ,,
চতুর্থ দিন	৯০০০ ,,	৮০০০ ,,
পঞ্চম দিন	৮০০০ ,,	৭০০০ ,,
ষষ্ঠ দিন	৭০০০ ,,	৬০০০ ,,

একাদশ অধ্যায়।

চন্দ্রবংশ।

বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার সহিত সুমেরু প্রদেশের রাজা চন্দ্রের পুত্র বুধের বিবাহ হইয়াছিল। এই বংশকেই চন্দ্রবংশ বলা হয়। সাধারণের ধারণা এই বংশ আকাশের চন্দ্রের বংশ। তাই ইহার অনুবাদ করা হয় **lunar** বংশ বলিয়া। কিন্তু আকাশের চন্দ্রের কোন বংশ হইতে পারে না। এই চন্দ্র অত্রি ঋষির পুত্র। অতি প্রাচীনকালেই আকাশের চন্দ্রের সহিত এই চন্দ্রের গল্প মিশিয়া গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি পুরাণে পাওয়া যায়—

মধ্য এসিয়া বা সুমেরু প্রদেশের রাজা চন্দ্রের সহিত দক্ষ রাজার ২৭ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। একদা দক্ষ কন্যাগণ পিতার নিকট জানাইল যে, তিনি "চন্দ্রের সহিত ২৭ ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছেন", কিন্তু চন্দ্র কেবল রোহিণীকে লইয়া মত্ত থাকে, অন্য ২৬টির দিকে ফিরিয়াও দেখে না।

আকাশের ২৭টি নক্ষত্রের নামে দক্ষ এই কন্যাগণের নাম রাখিয়াছিলেন—(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্বফাল্গুণী, (১২) উত্তরফাল্গুণী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতি, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী। চন্দ্র ২৭ দিনে একবার পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করে। তাহার এক একদিনে এক এক অবস্থান স্থান এক একটি নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল। এইরূপে

চন্দ্রের ২৭টি ষ্টেশনের উপরি উক্ত নাম দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক নক্ষত্রে চন্দ্র এক রাত্রি করিয়া বাস করে, এইজন্য এই ষ্টেশনগুলিকে চন্দ্রের গৃহ বলে, এবং সেই গৃহের নক্ষত্রকে চন্দ্রের গৃহিণী বলে, কারণ প্রকৃত পক্ষে গৃহিণীই গৃহ। যেদিন যে নক্ষত্রে চন্দ্র ভ্রমণ করে, সেই নক্ষত্রকেই সেই দিনের নক্ষত্র বলিয়া ধরা হয়। এই জন্যই এই ২৭ নক্ষত্রকেই চন্দ্রের গৃহিণী বলা হয়। চন্দ্র ২৭ দিন ২৭ নক্ষত্রেই ভ্রমণ করে, সুতরাং কেবল রোহিণীকেই ভালবাসে, তাহা ঠিক নহে।

দক্ষ চন্দ্রকে বলিলেন তুমি ২৭ ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছ, সুতরাং তাহাদের সকলকেই তুমি ভালবাসিতে বাধ্য। কাহাকেও বেশী ভালবাস, কাহাকেও কম ভালবাস, সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই, কিন্তু সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। অতএব সতর্ক হও, পুনরায় এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলেই আমি তোমাকে শাপ দিব।

চন্দ্র স্বীকার করিল, কিন্তু তাহার রোহিণীপ্রীতি পূর্ববৎ থাকিয়াই গেল। অশ্বিনী প্রভৃতি পুনরায় পিতাকে সে কথা জানাইলে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "চন্দ্র তুমি ক্ষয়গ্রস্থ" হও। দক্ষ শাপে চন্দ্র ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কন্যাগণ বলিল, "বাবা, আপনি শাপ সংহার করুণ, আমরা বিধবা হইবার জন্য আপনার নিকট আমাদের দুঃখের কথা জানাই নাই। চন্দ্র বাঁচিয়া থাক্, আমরা সধবা থাকি।" ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "দক্ষ তুমি শীঘ্র শাপ সংহার কর, নতুবা আমার পৃথিবী থাকিবে না।" দক্ষ বলিলেন, "শাপ নষ্ট করিবার শক্তি আমার নাই, তবে চন্দ্রের রক্ষার জন্য আমি নিয়ম করিতেছি যে, চন্দ্র ১৫ দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, আবার ১৫ দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" তখন হইতে তাহাই হইতে লাগিল।

চন্দ্র শাপের ভয়ে ভীত হইয়াও রোহিণীপ্রীতি ত্যাগ করিতে পারিলেন না কেন? ইহার কারণ চন্দ্রের রোহিণীপ্রীতি নহে। চন্দ্র যেমন প্রতিদিন

এক এক নক্ষত্রে থাকে তেমনই বরাবর থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, স্নতরাং এ প্রীতি রোহিণী নক্ষত্রকে নহে। চন্দ্রের দুইটী গতি আছে (১) আরোহিণী গতি, (২) অবরোহিণী গতি। চন্দ্র সূর্যের নিকট যখন সমসূত্রে আসে সেদিন আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না, সেদিন চন্দ্র ক্ষয় হয়। আমরা সে দিনের তিথিকে অমাবস্যা বলি। এই দিন স্পষ্টই জানা যায় চন্দ্রের জ্যোতি নাই। তৎপর দিন হইতে চন্দ্র আরোহিণী গতি দ্বারা সূর্যের নিকট হইতে যতই দূরে যাইতে থাকে, ততই তাহার কলেবর বৃদ্ধি হয়। পনর দিন পরে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হইয়া দূরে সূর্যের সমসূত্রে আসিলে আমরা পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাই। তৎপরে চন্দ্র অবরোহিণী গতি দ্বারা সূর্যের যতই নিকটে আসিতে থাকে ততই তাহার কলেবর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সূর্যের একেবারে নিকটে সমসূত্রে আসিলে তাহাকে আমরা দেখিতে পাই না, সেইদিন আমাদের চক্ষে চন্দ্র একেবারে ক্ষয় হয়। অতএব চন্দ্রের এই আরোহিণী ও অবরোহিণী গতি অর্থাৎ রোহিণী নাম্নী এই দুইটী গতি তাহার ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ। চন্দ্র তাহার এই স্বাভাবিক গতি কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারে না, ইহা বিধির বিধান।"

এই গল্প হইতে আমরা জানিতে পারি অতি প্রাচীনকালেই আর্যগণ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির এই কারণটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে খৃঃ পূঃ ৫৪।৫৫ শতাব্দীর কথা বলিয়া অনুমান হয়। আর্দ্রা নক্ষত্র নক্ষত্রচক্র মধ্যে গৃহীত হইবার পরে ২৭ নক্ষত্র আবিষ্কারের সময় সম্ভবতঃ চন্দ্রের এই দুই গতিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তাহাই উপরে লিখিত গল্পে রূপকে কল্পিত হইয়াছে।

চন্দ্রের এই ক্ষয়প্রাপ্ত ভাবকে চন্দ্রের যক্ষ্মা রোগ বলে। ঋগ্বেদে সূর্যা ঋষি বলিয়াছেন—"চন্দ্র বধূগণকে বহন করিতে করিতে যক্ষ্মাগ্রস্থ হইয়াছে। সে সেই সমস্ত যজ্ঞশীলা বধূগণকে যে স্থান হইতে বহন করিয়া আনে আবার

সেই স্থানেই বহন করিয়া লইয়া যায়" (১)। অর্থাৎ চন্দ্র যে নক্ষত্রে উদয় হয়, সেই নক্ষত্রের পরবর্তী নক্ষত্রে যায়, এইরূপে প্রতিদিন এক একটি নক্ষত্রে বাস করে। রুহ্ ধাতু আরোহণ করা অর্থে রোহিণী নাম হইয়া থাকিবে। নিরক্ষর সভ্য জাতি লিপি আবিষ্কারের পূর্বে প্রাকৃতিক বা জ্যোতিষিক ঘটনা এই কৌশলে মনে রাখিতেন। অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগ যে যক্ষ্মার একটি কারণ তাহা ঋষিগণ এই সময়েই জানিতে পারিয়াছিলেন।

দক্ষ কন্যা অশ্বিনী আদির স্বামী চন্দ্র অত্রি ঋষির পুত্র। আর আকাশের চাঁদ পৃথিবীর পুত্র (২)। অৎ অর্থ সতত—ত্রি অর্থ গমন করা অর্থে পৃথিবীর এক নাম অত্রি। পরবর্তীকালে এই কারণে অত্রিপুত্র চন্দ্র ও আকাশের চন্দ্র উভয়ই এক হইয়া গিয়াছে, তাই লোকে আকাশের চন্দ্রকে চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ মনে করে।

কথিত আছে ইলার গর্ভে পুরোরবার জন্মের পর সে পুরুষ হইয়াছিল। তাহার পুরুষাবস্থার নাম সুদ্যুম্ন (৩)। এ কথাটা একেবারে অসম্ভব এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। কিন্তু জগদীশ্বরের নিয়মের অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমে অনেক অসম্ভব ও সম্ভব হয়। সম্ভবতঃ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু ইহার প্রমাণ আছে—

২২।৩।৩৪ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ফাইফসায়ার নামক প্রদেশের অন্তর্গত লোচর নামক স্থানে একটি কয়লার খনির ম্যানেজারের ১৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইলে তাহাকে একটি সেবা সদনে পাঠান হয়। তথায় এই বালিকা পুরুষে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাহাকে পুরুষ বলিয়া রেকর্ড করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

(১) ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৩১ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ৫.৪০।৭ ঋক।

(৩) বায়ু ৮৫।১৫।

এইরূপে একটি পুরুষ নারীতে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বিবাহ রেজিষ্টারিতে তাহার প্রমাণ আছে। ইহার তুই বৎসর পূর্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের এক মাতা তাহার ১৮ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে পুরুষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৫।২।৩৯ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—"২২ বৎসর বয়স্কা তুই সন্তানের জননী মান্দ্রাজের একটি হাঁসপাতালে নীত হইয়াছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার জরায়ু মধ্যে একটি টিউমার অর্থাৎ আব হইয়াছে। এই টিউমার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দাড়ি ও গোঁফ গজাইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং পুরুষোচিত অন্যান্য লক্ষণও দেখা গিয়াছিল। ডাক্তার অস্ত্র করিয়া আবটি বাহির করিলে তাহার পুরুষোচিত লক্ষণগুলি ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছিল, দাড়ি গোঁফ অন্তর্হিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আব বাহির না করিলে এই তুই সন্তানের মাতা পুরুষ হইত।

ঋগ্বেদে ৮।১।৩৪ ও ৩৩।১৯ ঋকে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষের যথা ক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীতে পরিবর্তিত হইবার প্রমাণ আছে। সুতরাং ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে।

ইলা সম্ভবতঃ ৫৫৭৪-৫৫৫০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ইলা তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ মনুর নিকট, কিয়দংশ চন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন (১)। বাহ্লিক প্রদেশে তাহার রাজধানী ছিল। পুরুষাবস্থায় ঐ প্রদেশ পুরোরবাকে দিয়া সুদ্যুম্ন চন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান নামক স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন (২)।

বৃদ্ধাবস্থায় সুদ্যুম্ন স্বীয় রাজ্য পুরোরবাকে প্রদান করিয়াছিলেন (৩)। প্রাচীন মানচিত্রে বাহ্লিক প্রদেশ বা ব্যাকট্রিয়ানা প্রদেশের উত্তরে

---

(১) মৎস্য পুরাণ ২৪।৭। (২) বিষ্ণু ৪।১।১৩। (৩) ভাগবত ৯।১।৪২।

সোগডিয়ানা প্রদেশে প্রতিষ্ঠান (প্যারাইটেসিন) অবস্থিত দেখা যায়। মধ্যদেশের প্রতিষ্ঠান রাজধানী নহে, তাহা তীর্থ বিশেষ (রামায়ণ উত্তরা ১০৩ অধ্যায়)।

রাজা পুরোরবা

মাতার পরে পুরোরবা রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিলেন, বহু দস্যু ও দৈত্য বধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ভরত মুনি রচিত—"লক্ষ্মী স্বয়ম্বর" নামক একখানি নাটক এই সময় পুরোরবার সম্মানার্থে অভিনীত হইয়াছিল (১)। পুরোরবাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভরতমুনির আদেশ মেনকা ও রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিল। উর্বশী নাম্নী অপ্সরা লক্ষ্মীর অভিনয় করিয়া নৃত্য করিয়াছিল। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে খৃঃ পূঃ ৫৬ শতাব্দীতে ভারতের আর্যগণ নাটক অভিনয় করিতে জানিতেন এবং স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া অভিনয় করিতেন।

উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ গন্ধর্ব (মঙ্গোলিয়ান) জাতীয় ছিল (২)। ঐ অভিনয়ের সময় উর্বশীকে নৃত্য করিতে দেখিয়া রাজা পুরোরবা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উর্বশীও রাজার স্বরূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। উর্বশীর গর্ভে পুরোরবার আয়ু প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র জন্মিয়াছিল।

পুরোরবা ও তৎপুত্রগণ সম্ভবতঃ উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানেই রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। প্রয়াগে এই নামে একটি তীর্থ স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

রাজা আয়ু সম্ভবতঃ ৫৫২৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। তাঁহার রজি নামে এক পুত্র ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সুমেরু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। একদা দেবগণ ও অসুরগণ

---

(১) মৎস্য ২৪।২৭। (২) বায়ু ৯১।৯।

পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহারা দুই পক্ষই রজির সাহায্য চাহিয়াছিলেন। রজি বলিয়াছিলেন যে পক্ষ তাঁহাকে তাহাদের রাজা করিবেন, তিনি সেই পক্ষকে সাহায্য করিবেন। প্রহ্লাদ রাজা আছেন বলিয়া অসুরগণ সম্মত হইল না। ইন্দ্র রজির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে যুবরাজ হইয়া থাকিলেন। যুদ্ধে অসুরগণকে পরাস্ত করিয়া সুমেরু প্রদেশে রজি রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রজির মৃত্যু হইলে ইন্দ্র পুনরায় ইন্দ্রত্ব পাইয়াছিলেন। রজির পুত্রগণ পিতৃ সিংহাসনের দাবী করিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করতঃ পরাজিত হইয়াছিল (১)।

এইরূপে ভারতের কোন কোন রাজা বা রাজপুত্র যুদ্ধে দেবগণের অর্থাৎ সুমেরুবাসীগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিয়া সুমেরু সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে সুমেরুবাসীগণ বা অসুরগণ অপেক্ষা সুদক্ষ ছিলেন। হয়ত যুদ্ধ বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়া থাকিবেন।

রাজা নহুষ।

রাজা আয়ুর পুত্র নহুষ আয়ুর পরে রাজা হইয়াছিলেন (২)। কথিত আছে তিনি কিছুদিন সুমেরু প্রদেশেও রাজত্ব করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করায় এবং নিজের যানে তাহাদিগকে বাহন নিযুক্ত করায় ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন তাঁহার বাহন মধ্যে অগস্ত্য ঋষি ছিলেন, রাজা নহুষ সেই সময় অগস্ত্য ঋষির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। এই অপরাধে সম্ভবতঃ তিনি নাগগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবেন (৩)।

(১) বিষ্ণু ৯।৮। (২) ঋগ্বেদ ৮।৬।২৩। (৩) মহাভারত—উদ্যোগ—১৬ অঃ।

রাজা যযাতি ১ম।

রাজা নহুষের পরে তৎপুত্র প্রথম যযাতি রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিবেন না বলায় শুক্রাচার্য্য সে আপত্তি শুনেন নাই, স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় এই সময় ব্রাহ্মণের কন্যাকে ক্ষত্রিয়ের বিবাহ করিবার প্রথা ছিল। অসুর (সুমেরিয়ান) কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকেও তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রে আর্য ও অনার্যের রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে, এ কথা ঠিক নহে। শর্ম্মিষ্ঠা বৃষপর্বা দানবের কন্যা। এই দানব অসভ্য নহে। কশ্যপ ঋষির ঔরসে আর্য দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভে তাহার জন্ম হইয়াছে। মাতার দনু নাম হইতেই দানব নাম হইয়াছে। সুতরাং ইহারা আর্য। সুতরাং শর্ম্মিষ্ঠা আর্য কন্যা।

রাজা পুরুরবা গন্ধর্ব কন্যা উর্বশীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উর্বশী অনার্য কন্যা বটে কিন্তু কৃষ্ণকায় জাতীয়া নহে। পীত জাতিই গন্ধর্ব নামে কথিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং শ্বেত পুরুষ ও পীত স্ত্রীজাতির মিশ্রণে যে সন্তান হয় তাহাকে অনার্য বলা হইত না। অবশ্য ভারতে আসিলে আর্য ও অনার্য অসভ্য কৃষ্ণকায়ের রক্তের মিশ্রণ হইয়া থাকিবে। সে সমস্তই ক্ষেত্রজ পুত্র। ক্ষেত্র যে জাতিরই হউক বীজ যদি আর্য্যজাতির হয় তবে ভারতীয় ঋষিগণের মতে সে সন্তান আর্য বলিয়াই গণ্য হয়। এইজন্য ভারতীয় আর্য জাতির মধ্যে অসভ্য জাতির রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, তাই হিন্দুর মধ্যে কৃষ্ণকায় মানুষ দেখা যায়। যযাতির পিতা নহুষ কৃষ্ণকায়

নহে। কেহ কেহ বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নহুষ কৃষ্ণকায় ছিলেন (১)। তাহা ঠিক নহে।

দেবযানীর গর্ভে ১ম যযাতির যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুরুনামে এক পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতে যদু ও পুরু নামে দুই পুত্রের সন্ধান পাওযা যায় (২)। রামায়ণ মতেও যদু ও পুরু নামে দুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায় (৩)। ঋগ্বেদে দেখা যায় যদু ও তুর্বসু নামে দুই দাসরাজকে নাভানেদিষ্ট ঋষি আরারট (আরভ) পর্বতের সানু প্রদেশে সাবর্ণি মনুর নিকট দেখিয়াছেন (৪)। অতএব ১ম যযাতির তিন পুত্র থাকাই অনুমান হয়। যথা—(১) যদু, (২) তুর্বসু, (৩) পুরু। যদু ও তুর্বসুকে যযাতি পরিত্যাগ করিয়া (৫) পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠকে না দিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দেওয়ায় প্রজাগণ আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু যদু ও তুর্বসু তাঁহার অবাধ্য হওয়ায় তিনি পুরুকে রাজ্য দিলেন বলিলে, আর কেহ কোন আপত্তি করে নাই। ইহাতে অনুমান হয় জ্যেষ্ঠকে রাজ্য দেওয়াই তখন নিয়ম ছিল।

২য় যযাতি।

১ম যযাতির প্রায় সহস্র বৎসর পরে ২য় নহুষ পুত্র ২য় যযাতির সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইঁহারই পাঁচ পুত্র ছিল। তাহাদের নাম (১) যদু, (২) তুর্বসু, (৩) দ্রহ্যু, (৪) অনু ও (৫) পুরু। ইঁহার ৪ জন দৌহিত্র ছিলেন—

(১) রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন,
(২) রাজা উশীনরের পুত্র শিবি,
(৩) রাজা উষদশ্বের পুত্র বসুমনা,
(৪) বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র অষ্টক।

---

(১) ঋগ্বেদ ৭।৬।৫ ; ১০।৪৯।৮ ঋক। (২) মহাভারত উদ্যোগ ১১৯ অঃ।
(৩) রামায়ণ উত্তর ৬৮ অঃ। (৪) ঋগ্বেদ ১০।৬২।১০। (৫) বায়ু ৯৩।৮০-৮৪।

যযাতি দ্বিতীয়ের পঞ্চ পুত্রই সম্ভবতঃ পঞ্জাব প্রদেশের পঞ্চ স্থানে পাঁচটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরু অসিক্নী নদীর তীরে, অনু পরুষ্ণী নদী তীরে, দ্রহ্যু পরুষ্ণী ও অসিক্নী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং যদু ও তুর্বসু ঝিলাম ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই পাঁচটী রাজ্য থাকা অনুমান হয়। এই অনুসারেই সম্ভবতঃ পঞ্জাবের নাম পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি, পঞ্চশ্রেণী প্রভৃতি হইয়া থাকিবে (১)।

রাজা দ্বিতীয় যযাতি সূর্য্যবংশীয় রাজা উষদশ্বের সমসাময়িক, সুতরাং খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীর প্রথমে ইহাকে ধরা যাইতে পারে।

রাজা রন্তিনার।

চন্দ্রবংশীয় রাজা রন্তিনারের কন্যা গৌরীর সহিত সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার পিতা রাজা যুবনাশ্বের বিবাহ হইয়াছিল (২)। রাজা রন্তিনার ৪৩৫০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত সময় মধ্যে কোন সময় বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা যুবনাশ্ব এই সময় রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

রাজা পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়।

চন্দ্রবংশে সম্ভবতঃ এই সময় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র জন্মেজয় কবষ ঋষির পুত্র তুরের যজমান ছিলেন। কবষ ঋষি রাজা ত্রসদস্যুর পুত্র কুরু-শ্রবণ রাজার নিকট গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সময় ৪২৫৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কোন সময় ধরা যাইতে পারে। রাজা জন্মেজয় ১ম, ও রাজা পরীক্ষিৎ ১ম এই সময় সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ছিলেন।

(১) ঋগ্বেদ ৫।৩২।১১ ; ২।২।১০ ; ৫।৮৬।২ ঋক। (২) মৎস্য ৪৯।৮।

পুরাণে এই রাজা পরীক্ষিতের নাম নাই। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে (১)। তুর কাবষেয় পারীক্ষিৎ জন্মেজয়ের ঐন্দ্র মহাভিষেক করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজা সুদাসকে পাঞ্জাব জয়ে এই পুরুরাজ পরীক্ষিৎ বা জন্মেজয় সাহায্য করিয়া থাকিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাজা দিবোদাস।

ঋগ্বেদে দেখিতে পাই বধ্র্যশ্ব নামক এক রাজার রাজধানী সরস্বতী নদী তীরে ছিল (২)। এই সরস্বতী নদী ব্রহ্মাবর্ত দেশের সরস্বতী নদী নহে। শ্বাত প্রদেশের একটি নদী বলিয়া বোধ হয়। সিন্ধু নদীর পশ্চিমে পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। রাজা বধ্র্যশ্ব এখানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি কে এবং কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। অনুবংশের এক রাজার নাম হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ মতে চাক্ষুষ, ভাগবত মতে চক্ষু দেখা যায়। এই চক্ষু বা চাক্ষুষ রাজার বংশের সম্বন্ধে সেখানে কিছু নাই। সম্ভবতঃ পুরু বংশের রাজা আজমীঢ়ের নীল নামক পুত্রের বংশীয় চক্ষু রাজার সহিত এই চক্ষুর গোলযোগ হইয়া থাকিবে। পাঞ্চাল রাজ দিবোদাসের পিতার নাম বৃদ্ধশ্ব (বিষ্ণুপুরাণ)।

আমরা ভাগবতের লিখিত অনুবংশের চক্ষু রাজার নাম গ্রহণ করিলাম। এই চক্ষুর পুত্ররূপে বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির চাক্ষুষ রাজার নাম তাহার নিম্নে বসাইলাম। সম্ভবতঃ বধ্র্যশ্ব এই চাক্ষুষ রাজার পুত্র। তিনি

(১) ঐত ; ব্রা ৮।৩৭।৩৯। (২) ঋগ্বেদ ৬।৬২।১ ঋক।

খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছিলেন ধরিয়া বধ্র্যশ্ব বংশ অনুবংশের সহিত যোগ করিলাম।

যে রাজা যে প্রদেশে প্রথম রাজ্যস্থাপন করেন, সেই স্থানে নিজ নামে অগ্নি স্থাপন করেন (১)। বধ্র্যশ্ব রাজা নিজ নামে অগ্নিস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র সুমিত্রের রচিত ২টী সূক্ত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পাওয়া যায় (২)। দিবোদাস রাজারও অগ্নি ছিল (১)।

রাজা দিবোদাস এই বধ্র্যশ্ব রাজার পুত্র (৩)। তিনি উদব্রজ পর্বত (Elburz) বাসী সম্বরাসুরকে বধ করিয়া (৪) তাহার ৯৯টি পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং শততম পুরীতে স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন (৫)। এই পুরীগুলি প্রস্তরনির্মিত ও সুদৃঢ় ছিল (৬)।

আর্যগণের নির্ম্মিত কোন প্রস্তর পুরীর সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয় আর্যগণ ত্যাগী ছিলেন, তাই তাঁহাদের নির্ম্মিত কোন উৎকৃষ্ট পুরী থাকা সম্ভব হয় না। আর্য জাতির অপর শাখা অর্থাৎ বিবস্বানের বৈমাত্র ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি ছিলেন ভোগী। এজন্য তাঁহাদের নির্ম্মিত সুদৃঢ় সুন্দর পুরীর সন্ধান পাওয়া যায়। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থিত উদব্রজ (Elburz) পার্বত্য প্রদেশে সম্বরাসুরের রাজধানী ছিল। অতিথিগ্ব দিবোদাস বলিলে এই দিবোদাসকেই বুঝিতে হইবে, পাঞ্চালরাজ দিবোদাস অতিথিগ্ব নহেন। দিবোদাসের পুত্র দেববান ও পরুচ্ছেপ ঋষি। ইহার প্রতর্দন নামক পুত্র রাজা যযাতি দ্বিতীয়ের দৌহিত্র। দেববানের পুত্র পিজবন, তৎপুত্র সুদাস। রাজা দেববান মেসোপোটেমিয়ার "উর" প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন (৭)।

(১) ঋগ্বেদ ১০।৬৯।১ ঋক। (২) ঋগ্বেদ ১০।৬৯, ও ৭০ সূক্ত।
(৩) ঋগ্বেদ ৬।৬২।১ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ৬।৪৭।২ ঋক।
(৫) ঋগ্বেদ ৫।২৯।৬ ; ৪।২৬।৩ ঋক। (৬) ঋগ্বেদ ৪।৩০।২০ ঋক।
(৭) ঋগ্বেদ ১।১৩৩ সূক্ত।

বেবিলন ও লগস্‌বাসীদিগের সহিত এই যুদ্ধ হইয়াছিল। বাবিলনের রাজা উর-নিনা পলায়ন করিয়াছিলেন। বাবিলনবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লগস্‌বাসীগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত ও হত হইয়াছিলেন। বাবিলনবাসীদিগের প্রধান পুরোহিত দেববানের পক্ষ হইয়া লগসের সুমেরিয়ানদিগকে হত্যা করিয়াছিল। আরমাক্ নামক স্থান (Irak Arabi) পর্যন্ত জয় করিয়া থাকিবেন। দেববানের ভ্রাতা পরুচ্ছেপ ঋষি ১।১৩৩ সূক্তে এই বর্ণনা করিয়াছেন। দেববান এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্র সুদাস উর ও উরুক্ষিতি প্রদেশের রাজা ছিলেন (১)।

রাজা সুদাস।

রাজা সুদাস ভারত জয় করিবার জন্য পূর্বমুখে আসিয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন (২)। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া দেখিলেন যে, যযাতির পুত্র যদু, তুর্বসু, দ্রহ্যু, অনু ও পুরুবংশ তথায় রাজত্ব করিতেছেন।

রাবি (পরুষ্ণী) নদীর তীরে হরিয়ুপীয়া (৩) নামক স্থানে অনুবংশের রাজধানী ছিল। অসুর জাতীয় বরশিখ বংশের বৃচীবান নামক রাজা এই পুরী জয় করিয়াছিলেন, তাহার নিকট হইতে পার্থিয়াবাসী (৪) চয়মান পুত্র অভ্যবর্তী জয় করেন। সম্ভবতঃ ইহারাই হরিয়ুপীয়াতে অসুরদিগের ন্যায় রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। পার্থিয়াবাসী অসুরদিগের পুরীর সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। রাজা সুদাস এই পুরী জয় করিয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন (৫)। রাজা কবি এই যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন (৬)। দশজন

(১) ঋগ্বেদ ৭।৯৯, ১০০ সূক্ত। (২) ঋগ্বেদ ৩।৫৩।৯ ; ৭।৮৩।১।
(৩) ঋগ্বেদ ৬।২৭।৫ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ৬।২৭।৮ ঋক।
(৫) ঋগ্বেদ ৭।১৮।১৩ ঋক। (৬) ঋগ্বেদ ৭।১৮।৮ ঋক।

যজ্ঞ রহিত রাজা সুদাসকে আক্রমণ করিয়া ও পরাস্ত করিতে পারে নাই। (১)

সিন্ধু সমুদ্র মধ্যে যে সমস্ত দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল, হয়ত হরিয়ুপীয়া বা হারাপ্পা হইতে তাড়িত অসুর বংশের কেহ ঐ দ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহারই একটী দ্বীপস্থিত মহেঞ্জোদাড়ো পুরী এখন হয়ত আমরা ধ্বংসাবস্থায় পাইতেছি। ইহার তাৎকালিক নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে হারাপ্পা যে হরিয়ুপীয়া তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ইহা আর্যপূর্ব দ্রাবিড় জাতির কীর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু দ্রাবিড়িয়ানদিগের এইরূপ পুরী নির্ম্মাণের কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারে, এরূপ সভ্য তাহারা কোন কালে কোন স্থানে ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মেসোপোটামিয়ায় প্রাপ্ত প্রমাণগুলি ঐতিহাসিকগণ দ্রাবিড়িয়ানদিগকে দিতে চাহেন, কিন্তু সেগুলি সুমেরিয়ান নামক অসুর সম্প্রদায়ের প্রমাণ, দ্রাবিড়িয়ানদের নহে। দ্রাবিড়িয়ানদিগের প্রমাণ বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির মধ্যেই আছে। ডলমেন ছাড়া দ্রাবিড়িয়ান সভ্যতার প্রমাণ আর নাই। (২)

সুমেরিয়ানদিগকে দ্রাবিড়িয়ান বলিলে চলিবে না। তাহারা আর্য। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বংশ। মৎস্য পুরাণে জানা যায় নারায়ণ যখন হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য তাহার রাজধানী হিরণ্যপুরে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে ইষ্টক নির্ম্মিত হর্ম্ম্য ও প্রস্তর নির্ম্মিত বহু গৃহ (বেশ্ম), অন্দরে পুষ্করিণী এবং জল নির্গমনের জন্য "বৈহায়সী" (বি—বিশেষ—হা ত্যাগ করা—অয়স প্রস্তর) অর্থাৎ প্রস্তর নিমিত জল ত্যাগ করিবার বিশেষ

(১) ঋগ্বেদ ৭।৮৩।৬, ৭ ঋক।

(২) সভ্যতার ইতিহাস—যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

ব্যবস্থা অর্থাৎ ড্রেণ দেখিয়াছিলেন (১)। সুতরাং **মহেঞ্জোদাড়োর পুরী আর্যদিগের অসুর শাখার কীর্ত্তি** বলিয়াই বোধ হয়। এখানে অনেক সিল পাওয়া গিয়াছে। সিলের **চিত্র**।

৬ নং চিত্র।

এই সময় এই প্রদেশে মাৎস্যন্যায় অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল (২)। দ্রহ্যুগণের সাহায্যে সুদাস তুর্বসু বংশীয় রাজাকে পরাস্ত ও হত্যা করিয়াছিলেন (৩)। অসুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। এই সুদাস পরে সম্ভবতঃ দ্রহ্যুগণকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়া থাকিবেন (৪)। অনুও দ্রহ্যুর ৬৬৬৬ সংখ্যক সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। যাদ্ব অর্থাৎ যদু বংশীয় রাজাকেও পরাস্ত করিয়া থাকিবেন (৫)।

এই সব যুদ্ধে পুরুবংশীয় এক রাজা এবং সূর্যবংশীয় রাজা ত্রসদস্যু সুদাসকে সাহায্য করিয়াছেন (৬)। এই পুরুবংশীয় রাজা সম্ভবতঃ পরীক্ষিৎ ১ম বা তৎপুত্র জন্মেজয় ১ম। চন্দ্রবংশে পরীক্ষিৎ ৩ জন জন্মেজয়ও ৩ জন, যথা—

(১) জন্মেজয় পারীক্ষিৎ (প্রথম) রাজার পুরোহিত তুরকাবষেয়

(১) মৎস্য পুরাণ ১৬১।৩৮-৪১। (২) ঋগ্বেদ ৭।১৮।৬ ঋক।
(৩) ঋগ্বেদ ৭।১৮।৬, ১৩ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ৭।১৮।১২, ১৪ ঋক।
(৫) ঋগ্বেদ ৭।১৯।৮ ঋক। (৬) ঋগ্বেদ ৭।১৯।৩ ঋক।

তাঁহার ঐন্দ্র অভিষেক করিয়াছিলেন (১)। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(২) জন্মেজয় পারীক্ষিৎ (দ্বিতীয়) রাজার পুরোহিত ইন্দ্রোত দৈবাপিশৌনক (২)। ইনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(৩) জন্মেজয় পারীক্ষিৎ (তৃতীয়) রাজার পুরোহিত ধৌম্য ঋষি। এই পরীক্ষিৎ অর্জ্জুনের পৌত্র। ইনি ভারত যুদ্ধের পরে ছিলেন। রাজা জন্মেজয় সর্পসত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভাগবতে লিখিত আছে তুরকাবষেয় ইঁহার পুরোহিত। ইহা অসম্ভব। তুর কাবষেয় ১ম জন্মেজয় পরীক্ষিতের পুরোহিত। তিনি খৃঃ পূঃ ৪৩ শতাব্দীতে ছিলেন।

বিশ্বামিত্র ঋষি প্রথমে সুদাসের ভারত প্রবেশে বাধা দিয়া থাকিবেন (৩)। তাঁহার পুত্রগণ সুদাসের যজ্ঞীয় অশ্ব ধরিয়াছিলেন, পরে বিশ্বামিত্রের আদেশে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন (৪)। বিশ্বামিত্র ঋষি এই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন।

পার্জিটার বলিয়াছেন এই রাজা সুদাস উত্তর পাঞ্চালের রাজা, তিনি চন্দ্র বংশীয় রাজা সম্বরণকে হস্তিনাপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন (৫)। ইহা হইতে পারে না। রাজা সম্বরণ রাজা ত্রসদস্যুর অনেক পরবর্ত্তী।

রাজা সুদাস একটী উৎকৃষ্ট স্থানে (৬) রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি হয়ত সেখানেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ যমুনা তীরেই ঐ স্থান নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে কারণ ঐ সময় ঐ স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর ছিল না।

(১) ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ ৬।৩৯।৭। (২) শত পথ ব্রাহ্মণ ১৩, ৫, ৪, ১।
(৩) ঋগ্বেদ ৩।৪৩।৯ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ৩।৫৩।১১ ঋক।
(৫) A. H. T. P. 172. (৬) ঋগ্বেদ ৭।২০।২ ঋক। ৩।৫৩।১১ ঋক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পাঞ্চাল রাজ্য।

বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—চন্দ্র বংশে রাজা অজমীঢ়ের পুত্র নীল, তৎপুত্র সুশান্তি, তৎপুত্র পুরুজানু, তৎপুত্র ঋক্ষ। রাজা ঋক্ষের পাঁচ পুত্র ছিল—(১) মুদ্‌গল, (২) সৃঞ্জয়, (৩) বৃহদিষু, (৪) যবীয়ান, (৫) কাম্পিল্য। রাজা ঋক্ষ সুসমৃদ্ধ পাঁচটি জনপদ এই পঞ্চ পুত্রকে দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই পঞ্চজনপদ পাঞ্চাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (১)।

হরিবংশের মতে মুদ্‌গলের পিতার নাম বাহ্যশ্ব। শ্রীমদ্‌ভাগবত মতে ভর্ম্যাশ্ব। বিষ্ণু পুরাণ মতে হর্যশ্ব। এই হর্যশ্বের পিতা চাক্ষুষকে আমরা অনুবংশ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমদ্‌ভাগবত মতে অনুর এক পুত্রের নাম চক্ষু। এই চক্ষুর পুত্র সম্ভবতঃ চাক্ষুষ। বিষ্ণু পুরাণের হর্যশ্বের পিতা চাক্ষুষকে আমরা অনুবংশের চাক্ষুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এখানে মুদ্‌গলের পিতার নাম বাহ্যশ্ব বা ভর্ম্যাশ্ব ধরিতে পারি।

নিষধ দেশের রাজা নল দুর্দৈব বশতঃ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সারথিরূপে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। রাজা ঋতুপর্ণ অনুমান খৃঃ পূঃ ৩৪ শতাব্দীতে ছিলেন। পাঞ্চাল দেশের প্রথম রাজা মুদ্‌গল সম্ভবতঃ এই সময় পাঞ্চাল রাজ্য গঠন করিয়া থাকিবেন। এই মুদ্‌গলের সহিত রাজা নলের ইন্দ্রসেনা নাম্নী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল (২)। সুতরাং জানা যাইতেছে অনুমান খৃঃ পূঃ ৩৪ শতাব্দীতে পাঞ্চাল রাজ্য রাজা মুদ্‌গল কর্তৃক গঠিত হইয়া থাকিবে।

---

(১) বায়ু পুরাণ ৯৯।৮৮। (২) ঋগ্বেদ ১০।১০২ সূক্ত। রাজা মুদ্‌গলের রচিত।

এই বংশে দিবোদাস নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মিত্রেয়ু। প্রথম দিবোদাস রাজা ত্রসদস্যুর সমসাময়িক সুদাসের প্রপিতামহ। তিনি খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীতে ছিলেন। পাঞ্চালরাজ দিবোদাসকে আমরা দ্বিতীয় দিবোদাস বলিব।

চন্দ্রবংশের রাজা সম্বরণের রাজ্য এক পাঞ্চাল রাজ জয় করিয়াছিলেন। রাজা সম্বরণ পলায়ন করিয়া সিন্ধু প্রদেশে গিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন (১)। কতকদিন পরে তিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন এইকালে হয়ত হস্তিনাপুরের সিংহাসন ঐ পাঞ্চাল রাজার অধিকারেই ছিল

পাঞ্চালরাজ বংশের রাজাদিগের নাম ও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না রাজা মুদ্‌গলের পত্নী ইন্দ্রসেনা নালায়নি রথ চালনা কার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন (২)। যুদ্ধের সময় তিনি স্বামীর রথ চালাইতেন। একবার কতকগুলি চোর তাঁহাদের গাভীর পাল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ইন্দ্রসেনা একাকিনীই তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি যে রথটি চালাইতেন তাহার বাহনের আহার্য ঘাস জল কিছুই লাগিত না। ইহাতে অনুমান হয় বায়ু দ্বারা এই রথ চালিত হইত। একথা কেহ হয়ত বিশ্বাস করিতে প্যারিবেন না। কিন্তু যদি ভারত হইতে কোন দিন রেল ষ্টীমার মোটর প্রভৃতি উঠিয়া যায়, কেহ প্রস্তুত করিতে না পারে তবে পরবংশীয়গণ যাহারা ঐ সমস্ত দেখিতে পাইবে না, তাহারা আমাদের গ্রন্থাদি দেখিয়া আমাদের মতই বিশ্বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু ঋগ্বেদ মধ্যে অগ্নি জল বা বায়ু দ্বারা চালিত বিমান প্রস্তুতের বহু প্রমাণ আছে। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্বে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। ঋগ্বেদ ছাড়া অন্য গ্রন্থেও অনেক প্রমাণ আছে।

---

(১) মহা—বন—১০২ অধ্যায়। (২) ঋগ্বেদ ১০।১০২ সূক্ত।

চেদি দেশের রাজা বসু বিমানে চড়িয়া উর্দ্ধে ভ্রমণ করিতেন এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "উপরিচর বসু"।

খৃঃ পূঃ ৩৪ শতাব্দীতে নল রাজা এবং তাঁহার কন্যা ইন্দ্রসেনা বিমান চালাইতেন, রাজা রামচন্দ্রের বিমাতা কৈকেয়ী সম্বরাসুর সহ যুদ্ধে স্বামীর রথ চালাইয়াছিলেন। আমরা খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর পুরুষ তাহা অবিশ্বাস করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতেছি। এখনও এদেশের কেহ মোটর, বিমান আদি প্রস্তুত করিতে পারে না, কিন্তু চড়িতেছেন বহু লোক।

১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ বর্তমান ছিলেন। পাণ্ডবদিগেব অস্ত্র শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য এই দ্রুপদ রাজার বাল্যসখা ছিলেন। দ্রুপদ রাজা হইলে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দ্রুপদ রাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি রাজা নহে, রাজা তাহার সখা হইতে পারে না।

দ্রোণাচার্য আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণা দিবার কথা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে বাঁধিয়া আনিয়া দিলেই গুরু দক্ষিণা দেওয়া হইবে। এই কথায় পাণ্ডবগণ দ্রুপদ রাজাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিয়া গুরুকে দিয়াছিলেন। দ্রোণ বলিয়াছিলেন "তুমি আমার বাল্যসখা তাহা আমি ভুলিব না, তোমাকে প্রাণে মারিব না। তোমার সমকক্ষ না হইলে তুমি আমাকে সখা বলিয়া মানিবে না, এজন্য তোমার রাজ্যের গঙ্গার উত্তর ভাগের অংশ আমি রাখিলাম। সেখানে আমি রাজত্ব করিব, তুমি দক্ষিণ পারে রাজত্ব কর। কেমন! এখন বোধ হয় তুমি আমাকে সখা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে।" দ্রুপদ রাজা সন্তুষ্টচিত্তে দ্রোণাচার্যের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া স্বীয় রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

এই দ্রুপদ রাজা স্বীয় কন্যার বিবাহে একটি সভা নির্মাণ করিয়া একটি লক্ষ্য প্রস্তুত করত পণ করিয়াছিলেন, যে এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে তাহার সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন। সভায় বহু রাজা আসিয়াছিলেন, কেহ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারেন নাই। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সভায় ছিলেন, তিনি লক্ষ্য ভেদ করিয়াছিলেন। সে কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে।

ভারত যুদ্ধে রাজা দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়াছে পাণ্ডব পক্ষে জিত হইবে, সকলেই বুঝিয়াছে, এমন সময়ে এক রাত্রিতে বীর বলিয়া খ্যাত কাপুরুষ অশ্বত্থামা (দ্রোণাচার্যের পুত্র, দুর্যোধনের সখা) পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অনেক সৈন্যকে হত্যা করিয়াছিল।

বৈশালী রাজ্য

বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশে মরুত্ত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি উশীর-বীজ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এই উশীর-বীজের বর্ত্তমান নাম আজারবিজান বলিয়া বোধ হয়। তিনি যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতি ঋষিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের পৌরহিত্য করিবেন বলিয়া মরুত্তের পৌরহিত্য স্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজা বৃহস্পতির ভ্রাতা সম্বর্ত্ত ঋষিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের সময় রাবণ আক্রমণ করিলে পুরোহিত সংবর্ত্ত মান্ধাতাকে বাধা দেন। তিনি বলেন যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। তদনুসারে রাজা যুদ্ধ করেন নাই। রাবণ জিতিলেন মনে করিয়া চলিয়া গেলেন (রামা উত্ত.

১৮ অধ্যায়)। ইহাতে জানা যাইতেছে সুমেরু বা (Altai) আলটাই পার্বত্য প্রদেশবাসীগণ ভারতের ঋষিদিগকে পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন, ৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে ও করিয়াছেন। এই সময় প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্র, চন্দ্র বংশীয় রাজা ভরত, বৃহস্পতি ঋষি, তৎপুত্র দীর্ঘতমা ঋষি, লঙ্কাধিপতি রাবণ প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন।

মরুত্তের অধস্তন একাদশ পুরুষ রাজা বিশাল বৈশালী নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন। পশ্চিমে গণ্ডক নদী ও পূর্ব্বদিকে সদানীরা নদীর মধ্য প্রদেশে এই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু পুরাণে পাওয়া যায় না। অনুমানে বোধ হয় অযোধ্যা রাজ্য স্থাপিত হইবার পরে বৈশালী রাজ্য স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিশ্বামিত্র বংশ।

বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায় চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে জাত ইলা রাণীর পুত্র পুরোরবা তৎপুত্র অমাবসু। এই অমাবসুর বংশে কৌশিক গোত্রাৎপন্ন বিশ্বামিত্রের জন্ম হইয়াছে। অমাবসুর কতিপয় পুরুষ নীচে জহ্নু নামে এক রাজা ছিলেন তাহার সহিত সূর্যবংশীয় যুবনাশ্ব রাজার কন্যা কাবেরীর বিবাহ হইয়াছিল। সূর্য্য বংশে দুইজন যুবনাশ্ব দেখা যায়, রাজা কুবলাশ্বের (ধুন্দুমারের) পূর্ব্বে ৪৯ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রথম যুবনাশ্বকে দেখা যায়, দ্বিতীয় যুবনাশ্ব মান্ধাতার পিতা, সুতরাং প্রথম যুবনাশ্বই কাবেরীর পিতা বলিয়া অনুমান হয়, রাজা জহ্নু ইহাঁর সমসাময়িক।

জহ্নু রাজার কতিপয় পুরুষ নিম্নেস্থিত রাজা কুশিকের সহিত সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎসের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। রাজা

পুরুকুৎস অনুমান খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ছিলেন। সুতরাং রাজা কুশিক সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ছিলেন। তাঁহার ৪ ভ্রাতা ছিলেন— (১) কুশনাভ মহোদয় নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, (২) কুশাশ্ব কৌশাম্বী (৩) অমূর্ত্তরজস্ ধর্ম্মারণ্য এবং (৪) বসু গিরিব্রজনগর স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁরাও খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীর শেষে সম্ভবতঃ ছিলেন। মহোদয় নগরই কান্যকুব্জ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ কুশিকের পরবর্ত্তী রাজার নাম গাধী। তিনি মহোদয় নগরে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাজা বিশ্বরথ। রাজা বিশ্বরথ বশিষ্ঠ ঋষির নন্দিনী নাম্নী গাভীকে দেখিয়া, লইতে ইচ্ছুক হইয়া ঋষির নিকট গাভীটি চাহিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি দিতে স্বীকার করিলেন না। বিশ্বরথ বলিলেন—"আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্ত চিত্ত ব্রাহ্মণের বল বীর্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই। মূল্য স্বরূপ গো লইয়া যদি তোমার গোধন না দেও, তবে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।" বশিষ্ঠ বলিলেন—"তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজা, যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক নন্দিনীকে দণ্ড প্রহার করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন নন্দিনীর পুচ্ছ হইতে পহ্লব, প্রস্রাব হইতে দ্রাবিড় ও গুহ্য হইতে শক এবং যোনি দেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গোময় হইতে কিরাত জাতি, ফেণ পুঞ্জ হইতে পৌণ্ড্র চীন প্রভৃতি জাতি উৎপন্ন হইল। বিশ্বরথের সহিত তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু বিপক্ষ সৈন্যের একটিরও প্রাণ বধ করেন নাই। তাহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। রাজা বিশ্বরথ ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মণ্য লাভের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ঋষি যত দিন বিশ্বরথকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তত দিন তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই।

বিশ্বামিত্র নামে ঋষি সম্ভবতঃ পূর্বেও ছিলেন। এক ঋষির পরে সেই নাম গ্রহণ করিয়া অপর ঋষি মৃত ঋষির নামও পদটি রক্ষা করিতেন। বশিষ্ঠ ঋষি স্বয়ং তাহার প্রমাণ। বশিষ্ঠ ঋষি একজন নহেন। রাজা বিশ্বরথ যে বশিষ্ঠ ঋষির গাভী লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহার বহু পরে সূর্যবংশীয় রাজা সৌদাস যে বশিষ্ঠকে কৌশলে নির্বংশ করিয়াছিলেন তাঁহারা এক নহেন।

বিশ্বরথের পুত্রগণ উর প্রদেশের রাজা সুদাসের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ঋষি তাহাদিগকে বলিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুদাসের সহিত বিরোধ না করায় (১) সম্ভবতঃ তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্র বলিয়া বিশ্বরথকে পূর্ব বিশ্বামিত্রের স্থানাভিষিক্ত করিলে তিনি ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি সুদাস রাজার যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে ব্রতী করিয়াছিলেন।

ভৃগু কুলোৎপন্ন চ্যবন বংশীয় (২) ঋচিক ঋষির সহিত রাজা বিশ্বরথের ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম জমদগ্নি। জমদগ্নি ঋষির পুত্র বিখ্যাত পরশুরাম।

পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় স্বীয় জননীকে হত্যা করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিব্বতের সানপু বা লৌহিত্য নদী অতি প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ পূর্ব সাগরে পতিত হইত। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে—"পরশুরাম পাহাড় কটিয়া এই নদীকে আসামের উত্তর পূর্ব প্রদেশে বহাইয়া দিয়া থাকিবেন" (৩)। সেই জন্য এই নদীর নাম "ব্রহ্মপুত্র" হইয়া থাকিবে। লোহিত নামে একটি ক্ষুদ্র নদী সাদিয়ার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম মুখে গিয়া ব্রহ্মপুত্র সহ মিশিয়াছে।

---

(১) ঋগ্বেদ ৩।৫৩।১১ ঋক। (২) মহা অনু ৫২ অঃ)

(৩) কালিকা পুরাণ ৮২।৪৩ শ্লোক।

সম্ভবতঃ এই নদী লোহিত সাগরে পতিত হওয়ায় ঐ সাগরের নাম লোহিত সাগর হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মপুত্রের লোহিত নামও সম্ভবতঃ এই হইতেই হইয়া থাকিবে। (১১৭)।

৭ নং চিত্র

চন্দ্র বংশীয় রাজা কার্ত্তবীর্যার্জ্জুন জমদগ্নি ঋষিকে হত্যা করিলে পরশুরাম প্রতিশোধ স্বরূপ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ এই সময় একবার আরম্ভ হইয়াছিল। তাই ব্রাহ্মণ পরশুরাম প্রতিশোধ লইবার জন্য অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। তখনকার সামাজিক নিয়ম ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিলে তিনি ক্ষত্রিয় হইবেন। কিন্তু পরশুরাম ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণই ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্যই অস্ত্র ধরিয়াছিলেন, কোন রাজ্য জয় করেন নাই, সুতরাং ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, তাই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পরশুরাম, কার্ত্তবীর্যার্জ্জুন, ত্রিশঙ্কু বা সত্যব্রত খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ৪১৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে পরশুরাম অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

বশিষ্ঠ ঋষির নন্দিনী গাভীর বৃত্তান্ত রূপক ভাঙ্গিয়া বিশ্লেষণ করিলে ভারতের এই সময়ের অবস্থা কতক জানা যায়। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এই গাভীর সহিত তুলিত হইয়াছে। গাভীর পৃষ্ঠ হিমালয়ের পাদদেশ, বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ উদর, মালাকান্দ পাশ সম্ভবতঃ গুহ্য দেশ, খাইবার পাশ সম্ভবতঃ যোনি প্রদেশ, মস্তক হয়ত পৌণ্ড্র দেশ। গুহ্য দেশ হইতে শকৃৎ বা গোময় নির্গত হয়। সম্ভবতঃ এই প্রদেশ দিয়া শক জাতিদিগের দেশে যাওয়া যায়। এখানে কিরাত জাতিও বাস করিত। যোনি দেশ দিয়া যেখানে যাওয়া যায় তাহা সম্ভবতঃ ছিল যবনদিগের দেশ। প্রস্রাব যেখানে পতিত হয় তাহা দ্রাবিড় অর্থাৎ ব্রাহুই জাতির দেশ। পৌণ্ড্র দেশ পুণ্ডরিক জাতির দেশ এবং চীন জাতি ঐ পথে ভারতে প্রবেশ করে। ইহারা এ সময়ে ব্রাহ্মণদিগের সহায় ছিল।

জনক বংশ।

সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি এই বংশের আদি পুরুষ। ইহাদের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। কথিত আছে প্রজাপতি দক্ষ হরিদ্বারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে তিনি সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যজ্ঞে মহাদেবের ভাগ না থাকায় তিনি মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন না। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ভাগ দিতে স্বীকার করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ধনু জনকবংশীয় রাজা দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হরিদ্বারের নিকটেই কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মিথিলা রাজ্য স্থাপন

মিথিলা বা বিদেহ রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে জানা যায়, এই বংশের বিদেঘ মাথব নামে এক রাজার রাজত্ব সময়ে তাঁহার পুরোহিত গোতম রহুগণ অগ্নিহোত্র লইয়া পূর্বমুখে চলিলেন। রাজা বিদেঘ মাথব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সদানীরা নদী পর্যন্ত আসিয়া দেখিলেন তাহার পূর্বদিকে জলা পতিত-ভূমি পড়িয়া আছে, কেহ বাস করে না। সদানীরা নদী পর্যন্ত আর্য ঋষিগণ হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছেন। তথায় বৈশালী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। তখন তাঁহারা পূর্বপারেই বিদেহ রাজ্য স্থাপন করিলেন। কৌশিকী নদী পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত হইল।

সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩৩ শতাব্দীতে এই রাজ্য স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তৎপরে খৃঃ পূঃ ২৮ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশ্বামিত্র ঋষি রাম লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলা রাজ্যে গিয়াছিলেন। তখন রাজা শীরধ্বজ জনক তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। রামায়ণে ২২জন জনকের নাম পাওয়া যায়। আরও বহু রাজা ছিলেন তাঁহাদের নাম পুরাণে নাই। এই বংশের সকলেরই নামসহ জনক উপাধি ছিল। তাহাতে জানা যাইতেছে যে তৎসাময়িক ইন্দ্র, রাবণ, যম প্রভৃতি ও বর্তমান কালের জার সুলতান, খেদিব দলই লামা প্রভৃতির ন্যায় ঐ বংশের পারিবারিক উপাধি ছিল জনক।

রামচন্দ্র জনক রাজার পণ অনুসারে তাঁহার নিকট গচ্ছিত হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নেরও সেই সময় বিবাহ হইয়াছিল।

গোতম ঋষি তাঁহার স্ত্রী অহল্যাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কথায় তিনি আবার অহল্যাকে গ্রহণ করিলেন। এই অহল্যা কাশিরাজ দিবোদাসের ভগ্নী ছিলেন। রাজা দিবোদাসের সম্বরাসুর সহ যুদ্ধের সময় রাজা দশরথ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভরতের মাতা কৈকেয়ী দেবী এই যুদ্ধে রাজা দশরথের রথে সারথীর কার্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে রাজা দশরথ আহত হইয়া মূর্ছিত হইলে রাণী কৈকেয়ী কৌশলে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের সহিত রামচন্দ্রের সখ্যতা ছিল। রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় তিনি অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খৃঃ পূঃ ২৮ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। এই সময় জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, সত্যযজ্ঞ পৌলুসী, প্রাচীনশাল ঔপমন্যব, বুড়িল আশ্বতরাশী, উদ্দালক, আরুণি প্রভৃতি ঋষিগণ ছিলেন। এই সমস্ত ঋষি সময় সময় ভরতের মাতামহ কেকয় রাজ অশ্বপতির সভাতেও যাইতেন। সুতরাং ইহারা সকলেই সমসাময়িক ছিলেন।

বর্তমান সময়ে এই রাজ্য ত্রিহুত নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বংশের রাজা কৃতি সম্ভবতঃ রাজা প্রতীপের সমসাময়িক ছিলেন। ভারত যুদ্ধে মিথিলার, তাৎকালিক রাজা, দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কাশী রাজ্য।

চন্দ্র বংশের রাজা আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে সুহোত্র নামে রাজার কাশ নামক এক পুত্র ছিল। তিনি কাশী বা বারাণসী রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

এই রাজ্য প্রথমে কে কোথায় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড নামক অংশে এক কাশীপতি বরণারের বিবরণ আছে (১)। কাশীতে প্রবাদ আছে বরণার নামে এক রাজা কাশীরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন।

সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকে বান্নু (Bannu) নামে একটি স্থান আছে। এই স্থান অতি প্রাচীনকালে সিন্ধু সমুদ্রের গর্ভে জলমগ্ন ছিল। পরে দেশ গঠিত হইলে এই বান্নু বা বারাণসী রাজ্য তথায় স্থাপিত হইয়া থাকিবে। এই বান্নু একটি নদী তীরে স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদীর নামও ছিল বর্ণু বা বরণস্। এই নাম হইতে এই স্থানের নাম বারাণসী হওয়া অসম্ভব নহে।

ইহা সম্ভবতঃ অহুর মজদ্ স্থাপিত চতুর্দ্দশ প্রদেশ "বরেণা"। বরেণা নাম পাণিণীতে আছে। শাস্ত্রে আছে বারাণসী মহাদেবের ত্রিশূলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ত্রিশূলের অগ্রভাগে কোন দেশ থাকিতে পারে না। এজন্য অনুমান হয় বারাণসী ভারতবর্ষের বাহিরে নব গঠিত কোন স্থান হইবে। এই স্থান সম্ভবতঃ নবগঠিত বান্নু।

বর্ত্তমান কাশী যেখানে আছে তাহা সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪৪।৪৩ শতাব্দীতে সমুদ্রজলে মগ্ন ছিল। সুতরাং তখন এখানে বারাণসী স্থাপিত হইতে পারে নাই। অনুমান হয় সেইজন্য তখন সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বন্নূ নামক নবগঠিত প্রদেশ অতি প্রাচীনকালে রাজা বরণার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তিনি হয়ত নিজ নামে দেশের নাম বর্ণূ এবং নদীর নাম বরণার রাখিয়া থাকিবেন।

পুরাণে রাজার বংশাবলীতে অনেক নাম বাদ আছে। পুরাণকর্তা সব নাম বলেন নাই (২)। রাজা কাশ বারাণসীতে রাজ্য স্থাপন করিবার

(১) ভবিষ্য পুয়াণ ব্রহ্মখণ্ড ৫৩।১০৬-১১৬।

(২) বায়ু পুরাণ ৯৯।৪৩৪, ৪৩৫ বিষ্ণু—৪।২৪।৪৯ শ্লোক।

সময় হয়ত কাশী নাম রাখিয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন কাশী নামের অন্য কারণ পাওয়া যায় না।

৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সম্ভবতঃ সূর্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি বিশ্বামিত্র ঋষিকে সমস্ত রাজ্যাদি দান করিবার এক প্রবাদ আছে। তিনি নিজের জন্য কিছু রাখিয়াছিলেন না। শেষে দক্ষিণা চাহিলে পুত্রসহ স্ত্রী বিক্রয় ও আত্মবিক্রয় করিয়া ঋষিকে দক্ষিণা প্রদান করতঃ নিজের রাজ্য হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাশীর শ্মশানের চণ্ডাল তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকস্থ নবগঠিত বারাণসীই সেই কাশী বলিয়া বোধ হয়।

যদুবংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেন্য বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যযাতি রাজার জামাতা কাশীরাজ অতিথিগ্ব প্রথম দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন তাঁহার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন ভদ্রশ্রেণ্য রাজার পুত্র দুর্দ্দম রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহা অনুমান খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীর কথা। ক্ষেমক নামক কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে এই বারাণসী ধ্বংস হইয়াছিল। পুরাণে জানা যায় সহস্র বৎসর পর্যন্ত এই রাজ্য ধ্বংসাবস্থাতেই ছিল।

কালে এই বংশের কয়েক পুরুষ নিম্নে আর একজন দিবোদাস জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা দ্বিতীয় দিবোদাস বলিব (১)। তিনি গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে বর্তমান কাশী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। দিবোদাস (২য়) বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি শিব সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করায় এই কাশীতে তখন শিবলিঙ্গ ছিল না।

---

১) ঋগ্বেদ—৬।৪৩।১।

নিকুম্ভ নামে একজন শৈব এই কাশীতে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। দিবোদাস এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ফেলাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনেকেই এজন্য বিরক্ত হইয়া কাশী ত্যাগ করিয়া থাকিবে। তখন কাশীতে আর শিবলিঙ্গ না থাকায় ক্রমে অবনতিই হইতে লাগিল।

রাজা দিবোদাস কাশীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন।

এই সময় বীতহব্যের (যাদববংশীয়) পুত্রগণ কাশী আক্রমণ করিলে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বীতহব্য ভৃগু ঋষির আশ্রমে আশ্রয় লইলে, ঋষি প্রতর্দনকে বলিয়াছিলেন তাঁহার আশ্রমে ক্ষত্রিয় কেহ নাই। এই উপায়ে বীতহব্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিন একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজা দিবোদাসকে বলিলেন, তিনি যদি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন তাহা হইলে কাশীর দুরবস্থা দূর হইবে, আপনার শিবলিঙ্গ ফেলিয়া দেওয়াজনিত পাপও দূর হইবে। একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে সহস্র পাপ নষ্ট হয়।

দিবোদাস তাহাই করিলেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরে দিবোদাসেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এই কাশী মহাদেব ও পার্বতী দেবীর লীলাক্ষেত্র হইয়া থাকিবে।

রামায়ণে এক রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের কথা পাই। তিনি কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র ছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত ইহার সখ্যতা ছিল। রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় এই প্রতর্দন উপস্থিত ছিলেন।

এই রাজা দিবোদাসের এক ভগ্নীর নাম অহল্যা ছিল। গৌতম ঋষির সহিত অহল্যার বিবাহ হইয়াছিল। গৌতম ঋষি রাজা জনকের বংশানুক্রমিক পুরোহিত ছিলেন। রামচন্দ্র ২৭৮০ খৃঃ পূঃ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৮ শতাব্দীতে ছিলেন। সুতরাং কাশীরাজ দিবোদাস এই সময় ছিলেন।

গৌতম ঋষি অহল্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র মিথিলায় যাইবার সময় ইহাঁকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

এই সময় সম্ভবতঃ কাশ রাজার বংশীয় একজন রাজা বেবিলনে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবেন। "আর্যবংশজাত কাশীয় জাতি (Kassites) বাবিরুষ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। কাশীয়গণ যে আর্য জাতীয় সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সর্বপ্রধান দেবতার নাম সূর্যস্ এবং তাহাদিগের ভাষা আর্য জাতিসমূহের ভাষার অনুরূপ। কাশীয়গণের পবন দেবতার নাম মরুত্তস্ (সংস্কৃত মরুৎ)। ইহাঁরা তাহাদিগের খোদিত লিপিসমূহে আপনাদিগকে আর্য নামে অভিহিত করিতেন" (১)।

অহল্যা সংক্রান্ত গল্পের রূপক ভাঙ্গিলে নিম্নলিখিত তত্ত্ব পাওয়া যায়—মিথিলা প্রদেশের মৃত্তিকা ঐ সময় এত কঠিন ছিল যে "গো-তম" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গো ও তাহা চাষ করিতে পারিত না। অহল্যা অর্থ হলকর্ষণের অযোগ্য। কাহারও শরীরে সহস্র চক্ষু হয় না, ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা। ইন্দ্র শব্দের এক অর্থ আকাশ। আকাশের গায়ে সহস্র চক্ষু অর্থ আকাশে মেঘের সঞ্চার না থাকিলে সহস্র সহস্র তারা সুস্পষ্ট দেখা যায়। গোতম আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানে বৃষ্টি হইত না। সেজন্য কঠিন মৃত্তিকা চাষের অযোগ্য ছিল, গোতম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গরুও তাহা চাষ করিতে পারিত না, এজন্য ঐ ভূমি পতিত ছিল। ইহাই গোতম ঋষির অহল্যা ত্যাগ। রামচন্দ্র আসিবার পরে হয়ত এই প্রদেশে জলসেচের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকিবেন। ইহাই অহল্যাকে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ হল্যা বা চাষযোগ্যা করা।

(১) The ancient History of the East by H. R. Hall, P. 90. বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত, ১৪ পৃষ্ঠা।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলে কাশীতে বৌদ্ধদিগের বিশেষ অত্যাচার হইয়া থাকিবে। তাহাতে সম্ভবতঃ এই সময় বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্মের অবনতি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থের দশরথজাতক নামক মিথ্যা গল্প হয়ত এই সময় রচিত হইয়া থাকিবে। এই গল্পটিতে রামায়ণকে লোকের নিকট ঘৃণিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আছে। ইহা বুদ্ধদেবের রচিত নহে। পরে জাতকে ঐ উদ্দেশ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহাতে লিখিত আছে রাজা দশরথ কাশীর রাজা ছিলেন। সীতা রামচন্দ্রের ভগ্নী ছিল। রামচন্দ্র স্বীয় সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ইত্যাদি।

কাশীর নিকটে সারনাথে বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান ছিল। সেখানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে, কাশীতেও অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, রিপুঞ্জয় নামে এক কাশীরাজের সময় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুন্নতি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এইজন্যই রিপুঞ্জয়কে "দিবোদাস" বলা হইয়া থাকিবে। এই উন্নতি কোন সময় হইয়াছে তাহা জানা যায় না।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে কাশীতে শিবোপাসনা প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রাজা অশোকের সময় বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে কাশীর বিশেষ অবনতি হইয়া থাকিবে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে হিয়েনসাং আসিয়াছিলেন। তিনি এখানে শতাধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশ সহস্র দেবোপাসক দেখিয়াছেন। তখন তথায় বৌদ্ধের সংখ্যা মাত্র ৩,০০০ তিন হাজার ছিল। তিনি শত হস্ত দীর্ঘ একটি শিবলিঙ্গ দেখিয়াছিলেন। এখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কাশীতে একটি মানমন্দির আছে। রাজা মানসিংহ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। অম্বর রাজবংশীয় সবাই জয়সিংহ ও অনেক যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা বাঈ মণিকর্ণিকার দুইটি বিশাল শিবমন্দিরে গৌতমেশ্বর ও অহল্যোদ্ধারেশ্বর নামে দুইটি শিব স্থাপন ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ঘাটটি বান্ধাইয়া দিয়াছেন। ইহাঁর আরও কীর্ত্তি আছে। রাজসাহী জেলার প্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর অনেক কীর্ত্তি কাশীতে আছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

যদুবংশ।

চন্দ্রবংশীয় রাজা দ্বিতীয় যযাতির পুত্র যদুর দুই পুত্র ছিল—(১) সহস্রজিৎ, (২) ক্রোষ্টা। এই বংশের বংশাবলীতে নাম সব ঠিক পাওয়া যায় না। বহু নাম নাই; যাহা আছে তন্মধ্যে সম্ভবতঃ উপরের কতক নাম নীচে আসিয়াছে, নীচের কতক নাম উপরে গিয়াছে। সুতরাং কাহার সহিত কি সম্বন্ধ সব ঠিক পাইবার উপায় নাই।

কাশিরাজ দিবোদাস প্রথমের সময় এই বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য কাশী আক্রমণ করতঃ অধিকার করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীতে এই ঘটনা হইয়া থাকিবে। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দমের নিকট হইতে দিবোদাস প্রথমের পুত্র প্রতর্দন কাশি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এই বংশের রাজা মহিষ্মান্ সম্ভবতঃ নর্মদা তীরে মাহিষ্মতী পুরী নির্মাণ করিয়া পঞ্জাব হইতে আসিয়া রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

ইহার কতিপয় পুরুষ পরে রাজা কৃতবীর্যের পুত্র সহস্র বাহু রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। সহস্রবাহুর পুত্র অর্জুন সম্ভবতঃ রাজত্ব করিয়াছেন। মানুষের দুই বাহুর অধিক হয় না। সুতরাং সম্ভবতঃ তাহার পিতা

সহস্র বাহুর নাম তাহার সহিত যুক্ত হইয়া অর্জুনের সহস্র বাহু কল্পিত হইয়া থাকিবে। ইনি প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। হৈহয় নামে ইহাঁদের এক উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে ইনি হৈহয় বংশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকিবেন।

রাজা কার্তবীর্য সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দীতে ছিলেন। বিখ্যাত পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ঋষিকে ইনি বা ইহাঁর পুত্রগণ অন্যায় করিয়া হত্যা করায় পরশুরাম অর্জুনকে বধ করিয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্ভবতঃ এই সময় রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। কান্যকুব্জের রাজা গাধীর পুত্র বিশ্বরথ বশিষ্ঠ ঋষির নিকট পরাজিত হইয়া তপস্যা করতঃ বিশ্বামিত্র নামে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৩৭ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে সূর্যবংশীয় রাজা বাহু রাজত্ব করিতেছিলেন। হৈহয় ও তাহাদিগের জ্ঞাতি তালজঙ্ঘগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অযোধ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা বাহু পলায়ন করিয়া পশ্চিম ভারতের বাহিরে মার্ভ প্রদেশে উর্ব ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেই রাজা সগরের জন্ম হইয়াছিল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হৈহয় ও তালজঙ্ঘগণকে তাড়াইয়া দিয়া স্বরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ক্রোষ্টা বংশীয় রাজা জ্যামঘের বংশে বিদর্ভ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত সগরের বিবাহ হইয়াছিল। রাজা বীতহব্য অনুমান ২৮ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে কাশী আক্রমণ করিয়া দিবোদাস তৃতীয়ের নিকট হইতে কাশী জয় করিয়া থাকিবেন। দিবোদাস তৃতীয়ের পুত্র রাজা প্রতর্দন-তৃতীয় বীতহব্যকে পরাস্ত করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। বীতহব্য প্রাণ ভয়ে পলাইয়া ভৃগু ঋষির আশ্রমে লুকাইয়াছিলেন। প্রতর্দন তথায় গিয়া তাহার সন্ধান করিলে ঋষি বলিয়াছিলেন তাঁহার আশ্রমে ক্ষত্রিয় কেহ নাই। ইহা হইতেই বীতহব্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

যদুর পুত্র ক্রোষ্টার বংশে শশবিন্দু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং রাজা শশবিন্দু খৃঃ পূঃ ৪৪ শতাব্দীতে ছিলেন।

রাজা ক্রোষ্টার বংশীয় রাজা বিদর্ভের অধস্তন চেদি নামক এক রাজা স্বীয় নামে এক রাজ্য স্থাপন করতঃ তথায় রাজত্ব করিয়াছেন। বিদর্ভের অধস্তন ভীম নামক রাজার কন্যা দয়মন্তীর সহিত নিষদ রাজ নলের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং ভীম খৃঃ পূঃ ৩৪ শতাব্দীতে ছিলেন।

যদু বংশ খুব বিস্তৃত ছিল। উত্তর ভারতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এই বংশের অধীনে ছিল। বংশাবলীতে দেখা যায় ক্রোষ্টার পুত্র দেব-মীঢ়ুষ, তৎপুত্র বসুদেব, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। ক্রোষ্টার আর এক পুত্রের নাম বৃজিনীবান, তাহার বংশে ৪৭ পুরুষ নীচে উগ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম কংশ এবং কন্যার নাম দেবকী। শ্রীকৃষ্ণ এই দেবকীর পুত্র এবং কংশের ভাগিনেয়। ইহা কি সম্ভব? ক্রোষ্টা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ৪ পুরুষ এবং দেবকী ৪৭ পুরুষ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই দেবকীর পুত্র হইতে পারেন না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের উর্দ্ধতন বহু পুরুষের নাম বংশাবলীতে বাদ গিয়াছে সুতরাং এই বংশে কে কার পুত্র তাহা ঠিক করিবার উপায় নাই। কে কোন সময় ছিলেন তাহা ঠিক করা ব্যতীত ইহাদিগের ইতিহাস লিখিবার অন্য উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং জানা যাইতেছে খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী, কংশ, নন্দঘোষ, মগধরাজ জরাসন্ধ প্রভৃতি ছিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের মাতা কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণের পিসি (পিতার ভগ্নী) হইতেন। সুতরাং এই তিন পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা হইতেন।

শ্রীকৃষ্ণ মগধরাজ জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরার বাস ত্যাগ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রতীরে দ্বারকা নগর স্থাপন করিয়া তথায়

উপনিবেশ করিয়াছিলেন। রাজা কংশ ও জরাসন্ধ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। এজন্য তাহাদিগকে অসুর বলা হইত। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাতুল কংশকে হত্যা করিয়া তৎপিতা উগ্রসেনকে রাজা করিয়াছিলেন। কংশের ধারণা ছিল দেবকীর পুত্র তাহাকে হত্যা করিবে। এজন্য বসুদেব ও দেবকীকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদের পুত্র-কন্যা হইলেই সূতিকা গৃহ হইতে লইয়া গিয়া বধ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম পুত্র। প্রসব হওয়া মাত্র বসুদেব কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে নন্দের স্ত্রী যশোদার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তজ্জন্যই কংশ শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় কংশ তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মথুরায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় উপস্থিত হইলে কংশের পক্ষের লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিলে স্বয়ং কংশ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া কংশের পিতাকে মথুরার সিংহাসনে পুনরায় বসাইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনুবংশ।

চন্দ্র বংশীয় রাজা দ্বিতীয় যযাতির পুত্র অনুর বংশের সন্ধান খৃঃ পূঃ ৪৩ শতাব্দীতে পঞ্জাব প্রদেশে পাওয়া যায়। তাঁহার বংশধরগণ পঞ্জাবে পরুষ্ণী (রাবী) নদীর পূর্বতীরে হরিয়ূপীয়া নগরীতে বাস করিত। ইহার রাজ্য বরশিখ নামক এক রাজা প্রথমে অধিকার করিয়াছিল (১) চয়মান পুত্র অভ্যবর্তী বরশিখের পুত্র বৃচিবাণের বংশধরদিগকে বধ করিয়া

(১) ঋগ্বেদ ৬।৩৫।৪।

হবিয়ূপীয়া বা বর্তমান হারাপ্পা নগরী অধিকার করিয়াছিল (১)। এই চয়মান সম্ভবতঃ পার্থিয়াবাসী ছিলেন। ইহার পুত্র অভ্যবর্তী ভরদ্বাজ ঋষিকে রথ ও গোমিথুন প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন (২)। চয়মান প্রভৃতি আর্য্য বংশীয় অসুর বা সুমেরিয়ান্ না হইলে ঋষি কখনই দান গ্রহণ করিতেন না।

পার্থিয়াবাসীগণ আর্যগণের সুমেরিয়ান অসুর শাখার লোক। তাহারা দ্রাবিড়ীয়ান নহে। তাহাদের সভ্যতা আর্য সভ্যতারই একটা অংশ। আর্যগণ বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে মানিয়া থাকেন। অসুর সুমেরিয়ানগণ তাঁহাদিগকে মানে না। তাঁহারা মহাদেবকে (অহুর মজদ্‌কে) মানেন, শিবলিঙ্গ পূজা (১২৪) করেন। আর্যগণ শিশ্ন দেবা (৩) বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন। মহাদেব ইন্দ্রাদির ন্যায় আর্য হইলেও অসুরদিগের পক্ষ বলিয়া যজ্ঞে তাহার ভাগ নাই। দেবগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন না। এখনও আর্য্য-জাতি শিবপূজা করিলেও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

ইন্দ্রদিগকে প্রথমে অসুর বলা হইত। ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ আছে। পরে সুর অসুর পৃথক হইয়া গেলে ইন্দ্রদিগকে অসুর বলা হয় না। ব্রাহ্মণই এই অসুর সুমেরিয়াণগণের পৌরহিত্য করিতেন। খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দী পর্যন্ত যে ভরদ্বাজ, কাক্ষীবান প্রভৃতি ঋষি সুমেরিয়ানদিগের পৌরহিত্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে।

হরিয়ূপীয়া (৪) বা হারাপ্পা অনুবংশীয়ের রাজধানী ছিল। বরশিখ অভ্যবর্তী প্রভৃতি সম্ভবতঃ তথায় তাহাদিগের অসুর সভ্যতার মত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। নারায়ণ এইরূপ গৃহ হিরণ্যকশিপুর রাজধানীতে

(১) ঋগ্বেদ ৬।২৭।৫। (২) ঋগ্বেদ ৬।২৭।৮।
(৩) ঋগ্বেদ ৭।২১।৫ ; ১০।৯৯।২ ঋক। (৪) ঋগ্বেদ ৬।২৭।৫।

দেখিয়া আসিয়াছেন। পাথরের ড্রেণাদিও (১৫১) দেখিয়াছেন। সুতরাং যে ধ্বংসাবশেষ এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আর্যগণেরই অসুর শাখার সভ্যতার চিহ্ন, দ্রাবিড়ীয়ানদিগের নহে। তাহাদিগের এরূপ সভ্যতার চিহ্ন কোথাও নাই। ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত সমস্তই এই সুমেরিয়ান অসুরদিগের সভ্যতার চিহ্ন।

৪৩ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে মেসোপোটামিয়ার উর প্রদেশের আর্য রাজা সুদাস ভারত-আক্রমণ করিবার সময় পঞ্জাবে আসিয়া হরিয়ুপীয়াতে এই চিহ্নই দেখিয়াছেন এবং তিনিই হরিয়ুপীয়ার রাজধানী ধ্বংস করিয়াছেন (১)। তাঁহার দ্বারা তাড়িত হইয়াই সম্ভবতঃ সুমেরিয়ান অসুরগণ মহেঞ্জোদারোতে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। তখনকার সভ্যতার যে চিহ্ন মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গিয়াছে তাহা হারাপ্পাবাসীদের সভ্যতার চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়।

রাজা সুদাস পুরুবংশীয় কোন রাজার (সম্ভবতঃ পরীক্ষিৎ বা জন্মেজয়ের) এবং সূর্যবংশীয় রাজা ত্রসদস্যুর সাহায্যে যদু তুর্বশু ও দ্রহ্যু এবং অনুবংশীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্রহ্যু ও অনুবংশীয়গণকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। তাহাদের ৬৬৬৬ সংখ্যক সৈন্যকে সুদাস হত্যা করিয়াছিলেন (২)।

এই ঘটনার পরে অনুদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরে ৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে অনুবংশের রাজা বলিকে দীর্ঘতমা ঋষিকে নদী হইতে তুলিয়া লইতে দেখা যায়। বলি রাজা ঋষিকে নিজ রাজ বাটীতে লইয়া গেলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। ঋষির অনুগ্রহে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পৌণ্ড্র ও সুহ্ম। এই পাঁচ জন নিজ নিজ নামে পাঁচটীরাজ্য স্থাপন

(১) ঋগ্বেদ ৭।১৮।১৩। (২) ঋগ্বেদ ৭।১৮।১২-১৪।

করিয়াছিলেন। (১) অঙ্গ রাজ্য মগধের পূর্বদক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। ভাগলপুব, সাঁওতাল পরগণা, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি সম্ভবতঃ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

৮ নং চিত্র।

(২) বঙ্গ রাজ্য সম্ভবতঃ সিংহভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি লইয়া গঠিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্বে তখন সমুদ্র ছিল, গঙ্গা বা ভাগিরথী ছিল না। "ব" দ্বীপ তখনও হয় নাই। ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের লাল মাটির দেশ তখনও সম্ভবতঃ গঠিত হয় নাই। ময়মনসিংহ সমতট প্রভৃতি তখন লোহিত সমুদ্রগর্ভে বা বঙ্গোপসাগর গর্ভে ছিল। (১১৭, ১৬১)।

(৩) কলিঙ্গ দেশ সম্ভবতঃ কপিশা নদীর দক্ষিণে স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) পৌণ্ড্র দেশ—বঙ্গোপসাগরের উত্তরে এখন যেখানে পুর্ণিয়া জেলা আছে সম্ভবতঃ ঐ স্থানেই পৌণ্ড্র রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র নাম হইতেই সম্ভবতঃ ক্রমে পৌণ্ড্রিয়া হইতে পূর্ণিয়া হইয়া থাকিবে। পরে, হয়ত ক্রমে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকিবে। ক্রমে এই সীমানা বর্দ্ধিত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত পৌণ্ড্র দেশ ভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশবাসী কৃষকদিগকে পুণ্ড্র, পুণ্ডরিক বা পুড়া জাতি বলে। এখনও কোন কোন স্থানে আছে।

(৫) সুহ্ম দেশ—সুহ্ম দেশের কথা লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গের পশ্চিম ভাগে সুহ্ম দেশ দেখিয়া তাহাকেই প্রাচীন সুহ্ম দেশ মনে করে। কিন্তু প্রাচীন সুহ্ম দেশ লোপ পাইলেও চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ গারো বা জয়ন্তী পাহাড়ের উপর কোন স্থানে প্রথমে সুহ্ম দেশ স্থাপিত হইয়া থাকিবে। হিমালয়ের পাদ দেশ হইতে ঐ সুহ্ম পর্যন্ত আসুহ্ম (আসাম) প্রদেশ নাম হইয়া থাকিবে।

সুসুঙ্গ পরগণা এখনও বর্ত্তমান আছে। সুসুহ্ম নাম হইতে সুসুঙ্গ হইয়া থাকিবে। প্রসুহ্ম দেশই সম্ভবতঃ এখনকার ময়মনসিংহ জেলা। সুহ্মতট ক্রমে সমতট হওয়া অসম্ভব নহে। বর্তমান রাঢ়ের পশ্চিমে যে সুহ্ম দেশের কথা শুনা যায়, তাহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুহ্ম দেশের এক দেশত্যাগী রাজপুত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তৎপূর্বে ঐ স্থানে সুহ্ম দেশ থাকিবার কোন প্রমাণ নাই। সে ইতিহাস পরে লিখিব।

খৃঃ পূঃ ২৮ শতাব্দীতে সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের সমসময়ে অঙ্গরাজ লোমপাদ বর্তমান ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা দশরথের সখ্যতা ছিল। ইঁহার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি রাজা দশরথের পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির পিতার নাম বিভাণ্ডক ঋষি। বীরভূমে ভাণ্ডীর বন নামক একটি স্থান আছে। এখানে "বিভাণ্ডীশ্বর" নামে এক শিব স্থাপিত আছেন। বীরভূমের পশ্চিম সীমানাই অঙ্গ দেশ।

এই বংশের এক অধস্তন পুরুষ রাজা চম্প সম্ভবতঃ চম্পাই নগর স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। মহাবীর কর্ণ এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

চেদি রাজবংশ।

দ্বিতীয় যযাতি রাজার বংশে তৎপুত্র যদুর দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ক্রোষ্ঠার বংশের রাজা বিদর্ভ নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে বিদর্ভ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে চেদি নামে এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদের নিকট চেদি রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজা হইয়াছিলেন। এই বংশে সুবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিষদ রাজ নলের স্ত্রী দময়ন্তীর মাসির পুত্র, চেদিপতি বীরবাহুর পুত্র (১)। নল রাজা অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সমসাময়িক, সুতরাং ৩৪ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। চেদি হইতে ইনি কত পুরুষ নিম্নে, তাহা বলিবার উপায় নাই।

পুরু বংশীয় উপরিচর বসু এই চেদি দেশ জয় করিয়া তথায় রাজা হইয়াছিলেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণেয় সময় পর্য্যন্ত এই রাজ্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ শিশুপাল চেদিরাজ উপরিচরবসুর বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এই বংশে রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পিসির পুত্র হইতেন। পাণ্ডবদিগের রাজ-সুয় যজ্ঞের সময় শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় তিনি তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার পুত্রকে চেদি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইনি ভারত যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া হত হইয়ছিলেন।

(১) মহাভারত বন—৬৯ অঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা ঐনিল।

রাজা জন্মেজয় প্রথমের পরে ঐ বংশে সম্ভবতঃ ঐনিল নামে এক রাজা কোন সময় রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। যম রাজার কন্যার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল।

রাজা বৈবস্বত যম কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার পরেও কয়েক পুরুষ এই যম উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ সন্তান নচিকেতা এক যম রাজার নিকট গিয়াছিলেন। তিনি যমকে বলিয়াছিলেন "আপনি যত দিন যম পদে থাকিয়া প্রভুত্ব করিবেন" ইত্যাদি (১), ইহাতে বুঝা যায় যম একটী উপাধি বা পদ স্বরূপ তখন ব্যবহৃত হইত। যথা জার্মানীর কাইজার, রাশিয়ার জার, তিব্বতের দলইলামা ইত্যাদি।

রাজা রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এক যম সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যম পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে আর কোন রাজা যম উপাধি ব্যবহার করেন নাই। হয়ত এই সময়ের কোন যম রাজার কন্যার সহিত ঐনিলের পিতামহ বিবাহ হইয়া থাকিবে। সেই বিবাহের ফল ঐনিল। সম্ভবতঃ রাজা দুষ্মন্ত এই ঐনিলের পুত্র।

রাজা দুষ্মন্ত।

রাজা দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্র ঋষির কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বামিত্র সম্ভবতঃ কৌশিক বংশের বিশ্বামিত্র হইবেন। দুষ্মন্তের পুত্র বিখ্যাত রাজা ভরত।

(১) কাঠ কোপনিষৎ ১।১।২৭।
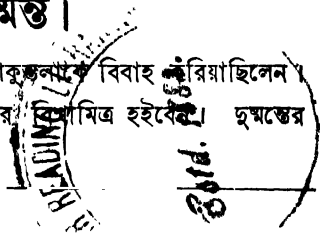
রাজা ভরত।

রাজা ভরতের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহার পুত্র ছিল না। তিনি বৃহস্পতি ঋষির পূত্র ভরদ্বাজকে পৌষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ভ্রাতা অসিজ ঋষির পত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় এই সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দীতে এরূপ জারজ পুত্রকে সমাজে গ্রহণ করা হইত। মহাভারত মতে ইহার ভুমন্যু নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি রাজা হইয়াছিলেন (১)।

রাজা ভরত দীর্ঘতমা ঋষির সমসাময়িক। এই ঋষি তাঁহার ঐন্দ্র অভিষেক করিয়াছিলেন (১) সুতরাং রাজা ভরতকে খৃঃ পূঃ ৪২ শতাব্দীতে বর্তমান থাকা ধরিতে পারা যায়। তিনি সূর্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন, ৪২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অনুবংশীয় রাজা বলিও ছিলেন। এই রাজা ভরতের নাম হইতেই ভারতবর্ষ নাম হইয়া থাকিবে, তৎপূর্বে নাম ছিল হিমবর্ষ।

রাজা হস্তী।

ভরতের কতিপয় পুরুষ পরে রাজা হস্তী রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি হস্তিনাপুর নগরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার আর কোন ইতিহাস নাই। ইহার পূর্বে সম্ভবতঃ পঞ্জাবে অসিক্নী নদীর তীরেই রাজধানী ছিল।

(১) কাঠ ব্রা ৮।৩৯ অঃ।

রাজা অজমীর।

রাজা হস্তির পরে রাজা অজমীর রাজত্ব করিয়াছেন, ইহার নীল নামক এক পুত্রের শান্তি নামক এক পুত্র ছিল। তৎপুত্র সুশান্তি। তৎপুত্র পুরুজানু। তৎপুত্র ঋক্ষ। ঋক্ষের ৫ পুত্র ছিল—(১) মুদ্গল, (২) সৃঞ্জয়, (৩) বৃহদিষু, (৪) যবীয়ান, (৫) কাম্পিল্য। রাজা ঋক্ষ পাঁচ পুত্রকে পাঁচটী রাজ্য দিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই পাঞ্চাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল (১)।

নিষধ দেশের রাজা নল ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কার্য করিতেন। নল রাজার কন্যা ইন্দ্রসেনার সহিত রাজা মুদ্গলের বিবাহ হইয়াছিল। ঋগ্বেদে লিখিত আছে "মুদ্গলানী ইন্দ্রসেনা রথ চালাইতে পারিতেন। তিনি যুদ্ধে স্বামীর রথ চালনা করিতেন, এই রথ বায়ু চালিত। অতি বেগে যায়। ইহার বাহনকে ঘাস জল দিতে হয় না। এই বায়ু চালিত রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রসেনা অপহৃত বহু গাভী উদ্ধার করিয়াছিলেন (২)।

রাজা ঋতুপর্ণ অনুমান ৩৪১৪ হইতে ৩৩৯০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এই সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩৫ শতাব্দীর শেষে এবং ৩৪ শতাব্দীর প্রথমে নিম্নলিখিত রাজাগণ বর্তমান ছিলেন—

(১) রাজা ঋতুপর্ণ অযোধ্যার রাজা।
(২) রাজা নল, ইহার স্ত্রীর নাম দময়ন্তী।
(৩) চেদিরাজ সুবাহু, সুবাহুর মাতা দময়ন্তীর মাতৃশ্বসা।
(৪) দশর্ণাধিপতি সুদামা, দময়ন্তী এবং সুবাহুর মাতামহ।
(৫) বিদর্ভপতি রাজা ভীম, দময়ন্তীর পিতা।

(১) বায়ু ৯৯।১৯৪।৫১৯৮। (২) ঋগ্বেদ ১০।১০২।২, ৬, ৭, ১০ ঋক।

এই পাঁচ জন রাজা সমসাময়িক। ইহারা ৩৫ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর শেষে বা ৩৪ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন (১)। পাঞ্চাল রাজ মুদ্‌গল ও ইহাদের সমসাময়িক।

রাজা মুদ্‌গলের অনুমান ছয় পুরুষ উর্দ্ধে রাজা আজমীর বর্তমান ছিলেন। সুতরাং অনুমান, ৩৬ খৃঃ পূঃ শতাব্দীর কোন সময় রাজা অজমীরের কাল হইতে পারে।

রাজা অজমীরের পরে **ঋক্ষ** হস্তিনাপুর সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন, তৎপরে **সম্বরণ** রাজত্ব করিয়াছেন। কোন এক পাঞ্চাল রাজ সম্বরণকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি পলায়ন করিয়া সিন্ধু নদীর তীরে কোন স্থানে গিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। এই পাঞ্চালরাজের নাম জানা যায় না। বহু দিন পরে বশিষ্ঠ ঋষিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাজা সম্বরণ হস্তিনাপুরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

ইহার পরে তৎপুত্র **কুরু** রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি কুরুজাঙ্গলের পূর্বদিকে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কুরুর পুত্র অবিক্ষিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ তৎপুত্র **জন্মেজয়**। গর্গ ঋষির পুত্রকে অপমান করিয়া তিনি পীড়িত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রোত দৈবাপি শৌনক ঋষিকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যে রোগ মুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু রাজ্য আর পান নাই।

জন্মেজয় কোন সময় ছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ইন্দ্রোত দৈবাপি কোন সময় ছিলেন তাহা দেখা আবশ্যক। ইন্দ্রোত দৈবাপির পুত্র ধৃতি ঐন্দ্রোৎ শৌনক। তাঁহার শিষ্য পুলুষ প্রাচীনযোগ্য। তাঁহার শিষ্য সত্যযজ্ঞ পুলুষী।

(১) মহাভারত বন পর্ব ৬৯ অধ্যায়।

এই সত্যযজ্ঞ পুলুষী, উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, উদ্দালক আরুণি প্রভৃতি জনক রাজার নিকট উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। শত পথ ব্রাহ্মণ ও ছন্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় কেকয় রাজ অশ্বপতির সভায় এই সমস্ত ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন (১) অশ্বপতি শ্রীরামচন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা ভরতের মাতামহ। সুতরাং রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্র, ভরত, সীতার পিতা জনক রাজা শিরধ্বজ ও এই ব্রাহ্মণগণ সমসাময়িক।

রামচন্দ্র অনুমান ২৭৮০ খৃঃ পূঃ হইতে ২৭৬০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন, অতএব ইহারা অগ্রপশ্চাৎ খৃঃ পূঃ ২৮ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ছিলেন।

সত্যযজ্ঞ পুলুষীর ৪ পুরুষ উর্দ্ধে ইন্দ্রোত দৈবাপী শৌনক ছিলেন। ৪ পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে ২৮৮০ খৃঃ পূঃতে ইন্দ্রোত দৈবাপীর থাকা ধরা যায়। সুতরাং রাজা জন্মেজয় ২৮৮০ খৃঃ পূঃর অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে ছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে উদ্দালক আরুণি, বেদ ও উপমন্যু ধৌম্য ঋষির শিষ্য ছিলেন। ইহা অসম্ভব, কারণ ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি ভারতযুদ্ধ অনুমান ১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে হইয়াছে, সুতরাং ধৌম্য ও উপমন্যু উদ্দালকের মধ্যে (২৭৮০-১৯৩৭) ৮৪৩ বৎসরের ব্যবধান। অতএব উদ্দালক উপমন্যু আদি ধৌম্যের শিষ্য হইতে পারে না। হয় ত ঐ নাম ধারী অন্য ঋষি হইবেন।

আমরা উপরে দেখিয়াছি রাজা আজমীর অনুমান ৩৬ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে ছিলেন। সুতরাং জন্মেজয়ের (৩৬—২৯) অনুমান ৮০০ বৎসর পূর্বে আজমীর ছিলেন। এই ৮০০ বৎসর মধ্যে কেবল ঋক্ষ,

(১) শত পথ ব্রাহ্মণ ১০, ৬, ১, ২ ; ছন্দোগ্য উপনিষদ ৩, ১১, ৪।

'সম্বরণ, কুরু, অবিক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ এবং জন্মেজয় প্রভৃতি ছয় জনের রাজত্ব হইতে পারে না। এই সময় মধ্যে বহু রাজাই ছিলেন। পুরাণে 'তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় না। অন্যত্রও পাইবার উপায় নাই।

সূর্য্যবংশ ধরিয়া হিসাব করিলে এই সময় মধ্যে অন্ততঃ ৩২ জন রাজা থাকা উচিত। কিন্তু পুরাণের চন্দ্রবংশের বংশাবলী সম্পূর্ণ নহে, অনেক নাম বাদ আছে। রাজা জন্মেজয়ের পরেও রাজা প্রতীপ পর্যন্ত অনেক অপ্রসিদ্ধ রাজার নাম বাদ আছে।

রাজা প্রতীপ কৃত্তিকা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির অবস্থান কালে ছিলেন। এই সপ্তর্ষি চক্র অন্ধ্র রাজাদিগের রাজত্বের শেষে শেষ হইয়াছে। অন্ধ্র বংশ ৪২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছে। সুতরাং ২৪ নক্ষত্রে ২৪০০ বৎসর মধ্যে ৪২৩ খৃষ্টাব্দ বাদ দিলে (১৪০০-৪২৩) ১৯৭৭ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়, ইহার সহিত প্রতীপের রাজত্ব কালের ২৪ বৎসর যোগ করিলে (১৯৭৭+২৮) ২০০১ খৃঃ পূঃ অর্থাৎ ২১ খৃঃ পূঃ শতাব্দী পাওয়া যায়। রাজা দ্বিতীয় জন্মেজয় ২৯ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে ছিলেন। তৎসহ ২১ শতাব্দী বাদ দিলে (২৯—২১) ৮ শতাব্দী অর্থাৎ ৮০০ বৎসর পাওয়া যায়। এই ৮০০ বৎসরের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনুমান হয় এ সময় আরও অন্ততঃ ৩২ জন রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে ১৩টি অপ্রসিদ্ধ নাম মাত্র পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু বংশীয় মরু এবং চন্দ্রবংশীয় দেবাপী সম্ভবতঃ প্রায় এক সময়েই (২২ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে ছিলেন (বায়ু ৯৯।৪৩৭)।

রাজা প্রতীপের পরে সম্ভবতঃ, রাজা **শান্তনু** রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। শান্তনু রাজার ভীষ্ম নামে এক পুত্র ছিল। মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী নামে এক দাস অর্থাৎ মৎস্যজীবি কর্তৃক প্রতিপালিতা কন্যাকে দেখিয়া রাজা শান্তনু তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সত্যবতী ভীষ্ম

বর্তমানে তাহার পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আপত্তি করিলেন। পিতৃ ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি রাজ্য গ্রহণ করিবেন না, এমন কি বিবাহও করিবেন না। তখন সত্যবতীর সহিত শান্তনু রাজার বিবাহ হইল। এই সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রের নাম বিচিত্রবীর্য।

উনবিংশ অধ্যায়।

পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শিক্ষা।

বিচিত্রবীর্যের পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় তিনি পিতৃসিংহাসন পাইলেন না। পাণ্ডু রাজা হইলেন, রাজা পাণ্ডুর পাঁচটী পুত্র ছিল (১) যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আদি এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা আচার্য্য দ্রোণের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাদের পরীক্ষার সময়ে দ্রোণাচার্য এক বৃক্ষের ডালে একটী কৃত্রিম পক্ষী বসাইয়া শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিতে বলিয়া, বলিলেন "এই পক্ষীর মস্তক বাণ দ্বারা ছেদন করিতে হইবে।" যে পরীক্ষা দিতে আসিল তাহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি লক্ষ করিয়া কাহাকে কাহাকে দেখিতেছ?" তাহারা একে একে সকলেই বলিল পক্ষী ও আপনাদের সকলকেই দেখিতেছি, তিনি তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া অর্জ্জুণকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি—কাহাকে দেখিতেছ?" অর্জ্জুন বলিল, আমি কেবল পক্ষীর মস্তক দেখিতেছি আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। দ্রোণাচার্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন

"পক্ষীর মস্তক ছেদন কর," অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ পক্ষীর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এই পরীক্ষার পরে রঙ্গস্থলে সাধারণের সম্মুখে পরীক্ষা হইল। সকলে আপনাপন শিক্ষার পরিচয় দিল। দুর্য্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধে সমান হইল। অর্জ্জুনের সম যোদ্ধা কেহ হইল না। এমন সময়ে **কর্ণ** নামে এক বীর রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বলিল আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। কর্ণ নিজের কোন পরিচয় দিতে না পারায় সভায় স্থির হইল সমান অবস্থার লোক ব্যতিত অন্যের সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবে না। বুদ্ধিমান দুর্য্যোধন দেখিলেন অর্জ্জুনের সম্মুখে দাঁড়ায় এমন বীর তাহাদের পক্ষে নাই। তখন তিনি বলিলেন "আমি কর্ণকে অঙ্গ দেশের রাজত্ব দিলাম এবং তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। যুদ্ধে কর্ণ ও অর্জ্জুন সমান হইল। দুর্য্যোধন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলেন।

যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দুর্য্যোধন দুঃখিত হইয়া কিরূপে পাণ্ডবদিগকে নিজের পথ হইতে সরাইবেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বারণাবত নামক একটি সুরম্য নগর দেখিবার জন্য পঞ্চ পাণ্ডব ইচ্ছুক হইলেন। দুর্য্যোধন সুযোগ বুঝিয়া গোপনে পুরোচন নামক একজন লোককে পাঠাইয়া তথায় এক গালার গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। পঞ্চ পাণ্ডব মাতাসহ তথায় গেলে পুরোচন তাঁহাদিগকে ঐ গৃহে বাস করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিল। পাণ্ডবগণ সেই গৃহে থাকিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পিতার এক দাসী:পুত্র ছিল তাহার নাম বিদুর। তিনি ধার্মিক ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের মনের ভাব জানিতে পারিয়াই একজন খনককে পাঠাইয়া ঐ গালার গৃহ মধ্যে একটী সুরঙ্গ খনন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাত্রিতে পঞ্চপাণ্ডব মাতাসহ নিদ্রিত হইলে পুরোচন

ঐ গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। গৃহ জ্বলিয়া উঠিলে বিদুরের লোক সুড়ঙ্গ দেখাইয়া পলাইতে বলিলে মাতাসহ পণ্ডুপুত্রগণ ঐ সুরঙ্গ পথে পলায়ন করিলেন। এক নিষাদী ঐ দিন তাঁহার পাঁচটী পুত্রসহ ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, তাঁহারা পুড়িয়া মরিল। তাহাদিগকে দেখিয়া, পাণ্ডুপুত্রগণ মাতাসহ পুড়িয়া মরিলেন মনে করিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। পুরোচন সন্তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে জানাইল যে, পাণ্ডুপুত্রগণ মাতাসহ পুড়িয়া মরিল।

পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ বেশে পলায়ন করিতে করিতে দ্রুপদ রাজার রাজ্য, দ্রুপদনগরে উপস্থিত হইল। সেখানে শুনিল রাজা দ্রুপদ তাঁহার কন্যা দৌপদীর বিবাহ দিবার মানসে এক সভা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিতেছেন, সভা মধ্যে যে লক্ষ্য নির্মিত হইয়াছে, ঐ লক্ষ্য যে ভেদ করিতে পারিবে তাহার সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন। দুর্য্যোধনাদি বহু রাজা এই সভায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণ বেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিলেন। সমাগত রাজাগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে থামাইয়া দিলেন।

পাণ্ডবগণ দৌপদীসহ বাসায় গিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা! আজ একটি অপূর্ব বস্তু ভিক্ষায় পাইয়াছি।" মাতা গৃহ মধ্যে ছিলেন, না দেখিয়াই বলিলেন "যাহা পাইয়াছ পাঁচ ভাই মিলিয়া ভোগ কর।" পরে বাহির হইয়া আসিয়া দৌপদীকে দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, "হায়! কি বলিলাম!" মাতৃ আজ্ঞায় পাঁচ ভাই মিলিয়া দৌপদীকে বিবাহ করা স্থির করিলেন। মাতা দুঃখিতা হইয়া বলিলেন পাঁচজনের সহিত কেমন করিয়া বিবাহ দিব? ইহা দেশাচার বিরুদ্ধ।

এমন সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস আসিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন "ধর্ম্মই হউক আর অধর্মই হউক মাতৃ আজ্ঞা, সুতরাং ইহা

বিধির বিধান। অতএব তোমরা পাঁচজনেই বিবাহ কর, তাহাতে কোন পাপ হইবে না।" বিবাহ হইল, যৌতুক স্বরূপ রাজা বিবিধ দ্রব্য, অশ্ব রথ, সুতীক্ষ্ণশর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভুশুণ্ডী, পরশু প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র দিলেন। পাণ্ডবগণ অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল যুদ্ধাস্ত্রগুলি লইলেন।

অন্ধ রাজা সমস্ত শুনিয়া কর্তব্য স্থির করিবার জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনা স্থির করিলেন। বিদুরকে পাঠাইয়া পঞ্চপাণ্ডবকে আনাইলেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থ নামক স্থানে তাঁহাদিগের রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদিগকে তথায় পাঠাইলেন।

দ্রৌপদীর সম্বন্ধে নিয়ম হইল পাঁচজনের মধ্যে যিনি যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবেন, তখন অন্য কেহ যাইতে পারিবে না, যদি যায় তবে ১২ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এক দিন কোন অনিবার্য কারণে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর নিকট থাকা কালে অর্জ্জুন সেই গৃহে যাইতে বাধ্য হইলেন এবং ১২ বৎসর নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন। এই নির্বাসনাবস্থায় অর্জ্জুন ক্রমে নাগরাজ কন্যা উলুপী, মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। পুষ্কর তীর্থে বাস করতঃ ১২ বৎসর পূর্ণ হইলে ইন্দ্রপ্রস্থে ভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চ ভ্রাতা পরম সুখে কিছু দিন বাস করিবার পর তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞ করা স্থির করিলেন। অসুরদিগের বিশ্বকর্মা ময় নামক অসুর দ্বারা যজ্ঞ সভা প্রস্তুত করাইলেন। এই সভা অতি সুন্দর ভাবে কৌশলে নির্মিত হইয়াছিল। যজ্ঞ কালে এক দিন সভার একটি কৃত্রিম সরোবরে দুর্যোধন অবতরণ করিতে গিয়া পরিধেয় বস্ত্র ভিজিবে মনে করতঃ কাপড় উঠাইয়া ছিলেন, পরে কৃত্রিম সরোবর দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন।

এই যজ্ঞ উপলক্ষে পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উত্তর দিকে গিয়া মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী গন্ধর্ব (দ্রাবিড়িয়ান) দেশ জয় করিয়া উত্তর কুরু পর্যন্ত, জয় করিয়াছিলেন।

ভীম পূর্ব দিকে গিয়া জলোদ্ভব দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই জলোদ্ভব দেশ রামায়ণে নূতন গঠিত চর বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে ইক্ষু সমুদ্র ছিল। ভীম সে ইক্ষু সমুদ্র দেখিতে পাইলেন না, তথায় গঙ্গা দেখিলেন। ইক্ষু ষমুদ্রগর্ভ এই ৭।৮ শত বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হইয়া গঙ্গাগর্ভ হইয়াছে। পূর্বের লোহিত সমুদ্র পূর্ণ হয় নাই, তখন সমুদ্রই ছিল। অর্জ্জুন মহাপ্রস্থান কালে এই লোহিত সমুদ্রে তাঁহার গাণ্ডীব ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ভীম শ্যাম (শমর্ক) ও বর্মা (বর্মক) দেশ ও সুহ্ম প্রসুহ্ম দেশ জয় করিয়াছেন। সেখান হইতে আসিয়া মুঙ্গের ও অঙ্গদেশ জয় করতঃ কৌশিকী কচ্ছ অর্থাৎ কৌশিকী নদীর জলা ভূমি জয় করিয়া পৌড্র দেশ জয় করতঃ বঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন, তখন বঙ্গের পশ্চিম দিকে রাঢ় বা সুহ্ম দেশ স্থাপিত হয় নাই। বঙ্গ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এই সময় সম্ভবতঃ পূর্ব দিকে ভাওয়াল পর্যন্ত নূতন দেশ গঠিত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তখন ভাওয়ালের লাল মাটীর দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে লোহিত সমুদ্রই ছিল। সমতট প্রদেশ তখনও গঠিত হইয়াছিল না।

সহদেব দক্ষিণ দিকে গিয়া মথুরা, মৎস্যদেশ, অবন্তী দেশাধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দদ্বয়কে জয় করিলেন, পাণ্ড্যরাজকে জয় করিয়া, কিস্কিন্ধাতে বানররাজ অর্থাৎ দ্রাবিড়িয়ানদিগকে পরাজিত করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপহার সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে মাহিষ্মতী, সুরাষ্ট্র, ভোজকট প্রভৃতি দেশের রাজাদিগের নিকট বহু উপহার সংগ্রহ করিলেন। বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইয়া তৎপ্রদত্ত মহামুল্য মণিমালাদি উপহার গ্রহণ করতঃ অন্ধ্র, উড্র ও কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন।

নকুল পশ্চিম দিকে গিয়া দশার্ণ দেশ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, পঞ্চ নদ প্রভৃতি রাজাদিগের নিকট উপহার গ্রহণ করতঃ শাকল দেশে মদ্রাধিপতি মাতুল শল্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ উপহার গ্রহণ করতঃ ফিরিয়া আসিলেন।

যজ্ঞ সময়ে দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাশা খেলার ছল করিয়া তাহাদের সমস্ত রাজ্য ধন-রত্নাদি, সর্বশেষে দ্রৌপদীকে পর্যন্ত জিতিয়া লইয়াছিল। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। দুঃশাসন তাহাকে সভা মধ্যে উলঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপনে থাকিয়া দ্রৌপদীর সম্মান কৌশলে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরে পাণ্ডবদিগকে সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্যোধন পিতাকে বুঝাইয়া পুনরায় পাশা খেলায় তাহাদের সমস্ত জিতিয়া লইল। দুইবারেই দুর্যোধনের পক্ষে তাহার মাতুল শকুনি পাশা খেলিয়াছিল। দুই বারই ছল করিয়া জিতিয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে পাণ্ডবগণ আবার সমস্ত হারিলেন এবং ১২ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করিয়া দ্রৌপদী সহ বনে গিয়াছিলেন।

বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবগণ অর্দ্ধ রাজ্য ফিরিয়া চাহিয়াছিল। দুর্যোধন বলিয়াছিলেন বিনা যুদ্ধে একটী সূঁচের অগ্রভাগে যে মৃত্তিকা উঠে তাহাও দিবে না। সুতরাং যুদ্ধ হইল, ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা উভয় পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। সকলেই হত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও এক রাত্রিতে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতাবস্থায়, কাপুরুষের ন্যায়, সকলকে হত্যা করিয়াছিল। দ্রৌপদীর ভ্রাতা ও পঞ্চপুত্র ও ঐ সঙ্গে হত হইয়াছিল। এইরূপে দুর্যোধন পক্ষে ঐ তিনজন

এবং পাণ্ডবপক্ষে তাহারা পঞ্চ ভ্রাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকী বাঁচিয়াছিল। আর প্রায় সমস্ত সৈন্য হত হইয়াছিল। অল্প সংখ্যক সৈন্য হয়ত পলায়ন করিয়া থাকিবে। সর্ব্বসমেত একশত ছিয়াসট্টি কোটি বিশ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে। ২৪ সহস্র একশত পয়সট্টি যোদ্ধা পলায়ন করিয়া থাকিবে (১)।

বিংশ অধ্যায়।

ভারত যুদ্ধের সময়।

ভারত যুদ্ধের সময় হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু বুঝিয়া লইতে হয়। পরবর্ত্তীকালে এই সময় ভেস্তা হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে রাজা পরীক্ষিতের অভিষেকের সময় ১২০০ কল্যব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সপ্তর্ষি এ সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন (২)। ৩১০১ খৃঃ পূতে কলি আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং ৩১০১-১২০০=১৯০১ খৃঃ পূঃতে পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছে। তৎপূর্বে যুধিষ্টির ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। ১৯০১ খৃঃ পূঃ+৩৬=১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পুরাণের শ্লোকের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্ত্তী কালে এই সময় গোল-যোগ হইয়া ঐতিহাসিকগণের ইচ্ছামত ভুল সময় নির্ণীত হইতেছে। এক ভারত যুদ্ধের বহু প্রকার সময় নির্ণীত হইয়াছে—

১।	কনিংহাম সাহেব ...	৩১০১ খৃঃ পূঃ
২।	ডাক্তার এ, সি, দাস ...	৩০০০ ,,
৩।	অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ...	১৯৪৬ ,,
৪।	অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যাবিনোদ ...	১৪৫৫ ,,

(১) মহা-স্ত্রী—২৬ অধ্যায়। (২) বিষ্ণু পুরাণ ৫।২৪।৩৪।

৫। মিঃ কে, পি, জয়সাওয়াল ... ১৪২৪ খৃঃ পূঃ
৬। ডাক্তার সীতানাথ প্রধান ... ১১৫৫ ,,
৭। কেম্ব্রিজের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ... ১০০০ ,,
৮। মিঃ পার্জিটার ... ৯৫০ ,,
৯। ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ... ৯০০ ,,

এই নয়টী সময়ের মধ্যে (৩১০১-৯০০) ২২৮১ বৎসরের ব্যবধান। অথচ একমাত্র ভারত যুদ্ধের এতই সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মীমাংসার কোন চেষ্টা হয় নাই। আমরা উপরের লিখিত মত ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ ভারত যুদ্ধের কাল পুরাণ মতেই পাইয়াছি। ইহাই প্রকৃত কাল।

পুরাণ মতে ভারত যুদ্ধে মগধরাজ সহদেব নিহত হইলে সোমাধি মগধের রাজা হইয়াছিলেন। সোমাধি হইতে এই বার্হদ্রথ বংশ ১০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে প্রদ্যোৎবংশ ১৪৮ বৎসর, শিশুনাগ বংশ ৩৬২ বৎসর, নন্দ বংশ ১০০ বৎসর, চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য বংশ) ২৪ বৎসর। বিন্দুসার ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে অশোক অভিষিক্ত হইয়াছেন। অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরের তাঁহার একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাঁচজন গ্রীক রাজার নাম আছে। অশোক অনুশাসনের অনুবাদক প্রসিদ্ধ হুল্‌ছ সাহেব তাঁহাদিগের সময় নিম্নলিখিত মত স্থির করিয়াছেন—

১। এণ্টিওকাস্ ১ম সোটর ... ২৮০-২৬১ খৃঃ পূঃ
এণ্টিওকাস্ ২য় থিয়স (ঐ পুত্র) ... ২৬১-২৪৩ ,,
২। টলেমী ২য় ফিলাডেল্‌ফস্ (ঈজিপ্ট) ... ২৮৫-২৪৭ ,,
৩। এণ্টিগোনাস্ গোনেটাস্, (ম্যাসিডোনিয়া) ২৭৬-২৩৯ ,,
৪। মেগাস্ (সাইরিণ) ... ৩০০-২৫০ ,,
৫। এলেক্‌জাণ্ডার (এপিরাস) ... ২৭২-২৫৫ ,,

সুতরাং ইহাঁরা সকলেই ২৬১ খৃঃ পূঃতে ছিলেন। এই ২৬১ খৃঃ পূঃ আমরা অশোকের ত্রয়োদশ অনুসাশন কালে ধরিতে পারি।

		২৬১ খৃঃ পূঃ
অশোকের ত্রয়োদশ লিপি	...	১৩ ,,
অশোকের অভিষেক পূর্ব	...	৪ ,,
		২৭৮
মৌর্য বংশীয় বিন্দুসার	...	২৫ ,,
		৩০৩
মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত	...	২৪ ,,
		৩২৭
নন্দ বংশ কাল	...	১০০ ,,
		৪২৭
শিশুনাগ বংশ	...	৩৬২ ,,
		৭৮৯
প্রদ্যোৎ বংশ	...	১৪৮ ,,
		৯৩৭
বার্হদ্রথ বংশ	...	১০০০ ,,
		১৯৩৭

অতএব এই **১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধ** হইয়া থাকিবে। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

ভারত যুদ্ধ শেষ হইলে যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। অর্জ্জুনের স্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী, সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

পাণ্ডবগণের বনবাসের পরে অজ্ঞাত বাসের শেষে বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছিল।

ভারত যুদ্ধ কালে ৮ জন বীর (দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি) এই ষোল বর্ষ বয়স্ক বীর অভিমন্যুকে অষ্টবজ্রে (৮ জন মহাবীর কর্তৃক) পরিবেষ্টিত করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আটজন বীর এক বালকের সহিত ন্যায় যুদ্ধে না পারিয়া অন্যায় যুদ্ধে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। এই অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। দ্রোণ পুত্র দুষ্ট অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে এই গর্ভ রক্ষা পাইয়াছিল। রাজা পরীক্ষিৎ এই গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, ভারত যুদ্ধের পরেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিলে তাহার রক্ষার্থ অর্জ্জুন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অশ্ব নিম্নলিখিত রাজ্য সমূহের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল। তাঁহার গমনকালে পাণ্ডবপক্ষীয় হত রাজগণের পুত্র অর্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। দুর্যোধন পক্ষীয় মৃত রাজগণের পুত্রগণ অর্জ্জুনের সহিত আক্রোশ বশতঃ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। অর্জ্জুন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ মত কাহাকেও হত্যা করিবেন না।

অর্জ্জুন অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্তর দিকে গমন করতঃ ত্রিগর্ত্ত দেশে উপস্থিত হইলেন, ত্রিগর্ত্তরাজ ভারতযুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া হত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ অর্জ্জুনকে নিজের দেশে পাইয়া তাঁহাকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল। অর্জ্জুন প্রথমে তাহাদিগকে যুদ্ধ না করিতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহারা শুনিলেন না। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন, অর্জ্জুনও সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে বিরত হইলেন।

যজ্ঞীয় অশ্ব ক্রমে প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলে ভারতযুদ্ধে বাজা দুর্যোধনের পক্ষীয় নিহত রাজা ভগদত্তের পুত্র ব্রজদত্ত নিজ অধিকারে অশ্ব পাইয়া ধৃত করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, বজ্রদত্ত হস্তী আরোহণে যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। হস্তী নিহত হইলে তিনি হস্তীসহ ভূতলে পতিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করিব না। আগামী চৈত্র পূর্ণিমাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন, তুমি ঐ সময় হস্তিনাপুরে গমন করতঃ আমোদ প্রমোদ করিবে। বজ্রদত্ত সম্মত হইলে অর্জ্জুন যুদ্ধে বিরত হইলেন।

সিন্ধু দেশের অধিপতি জয়দ্রথ ভারত যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। তিনি দুর্যোধনের ভগ্নীপতি হইতেন। এক্ষণে তাঁহার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অর্জ্জুন তাহাদের সহিত যুদ্ধ চাহিলেন না। তাহাদের দুর্বিনীত ব্যবহারে পরে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুর্যোধনের ভগ্নী দুঃশলা তাহার শিশু পৌত্রটিকে লইয়া অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া দয়া প্রার্থনা করিলে অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

অর্জ্জুন ক্রমে মনিপুরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র বভ্রুবাহন রাজত্ব করিতেছিলেন। পিতার আগমন সংবাদে বভ্রুবাহন তাঁহার নিকট আসিলে অর্জ্জুন পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—"তোমার এইরূপে আইসা দেখিয়া আমি মর্মাহত হইলাম। যুদ্ধার্থী হইয়া আমি তোমার রাজ্যে আসিয়াছি। আর তুমি ভীরুর মত আমার শ্মরণাপন্ন হইয়াছ। তোমাকে ধিক্! তুমি নিতান্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছ।

তখন বভ্রুবাহন অগত্যা বাধ্য হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধে পিতা পুত্র উভয়েই পরস্পরের আঘাতে মুর্চ্ছিত হইলেন। জ্ঞান হইলে অর্জ্জুন পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

অতঃপর অশ্ব ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে মগধে উপস্থিত হইল। মগধ রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে চেদি দেশ, কাশী, অঙ্গ, কৌশল ও কিরাত দেশ অতিক্রম করিয়া সেই সেই দেশের রাজাদিগকে পরাস্ত করতঃ দশার্ণ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজাকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণ সাগরের তীর দিয়া দ্রাবিড়, অন্ধ, মহিষক (মহীশর) বাসী বীরগণকে পরাজিত করিয়া সৌরাষ্ট্র, গোকর্ণ, প্রভাস অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে পঞ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গান্ধার দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় দুর্যোধনের মাতুল শকুনির পুত্রকে পরাস্ত করিয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। যথা সময়ে যজ্ঞ শেষ হইল।

এই সময় যুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহা যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধের কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব। তাহাতে যুদ্ধে কিরূপ অস্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত তাহা জানা যাইবে—

ভীষ্ম বলিয়াছেন—"আমি তাঁহার (পরশুরামের) প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও আমার প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্য নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনবরত প্রদীপ্তমুখ উরগের ন্যায় সাতিশয় ভয়ানক শরজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি ও নিষিত শত সহস্র ভল্লাস্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষে পুনঃ পুনঃ তাহা ছেদন করিতে লাগিলাম। জামদগ্ন্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ করিলে আমিও অস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেই সকল অস্ত্র নিবারণ করিলাম। তখন নভোমণ্ডলে এক সুগভীর শব্দ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর আমি বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তিনি গুহ্যকাস্ত্র দ্বারা তাহা প্রতিহত করিলেন। পরে আমি মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ

করিলাম। তিনি বরুণাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। অনন্তর তিনি আমাকে বাম পার্শ্বস্থ করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। পরে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার প্রতি শর প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তিনি সেই সরলগামী শরজাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তিন তিন বাণে তাহার এক একটি ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য অন্তকোপম অতি প্রদীপ্ত এক বাণ প্রয়োগ করিলাম। তিনি তাহার আঘাতে নিপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। জ্ঞান হইলে পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পরদিন তিনি প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় একশক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহা তেজপ্রভাবে দিকসমূহ সমাচ্ছন্ন করিয়া আসিতে লাগিল। আমি শরদ্বারা সেই শক্তি তিনখণ্ডে ছেদন করিলাম। অনন্তর তিনি এককালে দ্বাদশটি শক্তি প্রয়োগ করিলে প্রদীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য সেই শক্তি সমুদায়কে আসিতে দেখিয়া আমি দ্বাদশটি শর প্রয়োগ করিয়া প্রতিহত করিলাম। অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শক্তিসকল নিক্ষেপ করিলেন। আমি চর্ম্ম দ্বারা তাহা নিবারণ ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করতঃ নিপাতিত করিয়া অনবরত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। দিবাকর অস্তগত হইলে সেদিনের মত যুদ্ধ বিরত হইল।

পরদিন পরশুরাম এক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। আমি তাহা নিবারণ জন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; তখন বোধ হইল যেন প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। গগনতল প্রজ্বলিত ও দিগমণ্ডল ধূমায়িত হইতে লাগিল। ঐ অস্ত্রও নিবারিত হইল" ইত্যাদি। গুরুশিষ্য কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে না পারিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন (১)।

---

(১) মহা-উদ্যোগ ১৭৯-১৮৪ অধ্যায়।

১৯৩৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত আর্যগণ এইরূপে যুদ্ধ করিতেন। আমরা ইহা বুঝিতেই অক্ষম। তাই ইহা কবির কল্পনা বলিয়া সন্তুষ্ট হই।

রাজা যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ পূঃতে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদী সহ মহাপ্রস্থান উপলক্ষে পূর্বমুখে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে অসংখ্য দেশ নদী উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অর্জ্জুন সমুদ্র মধ্যে গাণ্ডীব ও তূনীর নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণ মুখে লবণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দুর গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর দিয়া পশ্চিম মুখে গমন করতঃ দ্বারকাপুরীতে গিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মহাভারতের এই নির্দ্দেশমত আমরা দেখিতে পাই পাণ্ডবগণ বগুড়া জেলার বরেন্দ্রদেশের দক্ষিণে লবণ সমুদ্র পাইয়াছিলেন। এই সমুদ্রের উত্তর তীরে বগুড়া জেলায় বরেন্দ্রের দক্ষিণ সীমা, রাজসাহী জেলার মান্দা ও নন্দিগ্রাম থানার উত্তরাংশের বরেন্দ্র দেশ, মান্দা গ্রাম পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে মান্দা, মাদারিপুর, কামারগ্রাম, তালন্দ, মাণ্ডৈল, দেওপাড়া ও বিজয়নগর। পূর্বদিকে এই সমুদ্র বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর ভাওয়াল অঞ্চলের লাল মাটির দেশের, দক্ষিণ পর্যন্ত। 'ব' দ্বীপ তখন ছিল না। রাজসাহী সহর তখনও গঠিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তখন আত্রাই নদীর গর্ভে তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদী ছিল। এই তিস্তা নদীর পরিত্যক্ত গর্ভই পরে আত্রাই নাম পাইয়া থাকিবে। এখান হইতে নদীর রোখ্ দক্ষিণপূর্বভাগে দেখা যায়। পাবনাজেলা সম্পূর্ণই তখন সমুদ্রতলে ছিল। এইজন্য রাজসাহীর এই অংশ হইতে পাবনা জেলার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বিল দেখা যায়।

মান্দার দক্ষিণে মাদারিপুরের নিকট বিহারৈল নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার থাকা অনুমান হয়। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই এই গ্রামের নাম বিহারৈল হইয়া থাকিবে। তালন্দ গ্রামে সমুদ্রের তীরে একটি দেবমন্দির ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সমুদ্রের ঢেউ যতদূরে যাইতে পারে তাহা ছাড়াইয়া ঐ মন্দিরটি ছিল। এখানে একটি বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তি এক্ষণে বরেন্দ্র রিসার্চ্চ গৃহে আছে। তালন্দের দক্ষিণে বর্ত্তমান খেতুর রোড রেল ষ্টেসনের নিকটে মাগুইল নামে একটি গ্রাম আছে। এখানেও ইষ্টকালয়, বড় বড় দীঘি দেখা যায়। সম্ভবতঃ কোন মণ্ডলপতি এখানে বাস করিতেন। এই মাগুইলের পূর্ব্বদিকে সমুদ্র ছিল। পরে ইহার পূর্ব্ব দিয়াই তিস্তানদী প্রবাহিত হইত।

পরিশিষ্ট।

ভারত যুদ্ধের সময়।

পুরাণের সময় সপ্তর্ষিচার গণনা অনুসারে সময় গণিত হইত। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—

"আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথম যে দুই নক্ষত্র উদয় হয় সেই নক্ষত্র দ্বয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্র দ্বয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে একটি করিয়া (রাশিচক্রস্থিত) নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ একটি নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ একশত বৎসর কাল অবস্থান করে। হে দ্বিজোত্তম? সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের সময় মধ্যবর্ত্তী মঘা নক্ষত্রযুক্ত ছিল, সেই সময় কলির শতাত্মক দ্বাদশ অব্দ অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শততম বর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছিল" (১)।

গর্গ ঋষি বলিয়াছেন—"কলিদ্বাপরের সন্ধি সময়ে সপ্তর্ষি মঘাতে ছিল।" যাহারা এই শ্লোক অনুসারে কলির প্রথমে সপ্তর্ষি নক্ষত্রে মঘার

(১) বায়ু পুরাণ ৯৯।৪২৩ শ্লোক।

অবস্থান ধরেন তাহারা উপরিউক্ত ৩৪ শ্লোকের ঐ পাঠ মানিতে চাহেন না। কারণ কলির প্রথমে সপ্তর্ষির মঘাতে অবস্থান ধরিয়া ১২০০ কলির গতাব্দা পাওয়া যায় না। তাই তাঁহারা ঐ শ্লোকের ১২০০ বৎসরকে কলির পরিমাণ ধরিলেন। কিন্তু কলির প্রথমে ৩১০১ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধ ধরিলে পুরাণের সময় মিল হয় না। যথা—

		৩১০১	খৃঃ পূঃ
বার্হদ্রথবংশের রাজত্ব কাল	...	১০০০	
		২১০১	,,
প্রদ্যোত বংশ কাল	...	১৪৮	
		১৯৫৩	,,
শিশুনাগ বংশ কাল	...	৩৬২	
		১৫৯১	,,
নন্দবংশ ক্যল	...	১০০	
		১৪৯১	,,
মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত কাল	...	২৪	
		১৪৬৭	,,
বিন্দুসা[illegible] কাল	...	২৫	
		১৪৪২	,,

অশোক কাল ইহার পরে অর্থাৎ ১৪৪২ খৃঃ পূঃ হইতে ধরিতে হয়। কিন্তু উপরে আমরা দেখিয়াছি ২৬১ খৃঃ পূঃ অশোকের ত্রয়োদশ লিপি কাল। সুতরাং ১৪৪২-২৬১=১১৮১ বৎসরের তফাৎ পড়িয়া যাইতেছে। অতএব দেখা গেল গর্গ মতে কলির আরম্ভে মঘাতে সপ্তর্ষির অবস্থান ধরিয়া ঠিক সময় পাওয়া যাইবে না।

উপরে ৩৪ শ্লোকের আমরা অর্থ করিয়াছি—পরাক্ষতের সময় সপ্তর্ষি মঘাতে ছিল তখন কলির ১২০০ গতাব্দা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।" এই অর্থ অনুসারে ৩১০১ খৃঃ পূঃ মধ্যে ১২০০ বৎসর বাদ দিলে (৩১০১-১২০০) ১৯০১ খৃঃ পূঃ থাকে। তৎসহ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল ৩৬ বৎসর যোগ দিলে (১৯০৬+৩৬) ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ ভারত যুদ্ধকাল পাওয়া যাইতেছে।

		১৯৩৭	খৃঃ পূঃ
বার্হদ্রথবংশ রাজত্বকাল	...	১০০০	
		৯৩৭	,,
প্রদ্যোৎ বংশ কাল	...	১৪৮	
		৭৮৯	,,
শিশুনাগ বংশ কাল	...	৩৬২	
		৪২৭	,,
নন্দ বংশ কাল	...	১০০	
		৩২৭	,,
মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত কাল	...	২৪	
		৩০৩	,,
,, বিন্দুসার কাল	...	২৫	
		২৭৮	,,
অশোকের অভিষেক পূর্ব	...	৪	
		২৭৪	,,
,, ত্রয়োদশ লিপিকাল	...	১৩	
		২৬১	,,

২৬১ খৃঃ পূঃ পাওয়া গেল, সুতরাং ৩৪ শ্লোকের অর্থ ১২০০ কলির গতাব্দা ধরিলে মিলিবে। কিন্তু এই গণনার মুল কোথায় ?

সাকল্য নামে এক ঋষি বলিয়াছেন—

সপ্তর্ষি অগ্রগতি অনুসারে (precession) শত বর্ষ এক এক নক্ষত্রে ভোগ করে। ভবৃত্ত অর্থাৎ নক্ষত্র চক্রে অব্দ গণনার অনুরোধে এই গতি কল্পনা করা হইয়াছে। যুগের আদিতে অর্থাৎ কলি প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সপ্তর্ষি শ্রবণা নক্ষত্রের আদিতে ছিল।" (সাকল্য সংহিতা)।

এই গণনানুসারে কলির আরম্ভে অগ্রগতি অনুসারে শ্রবণা হইতে সপ্তর্ষি উত্তরাষাঢ়ায় আসিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের ৩৪ শ্লোকে লিখিত আছে— পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিল। গর্গ পরীক্ষিতের নাম করেন নাই, দ্বাপরের শেষ ও কলির আরম্ভে বলিয়াছেন। কিন্তু সাকল্য পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষির মঘাতে অবস্থান বলিয়াছেন বটে কিন্তু কলির আরম্ভ বা দ্বাপরের শেষ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বরং কলির শতাত্মক দ্বাদশ অব্দ (নক্ষত্রাব্দ) বলিয়াছেন। অতএব (১) উত্তরাষাঢ়া, (২) পূর্বাষাঢ়া, (৩) মূলা, (৪) জ্যেষ্ঠা, (৫) অনুরাধা, (৬) বিশাখা, (৭) স্বাতি, (৮) চিত্রা, (৯) হস্তা, (১০) উত্তরফাল্গুনী, (১১) পুর্বফাল্গুনী, (১২) মঘা, এই ১২টি নক্ষত্রে ১২ শতাব্দী কলির গতাব্দা পাওয়া গেল। সুতরাং ৩৪ শ্লোকের শতাত্মক দ্বাদশ অব্দ যে কলির গতাব্দা তাহা পাওয়া গেল। এতদনুসারে ৩১০১—১২০০=১৯০১+৩৬=১৯৩৭ ভারত যুদ্ধকাল পাওয়া যাইতেছে। রাজাদের বংশকাল বাদ দিয়া ২৬১ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ লিপিকাল যে পাওয়া গিয়াছে তাহা আমরা উপরে দেখিয়াছি। অতএব **ভারত যুদ্ধকাল ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ ঠিক।**

প্রমাণ।

বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—"পরীক্ষিতের সময় মঘাযুক্তা সপ্তর্ষির শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। অন্ধ্রান্তে সপ্তর্ষি ২৪ নক্ষত্রে থাকিবে।"

এই শ্লোকে দুইটি গণনা আছে—(১) পরীক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং ৩৪ শ্লোকে ১২০০ কলির গতাব্দই ধরিতে হইবে। (২) অন্ধ্রান্তে সপ্তর্ষি মঘা হইতে ২৪ নক্ষত্রে যাইবে। রাশিচক্রের ২৪তম নক্ষত্রের নাম শতভিষা। মঘা হইতে শতভিষা ১৮ নক্ষত্র, সুতরাং ১৮০০ বৎসর পাওয়া যায়। ২৪০০'বৎসর হইল না। সাকল্য মতে—

মঘার পরে ২৪ নক্ষত্র পুনর্বসু। অন্ধ্রের শেষ পর্যন্ত ২৪০০ বৎসর হইতে হইবে। যথা—

বার্হদ্রথবংশ কাল	...	১০০০	বৎসর
প্রদ্যোৎবংশ কাল	...	১৪৮	,,
শিশুনাগবংশ কাল	...	৩৬২	,,
নন্দবংশ কাল	...	১০০	,,
মৌর্যবংশ কাল	...	১৩৭	,,
সুঙ্গবংশ কাল	...	১১২	,,
কণ্ববংশ কাল	...	৪৫	,,
অন্ধ্র বংশ কাল	...	৪৫৬	,,
		২৩৬০	,,
বাদ মঘার	...	৩৭	,,
		২৩২৩	,,

ঠিক ২৪ নক্ষত্র শতাব্দী হইয়াছে। এরূপ মিল অন্য কোন গণনায় হইবে না। সুতরাং আমাদের গণনা ঠিক।

ইহাতে আরও জানা যাইতেছে যে পুরাণে লিখিত রাজবংশের রাজত্ব-কাল ঠিক আছে। অনেকে এই রাজত্বকাল কম করিয়া নিজ গণনা মিল করেন। তাহা সঙ্গত নহে।

ধাঁধা

প্রাচীন পৌরাণিকগণ এবং বর্তমান ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত পুরাণের শ্লোকের ধাঁধায় পড়িয়া রাজবংশের রাজত্বকাল কম করিয়া বসেন—

বিষ্ণুপুরাণে—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভি সেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৪।২৪।৩২

অর্থাৎ "পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত ১০১৫ বৎসর।"

কিন্তু আমরা রাজত্বকাল ঠিক দিয়া পাই—

বার্হদ্রথ বংশ কাল	...	১০০০	বৎসর
প্রদ্যোৎ বংশ কাল	...	১৪৮	,,
শিশুনাগ বংশ কাল	...	৩৬২	,,
		১৫১০	,,

সুতরাং ১০১৫ বৎসর ঠিক নহে, ভুল। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে ১০৫০ বৎসর করিয়াছে, তাহাও ভুল। এরূপ ভুল হইল কেন?

পুরাণে একটি শ্লোক আছে—

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াংমহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ বিষ্ণু ৪।২৪।৩৯

অর্থাৎ "যখন সপ্তর্ষি পূর্বাষাঢ়ায় যাইবে তখন নন্দ প্রভৃতির সময় অপেক্ষা (তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ) কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।"

কিন্তু পৌরাণিকগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"নন্দের সময় সপ্তর্ষি যখন পূর্বাষাঢ়ায় যাইবে তখন কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" নন্দের সময় আমরা উপরে ৪২৭ খৃঃ পূঃ পাইয়াছি।

পৌরাণিকগণ মঘার পর পূর্বাষাঢ়া পর্যন্ত গর্গমতে কেবল ১০ নক্ষত্রে ১০০০ বৎসর পাইলেন। ১৫১০ বৎসর পাইলেন না। ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন, পুরাণ কর্ত্তা ভুল করিয়াছেন। ১০১৫ বৎসরই হইবে;

ভাগবতে এই শ্লোক ঠিক আছে—

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ১২।২।২৬

অর্থাৎ "আপনার (পরীক্ষিতের) জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত এক হাজার পাঁচ শত দশ বৎসর।"

এই শ্লোক দেখিয়া মনে হয় বিষ্ণু পুরাণে "জ্ঞেয়ং" স্থানে ভাগবতের মত "শতং" ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী পুরাণকারগণ ৫০০ (শতং পঞ্চ) পাইলেন না ১০১৫ পাইলেন। তাই "শতং" শব্দ ভুল মনে করিয়া "শতং" স্থানে "জ্ঞেয়ং" করিয়া একেবারে ৫০০ বৎসর কমাইয়া দিলেন। কিন্তু এখানে দেখিতে হইবে "শত পঞ্চ" ঠিক না, "জ্ঞেয়ং পঞ্চ" ঠিক ?

রাজত্বকাল ঠিক দিয়া আমরা ১৫১০ বৎসর পাইয়াছি, রাজত্বকালে ভুল নাই তাহাও দেখিয়াছি, তবে এ ভুল হইল কোথায় ?

দেখা যাইতেছে পৌরাণিকগণ মঘার পরে পূর্বষাঢ়া পর্যন্ত দশ নক্ষত্র পাইয়াছেন। কিন্তু পাইতে হইবে ১৬ নক্ষত্র।

সাকল্যমতে (১) অশ্লেষা, (২) পুষ্যা, (৩) পুনর্বসু, (৪) আর্দ্রা, (৫) মৃগশিরা, (৬) রোহিণী, (৭) কৃত্তিকা, (৮) ভরণী, (৯) অশ্বিনী, (১০) রেবতী, (১১) উত্তরভাদ্রপদ, (১২) পূর্বভাদ্রপদ, (১৩) শতভিষা,

(১৪) ধনিষ্ঠা, (১৫) শ্রবণা, (১৬) উত্তরাষাঢ়া, (১৭) পূর্বাষাঢ়া, এই ১৭ নক্ষত্রে ১৭০০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে।

বার্হদ্রথবংশ কাল	...	১০০০	বৎসর
প্রদ্যোৎবংশ কাল	...	১৪৮	,,
শিশুনাগ বংশ কাল	...	৩৬২	,,
নন্দবংশ কাল	...	১০০	,,
মৌর্যবংশ চন্দ্রগুপ্ত কাল	...	২৪	,,
মৌর্যবংশ বিন্দুসার কাল	...	২৫	,,
অশোক কাল	...	৪২	,,
		১৭০১	,,
বাদ মঘার	...	৩৭	,,
		১৬৬৪	,,

অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতেই পড়িল। সুতরাং সপ্তর্ষির পূর্বাষাঢ়ায় থাকা কালে অশোকের রাজত্বকাল দেখা যাইতেছে। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রায় ৬০ হাজার ব্রাহ্মণকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া সেই স্থলে বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তা ছাড়া ধর্ম্মবিপ্লব, ভ্রাতৃ-হত্যা, ইত্যাদি অনেক কুকার্যই করিয়াছিলেন সুতরাং নন্দের সময় অপেক্ষা এই সময় কলি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই শতং কাটিয়া জ্ঞেয়ং হইবে না। জ্ঞেয়ং কাটিয়া "শতং"ই রাখিতে হইবে।

বায়ু ও মৎস্য পুরাণে ও জ্ঞেয়ং স্থানে শতং হইবে। ঐ দুই পুরাণে "পঞ্চদশোত্তরম্" স্থলে নকলের ভুলে সম্ভবতঃ "পঞ্চাশোত্তরম্" করা হইয়াছে। পঞ্চদশোত্তরই ঠিক পাঠ।

অতএব ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ ভারত যুদ্ধের ঠিক তারিখ।

বৃহৎ সংহিতার প্রমাণ—বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা রচনার সময় ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ চলিত ছিল। অর্থ বিকৃত করিয়া এই তত্ত্ব ঢাকিয়া দিয়াছে—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥

(বৃহৎ সংহিতা ১৩।৩)।

অর্থাৎ "সপ্তর্ষি, যুধিষ্ঠিরের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিল। ঐ রাজার শককাল ২৫২৬ বৎসর।"

কিন্তু এই শ্লোকটির কদর্থ করা হইয়াছে। যথা—"নৃপতি যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করেন তখন মঘা নক্ষত্রে মুনিগণ ছিলেন। শকাব্দার অঙ্কের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যায়।"

কিন্তু ২৫২৬ সহ শককাল যোগ করিতে বলিবার মত কোন শব্দ ঐ শ্লোকে নাই। ২৫২৬-১৯৩৭ খৃঃ পূঃ=৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই অব্দে তিনি বৃহৎ সংহিতা রচনা করিয়াছেন। বরাহের সময় ২৫২৬ যুঃ অব্দ চলিতেছিল। সুতরাং **১৯৩৭ খৃঃ পূঃ ভারত যুদ্ধের ঠিক সময়।**

মহাভারতের প্রমাণ।

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ শেষ পক্ষোঽয়ং শুক্লোভবিতুমর্হতি॥

(অনু ১৬৭ অঃ)

অর্থাৎ "সৌর মাঘ মাস উপস্থিত হইলে এবং চান্দ্র মাঘ প্রাপ্ত হইলে সৌর মাঘের ত্রিভাগ শেষ হইয়াছিল এবং চান্দ্র মাঘের ত্রিভাগ অবশিষ্ট ছিল এমন দিনে, শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে "(দেহত্যাগ করিয়াছিলেন)।
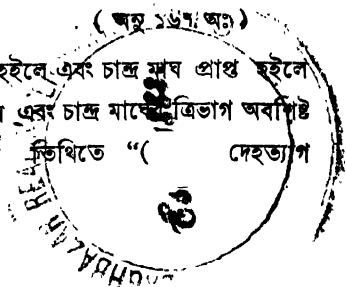
এখানে শেষ অর্থ গত হওয়া ও অবশিষ্ট থাকা দুইই বুঝাইতেছে। যে দিন সৌর মাঘের ৩ ভাগ শেষ অর্থাৎ ২২॥ দিন গত হইয়াছিল এবং চান্দ্র মাঘের ৩ ভাগ শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট ছিল সেই দিন ৭॥ তিথি সুতরাং শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপ সৌর ও চান্দ্র মাসের মিলন সকল বৎসর হয় না। সম্ভবতঃ এইজন্য কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

ভীষ্মের মৃত্যুর দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা তাহা পাইয়াছি (পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব ৪৬ পৃষ্ঠা)। উত্তরায়ণের গতি ৫০'২" বিকলা অনুসারে ৭১।৮ মাস ১৬ দিনে ১ অংশ অয়ন গতি হয়। ঐ দিন ২৩ মাঘ উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।

২৪-২৭ মাঘ	৪ দিন
২৭-১ মাঘ	২৭ ,,
১৯-৭ পৌষ	২৩ ,,
	৫৪ ,,

৭১।৮।১৬ × ৫৪ অংশ = ৩৮৭২ + ২৩ মাঘের ১ বৎসর = ৩৮৭৩ − ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ = ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হয়। বর্তমানে ৬ পৌষ উত্তরায়ণারম্ভ ৫ বৎসর হইল হইতেছে। সুতরাং ১৯৩৬ + ৫ = ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ ঠিক মিল হইয়াছে। ইহা একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ। অতএব **১৯৩৭ খৃঃ পূঃ ভারত যুদ্ধের ঠিক বিজ্ঞান সম্মত তারিখ। উপরে বর্তমান ঐতিহাসিকগণের যে সমস্ত তারিখ দেখান হইয়াছে তাহার একটিও ঠিক নহে।**

যুদ্ধারম্ভের তিথি—তিথি অনুসারে মহাভারতে লিখিত আছে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বলিয়াছেন—অদ্য হইতে সপ্তম দিনে অমাবস্যা হইবে, সেদিন (জ্যেষ্ঠা) ইন্দ্র নক্ষত্র। সেই দিন সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। যুদ্ধারম্ভে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র প্রশস্ত।" (মহা-উদ্যো-১৪০।১৮)।

কেহ কেহ "ভারত সাবিত্রী" নামক একখানি গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারত সাবিত্রী মতে "হেমন্তের প্রথম মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে ভরণী (যম দৈবত) নক্ষত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।"

মহাভারত মতে অমাবস্যাতে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। ৬৭ দিন পরে মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ভারত সাবিত্রী মতে ভীষ্ম মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন।"

আমরা মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীকেই ভীষ্মাষ্টমী বলি সুতরাং ভারত-সাবিত্রী অপেক্ষা মহাভারতের মতই প্রশস্ত এবং গ্রহণ যোগ্য। কারণ ভীষ্মের ন্যায় অসাধারণ জ্ঞানী পুরুষ, যিনি ইচ্ছানুসারে মরিতে পারিতেন, তিনি ৫৮ দিন শর শয্যাতে কষ্ট ভোগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃষ্ণপক্ষে মরিয়াছেন ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ মহাভারতের মত ফেলিয়া ভারত সাবিত্রীর মত গ্রহণ যোগ্য নহে।

মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্বগুলির তিথির সহিত অন্যত্রের তিথির মিল নাই। তাহার কারণ অনুমান হয় ভারত সাবিত্রীকার বা তাঁহার শিষ্য যুদ্ধ পর্ব্ব গুলিতে নিজ মনোমত তিথি দিয়াছেন, তাই মহাভারতের অন্য পর্ব্বের তিথির সহিত যুদ্ধ পর্ব্বের তিথির মিল নাই। ভীষ্ম পর্ব্বের দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায় দেখিলে এই ভুল ধরা যায়।

তিথি অনুসারে যুদ্ধের তারিখ

২৩ মাঘ পর্যন্ত শুক্লপক্ষের	...	৮ দিন
,, কৃষ্ণপক্ষের	...	১৫ ,,
পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের	...	১৫ ,,
,, কৃষ্ণপক্ষের	...	১৫ ,,
অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের	...	১৫ ,,
,, কৃষ্ণপক্ষের	...	১ ,,
		৬৯ ,,
বাদ-ত্র্যহস্পর্শ	...	২ ,,
		৬৭ ,,

সুতরাং ১৬ই চান্দ্র অগ্রহায়ণ যুদ্ধারম্ভ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় না।

অতএব ১৯৩৮-৩৭ খৃঃ পূঃ অব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভরত।

মধ্যযুগ।

১৯৩৭ খৃঃ পূঃ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মধ্যম পাণ্ডব ভীম মগধের রাজা জরাসন্ধকে হত্যা করিয়া তৎপুত্র সহদেবকে মগধ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া হত হইলে তৎপুত্র সোমাধি মগধ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

এই বংশে বত্রিশ জন রাজা পূর্ণ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ রাজা রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া তদীয় মুনিক নামক কর্ম্মচারী (১) নিজ পুত্র প্রদ্যোৎকে মগধ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় বীতিহোত্র বংশ অবন্তি দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

রাজা প্রদ্যোৎ ২৩ বৎসর, তৎপুত্র পালক ২৪ বৎসর, তৎপুত্র বিশাখ যুপ ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া গত হইলে তৎপুত্র অজক ৩১ বৎসর, তৎপুত্র বর্ত্তিবর্দ্ধন ২০ বৎসর, প্রদ্যোৎ বংশের এই পাঁচজন রাজা ১৪৮ বৎসর রাজত্ব করিলে বারাণসীর রাজা শিশুনাগ মগধ জয় করিয়া স্বীয় পুত্রকে বারাণসীর সিংহাসনে স্থাপন করতঃ স্বয়ং মগধ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজা শিশুনাগ (১ম) ৪০ বৎসর, তৎপুত্র কাক বর্ণ ৩৬ বৎসর, তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা ২০ বৎসর, তৎপুত্র ক্ষত্রৌজা (ভাতীয়) ৪০ বৎসর মগধ সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার একুশ বৎসর

---

(১) বায়ু ৯৯।৩০৯, ৩১০ ; মৎস্য ২৭২।১।

রাজত্বকালে ৬৭২ খৃঃ পূঃতে বর্ত্তমান বস্তী জেলার উত্তরস্থিত পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী কপিলবাস্তু নামক স্থানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ১৯ বৎসর বয়সের সময় ক্ষত্রৌজার রাজত্ব শেষ হইলে তৎপুত্র বিম্বিসার মগধে রাজা হইয়াছিলেন। বিম্বিসারের ১৬ বৎসর রাজত্বকালে ৬৩৭ খৃঃ পূঃতে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা বিম্বিসার তৎপরে ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিলে তৎপুত্র অজাতশত্রু তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া ৬০০ খৃঃ পূঃতে মগধে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে ৫৯২ খৃঃ পূঃতে বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে এই বৎসরেই প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরে অজাতশত্রু ২৪ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তৎপুত্র দর্শক ৮ বৎসর, তৎপুত্র উদয়ী ভদ্র ১৬ বৎসর। তৎপরে রাজা অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড ৮ বৎসর, নাগ দর্শক ২৪ বৎসর, শিশুনাগ (দ্বিতীয়) ১০ বৎসর, রাজত্ব করিয়াছেন। পরে তৎপুত্র রাজা কালাশোকের ১০ বৎসর রাজত্বকালে নির্ব্বাণের শত বৎসর পরে ৪৯২ খৃঃ পূঃতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

তৎপরে কালাশোক ১৮ বৎসর রাজত্ব করিলে তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন বা নন্দবর্দ্ধন ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই নন্দ রাজাই কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতি গুম্ফা লিপিতে উক্ত নন্দ রাজা, যিনি কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রজাদের উপকারার্থে তথায় একটি খাল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র মহানন্দি ৪২৭ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধে ক্ষত্রিয় রাজত্ব এই হইতেই শেষ হইয়াছিল।

"৪৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দে বিজয় সিংহ নামে বাঙ্গলার এক রাজপুত্র সিংহল জয় করিয়া তথায় রাজা হইয়াছিলেন (মহাবংশ। ভারতবর্ষ ৪৫।২।৮৮২)।

অজন্তা গুহা চিত্রের মধ্যে বিজয় সিংহের সিংহলে অবতরণের চিত্র অঙ্কিত আছে (পৃথিবীর ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা)"।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন ৪৮৭ হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূঃ মধ্যে কোন সময় বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। বুদ্ধ গয়াতে রাজা অশোকচল্লদেবের ৩ খানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩টি তারিখ পাওয়া যায়—

(১) শ্রীমল্লক্ষণ সেনস্যাতীত রাজ্যে সং ৫১।

(২) শ্রীমল্লক্ষণ সেন দেব পাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪।

(৩) ১৮১৩ নির্বাণাব্দে উৎকীর্ণ।

১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত হইয়াছে জানা যায়। সুতরাং ১১২০+৫১=১১৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম লিপি এবং ১১২০+৭৪=১১৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় খানি প্রচারিত হইয়াছে। তৃতীয় খানিতে লক্ষ্মণাব্দ না দিয়া নির্বাণাব্দ দিবার কারণ কি? আমরা জানি অনুমান ১২০০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণসেন নদীয়াতে মুসলমানের দ্বারা অসহায় অবস্থায় আক্রান্ত হইলে পলায়ন করিয়া সমতটে গিয়াছিলেন। সুতরাং ১২০০ খৃষ্টাব্দের পরে বুদ্ধ গয়া লক্ষ্মণসেনের অধিকারে ছিল না। সম্ভবতঃ এইজন্যই নির্বাণাব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। ৪৮৭ বা ৪৮৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে ১৮১৩−৪৮৭=১৩২৬ খৃষ্টাব্দ হয়। একই ব্যক্তির শিলালিপি ১৩২৬−১২০০=১২৬ বৎসর ব্যবধানে হইতে পারে না, সুতরাং ৪৮৭ বা ৪৮৩ খৃঃ পূঃতে বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হন নাই।

আমরা পুরাণ মতে ৫৯২ খৃঃ পূঃ নির্বাণাব্দ পাইয়াছি (রাজবংশ কঙ্কাল দ্রষ্টব্য)। ১৮১৩ – ৫৯২ = ১২২১ খৃষ্টাব্দ নির্বাণাব্দ পাওয়া যায়। ১ম শিলালিপি ১১৭১ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খানি ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে এবং তৃতীয় খানি ১২২১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। ১১৭১ হইতে ১২২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫০ বৎসর এক রাজার রাজত্ব করা অসম্ভব নহে। সুতরাং ৫৯২ খৃঃ পূঃতে নির্বাণ প্রাপ্তিই ঠিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ৪৮৭ বা ৪৮৩ খৃঃ পূঃ নির্বাণাব্দ নহে।

বুদ্ধদেব শিশুনাগ বংশীয় রাজা ভাতীয়ের রাজত্বকালে ৬৭২ খৃঃ পূঃতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৬৩৭ খৃঃ পূঃতে রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। রাজা অজাত-শত্রুর রাজত্বের অষ্টম বৎসরে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মানুষ মাত্রেরই মনে উদয় হয়, সে কোথা হইতে আসিয়াছে, মৃত্যুর পরে কোথায় যাইবে, তাহার কি গতি হইবে ? আর্যগণের মনে এ চিন্তার উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন তদনুসারে হিন্দুশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইলে তিনি ইহার উত্তর পাইবার জন্য স্ত্রী পুত্র এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ গয়ায় গিয়া নিরাহারে তপস্যা করিতে লাগিলেন। নিরাহারে দুর্বল হইয়া এক দিন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মনে করিলেন এইভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়া কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। তখন তিনি আহার করিয়া যথাসাধ্য চিন্তা বা তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখ নিবৃত্তির আটটী পথ পাইলেন—(১) সম্যক দৃষ্টি (সত্যের দিকে)। (২) সত্য প্রিয় বাক্য বলা। (৩) সৎকর্ম করা। (৪) সৎসঙ্কল্প করা। (৫) সৎভাবে অহিংসা পূর্ণ জীবন যাপন করা। (৬) সৎ ব্যায়াম বা চেষ্টা, আত্ম-সংযম আত্মোৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি। (৭) সৎবিষয় চিন্তা করা, সৎধারণা রাখা। (৮) সম্যকরূপে সৎবিষয় ধ্যান ও ধারণা করা।

এইভাবে যে চলিবে তাহার দুঃখ হইবে না। আর ও ১০টি উপদেশ আছে—

(১) প্রাণী বধ করিবে না। (২) পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না। (৩) ব্যাভিচার দোষ করিবে না। (৪) মিথ্যা কথা কহিবে না। (৫) সুরাপান করিবে না।

সাধারণ গৃহস্থদিগের জন্য এই পাঁচটি উপদেশ। তা'ছাড়া ভিক্ষুদের জন্য পাঁচটি ব্যবস্থা আছে—

(১) অকাল ভোজন, (২) নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত, (৩) গন্ধমাল্য প্রভৃতি ব্যবহার, (৪) আরাম শয্যায় শয়ন, (৫) সোনারূপা গ্রহণ ইত্যাদি পাঁচটি হইতে নিবৃত্তি।

কালে বৌদ্ধধর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—(১) মহাযান, (২) হীনযান। তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে মহাযান এবং সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে হীনযান প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যে মন্ত্রের সহিত তন্ত্র মিশ্রিত তাহাই মহাযান মত। হীনযান মতে তন্ত্রের প্রাধান্য নাই।

কথিত আছে সম্রাট্ কনিষ্কের সময় বুদ্ধের মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও পূজিত হইতে আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই হিন্দুধর্মে মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকমতে মদ্য পান করিয়া পূজা করা প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দুমতে ব্রাহ্মণগণ মদ্য বাদ দিয়া "পৌরাণিক মত" নাম দিয়া মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম নাম আজকাল ঐতিহাসিকগণ দিতেছেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মই হিন্দুধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেই পুরোহিত আবশ্যক। বৌদ্ধ মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সুতরাং ঈশ্বরের পূজাও নাই, পুরোহিতের প্রয়োজনও নাই। নিরীশ্বর নাস্তিক মত টিকিতে পারে না, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল।

জৈনধর্ম—মহাজলপ্লাবনের পূর্বে স্বারোচিত মনুবংশ যখন (১) হিমালয় প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় তদ্বংশীয় রাজা ঋষভ অনুমান ৬৭ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে প্রথম এই ধর্ম প্রচার করেন। তিনিই প্রথম তীর্থঙ্কর। পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর। মহাবীর বর্দ্ধমান চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর। বৈশালী রাজ্যের রাজধানী বর্তমান বসার নামক স্থানে ছিল। লিচ্ছবিনায়ক চেতকের ভগিনী ত্রিশলার বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ড গ্রামবাসী সিদ্ধার্থের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। এই সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলার পুত্র মহাবীর।

এই ধর্মে ও ঈশ্বরের কোন কথা নাই। ইহারা জীবহত্যার বিষয়ে বড়ই সতর্ক। এমন কি কীট পতঙ্গ পুড়িবে ভয়ে, রাত্রে ইহারা রন্ধনাদি করে না। সূর্য থাকিতেই ইহাদের বৈকালিক আহার শেষ হয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মত মধ্যে হিন্দু ঈশ্বরকে মানেন এবং পূজা করেন। বৌদ্ধ ও জৈন মতে ঈশ্বরের কোন কথা নাই। হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ গণ্ডীবদ্ধ থাকাতেই বৌদ্ধধর্ম শীঘ্র শীঘ্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। পুরাতন কোন ধর্মমতের মধ্যে নূতন মত সহজে প্রচারিত করিতে হইলে পুরাতন আচরণের কতক কতক শিথিলতা দেখাইতে হয়, নতুবা নূতনমত সহজে প্রচারিত হয় না। জাতিভেদ না মানাই বৌদ্ধধর্মের উন্নতির প্রধান কারণ। কিন্তু যেমন দ্রুতগতিতে উন্নতি হইয়াছিল, তেমনি দ্রুতগতিতে অন্তর্হিতও হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদ মানে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম বেদ সম্মত। এখন বেদের প্রচার হিন্দুধর্মে বিশেষরূপ না থাকিলেও বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত আছে। প্রত্যেক মূর্ত্তি পূজার সহিত যজ্ঞ করা হয়। বিবাহ সময়ে যজ্ঞ করিতে হয়।

---

(১) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ড মেরুতত্ত্ব।

হিন্দু কর্মফল মানে। বৌদ্ধ ও জৈনগণও মানে। এই কর্মফল হইতে রক্ষা করা অন্যের সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—তুমি একমাত্র আমার শরণ লও আমি তোমাকে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত করিব। পরমেশ্বর কাহারও পাপ পূণ্য গ্রহণ করেন না। পরমেশ্বরেই যাহাদের নিষ্ঠা এবং তিনিই যাহাদের অবলম্বন তাহারা জ্ঞান দ্বারা পাপ রহিত হন (১)।

ঈশ্বর হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের পক্ষেই সমান। যে তাঁহাকে যেভাবেই স্মরণ করুক, তিনি তাহাকেই দয়া করেন। অহিংসা সকলেরই মূলমন্ত্র। তবে যজ্ঞার্থে পশু বধ হিন্দুগণ হিংসা মনে করেন না। দরিদ্রকে দান সকল মতেই কর্ত্তব্য। অভুক্তকে ভক্ষ্যদান একটি প্রধান কর্ম।

ঋগ্বেদে আল্লা শব্দের মুল পাওয়া যায়। চতুর্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ৬ ঋকে লিখিত আছে, অদিতি বলিতেছেন—"অললা" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে এই বলবতী নদীগণ হর্ষ সূচক শব্দ করতঃ গমন করিতেছে। হে ঋষি (বামদেব) তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে উহারা কি বলিতেছে?" জল, water, পানি যেমন, তেমনি ঈশ্বর, God ও আল্লা শব্দ একার্থ বাচক। ভাষাভেদ মাত্র।

বামদেব ঋষি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩৬ শতাব্দীতে ছিলেন। সুতরাং "অললা" শব্দও সম্ভবতঃ ঐ সময় কথিত হইয়া থাকিবে। এই "অললা" শব্দ হইতে সম্ভবতঃ নিম্নের দুইটি শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে—

(১) গীতা ৫।১৭।
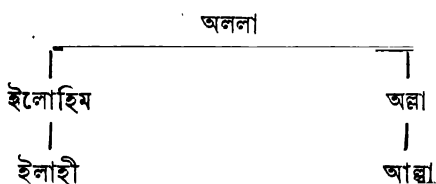
বাইবেলে শেষ বিচারের যে দৃশ্য আছে তাহাতে আমরা কি দেখি? ঈশ্বর সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে পাপী ও পুণ্যাত্মা দাঁড়াইয়া আছে। ঈশ্বর পাপীদিগকে বলিতেছেন, "আমি ক্ষুধিত হইয়া যখন তোমার দ্বারে গিয়াছি তখন তুমি আমাকে খাইতে দেও নাই। পিপাসিত হইয়া যখন তোমার দ্বারে গিয়াছি, তখন তুমি আমাকে জল দেও নাই। রোগী হইয়া যখন গিয়াছি শুশ্রূষা কর নাই অতএব তোমরা নরকে যাও। পাপীগণ বলিল "প্রভু তুমি কবে গিয়াছিলে আর কবেই বা আমরা তোমাকে দেই নাই। ঈশ্বর বলিলেন,—"যদি কেহ গিয়া থাকে সে আমি।" পুণ্যাত্মাদিগকে ঈশ্বর বলিলেন, "যখন আমি ক্ষুধিত হইয়া তোমার দ্বারে গিয়াছি তুমি আমাকে খাইতে দিয়াছ। পিপাসিত হইয়া গিয়াছি, জল দিয়াছ, উলঙ্গ হইয়া গিয়াছি বস্ত্র দিয়াছ, রোগী হইয়া গিয়াছি শুশ্রূষা করিয়াছ। অতএব তোমরা স্বর্গে যাও।" তাহারা কহিল, প্রভু কবে আপনি গিয়াছেন, আর কবেই বা আমরা আপনাকে খাইতে দিয়াছি। পিপাসিত হইয়া কবে আপনি গিয়াছেন আর কবেই বা আমরা আপনাকে জল দিয়াছি ইত্যাদি। ঈশ্বর বলিলেন যদি কেহ যাইয়া থাকে সে আমি। অতএব যাও তোমরা স্বর্গে যাও।" ইহাই ত হিন্দুধর্ম। হিন্দুর বিশ্বাস সর্ব্ব ঘটেই ঈশ্বর আছেন। আমি যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছি তাহাতেও তিনি আছেন, আমি যে মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাহার পূজা করিতেছি তাহাতেও তিনি আছেন। লোকে যে মূর্ত্তি ভাঙ্গিতেছে তাহাতেও তিনি আছেন। তিনি সেজন্য কিছু করেন না। কিন্তু ভাই! পাছে আছে **"কর্ম্মফল"**! তাহা এড়াইবার উপায় নাই।

হিন্দুর নির্বাণ বা মুক্তি পাঁচ প্রকার—

(১) **সালোক্য**—প্রথম সোপান সালোক্য অর্থাৎ সমান লোকে থাকা। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন। আমি যেখানে আছি তিনিও সেখানেই

আছেন। এইরূপ জ্ঞান হইলে সালোক্য প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস।

(২) **সামীপ্য**—দ্বিতীয় সোপান সামীপ্য জ্ঞান অর্থাৎ তিনি আমাব নিকটেই আছেন্ সুতরাং আমিও তাঁহার নিকটেই আছি। এইরপ জ্ঞান।

(৩) **সারূপ্য**—তৃতীয় সোপান সারূপ্য অর্থাৎ দৃশ্যমান যত বস্তু আছে তৎসমস্তই তাঁহার রূপ। আমিও তাঁহারই রূপ। এই জীবজন্তু বৃক্ষাদি সবই তাঁহার রূপ। **সবই তিনি** এইরূপ জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান থাকাতেই হিন্দু অনায়াসে গাছ, জীব জন্তু ইত্যাদি সকলকেই প্রণাম করিতে পারে। পূজা করিতে পারে।

(৪) **সাযুজ্য**—চতুর্থ সোপান সাযুজ্য অর্থাৎ তিনি সকলের সহিত যুক্ত আছেন। আমিও তাহার সহিত যুক্ত আছি অর্থাৎ "**সোহহং**", তুমিও তাঁহার সহিত যুক্ত আছ—"তত্ত্বং", এইরূপ জ্ঞান।

(৫) **সাষ্টী´**—পঞ্চম সোপান সাষ্টী অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্যশালী হওয়া জ্ঞান। অসম্ভব কার্য করিতে পারা। খৃষ্ট ৫ খানি রুটী ও মৎস্য দ্বারা ৫০০০ লোক খাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ শাক ভক্ষণ করিয়া ১০০০০ শিষ্যসহ দুর্বাসা ঋষিকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবাসের বাড়ীতে ঠাকুরকে নামাইয়া রাখিয়া স্বয়ং সেই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। এইরূপ ঈশ্বরের সহিত তুল্য ঐশ্বর্য জ্ঞান হইলেই সাষ্টী´ নামক মুক্তি লাভ হয়। ইহাই নির্বাণ।

হিন্দুর ধর্ম সার্বজনীন। যেমন নদ নদী যেখান দিয়াই বহিয়া যাউক, অবশেষে সাগরে গিয়াই পড়ে। তদ্রূপ যিনি যে পথেই যান, হিন্দুধর্মের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিবেন না, মধ্যেই থাকিবেন। তুমি নিরাকার ঈশ্বর মান, হিন্দু তাহাতেই আছে। কিন্তু তুমি মূর্ত্তি মান না, হিন্দু তাতে

নাই। সে জড় অজড় সমস্ত পদার্থেই ঈশ্বর আছেন, মানে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু আছে এইরূপ জ্ঞান করিলে ঈশ্বরের শরীক কল্পনা করিতে হয়। হিন্দু তাহা করে না।

হিন্দুর ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলিয়াছেন—"যিনি ভক্তি-সহকারে যেরূপে আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।"

সপ্তবিংশ অধ্যায়

নন্দ ও মৌর্যবংশ

নন্দবংশের প্রথম রাজা শূদ্রাগর্ভজাত মহাপদ্ম নন্দ ৪২৭ খৃঃ পূঃতে মগধ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই বংশের নয়জন রাজা খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ পর্যন্ত ১০০ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে মৌর্যবংশের প্রথম রাজা বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ পিপ্পলী বন নামক একটি রাষ্ট্রের মোরিয কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সেই রাজা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে রাণী মুরা চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া নাপীতানী বেশে পলাইয়া আসিয়া নন্দ রাজার অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মুরা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। রাজা নন্দ এই সুন্দরীকে দেখিয়া মোহিত হইবেন ভয়ে তাঁহার রাণী তাঁহাকে এই হীন কার্যেই অর্থাৎ নাপিতের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হয়ত এই কারণে সকলে চন্দ্রগুপ্তকে নাপিতের পুত্র বলিত। রাজা পুরুও আলেকজাণ্ডারের নিকট তাহাই বলিয়াছিলেন। ৩২৭ খৃঃ পূঃতে প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত ষড়যন্ত্র

করিয়া শেষ নন্দ রাজাকে হত্যা করতঃ চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময় গ্রীক বীর আলেক্জাণ্ডার ভারত জয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে রাজা চন্দ্রগুপ্ত এই সময় গুপ্তভাবে রাজা আলেক্জাণ্ডারের শিবিরে প্রবেশ করতঃ গুপ্তচর রূপে ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলে তথা হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গ্রীক বীরের বলাবল পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ গ্রীক বীর ভারতে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব প্রদেশে থাকিতেই রাজা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন।

এই সময় রাজা যযাতির (২য়) পুত্র পুরুর বংশের এক রাজা পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি গ্রীক বীরের নিকট পরাস্ত হইয়া পুনরায় তৎকর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। ইহার নাম জানা যায় না।

রাজা চন্দ্রগুপ্ত এই সময় ৬ লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৩০ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী এবং বহুসংখ্যক রথ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জল পথেও বৃহৎ একটি নৌবহর রাখিয়াছিলেন। ৩০ জন সামরিক কর্মচারীর দ্বারা গঠিত এক সভার উপরে এই বিশাল সৈন্যের ভার ছিল।

আলেক্জাণ্ডার মগধ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ সজ্জার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ৩২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। সেলুকাস নামক তাঁহার এক সেনাপতি পশ্চিম এসিয়াস্থিত অংশ সমূহ অধিকার করিয়া এক রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বেবিলন নগরে সেলুকাসের রাজধানী ছিল।

প্রবাদ আছে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিয়া নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থেনিস্ নামক একজন গ্রীকদূতকে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ভারত বিবরণীতে ভারত সম্বন্ধে অনেক তত্ব পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত সময় গণনা সংক্রান্ত বিবরণী দ্বারা আমরা আর্যদিগের আদি আর্য ব্রহ্মার জন্ম সময় স্থির করিতে পারিয়াছি। ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ হইতে আর্যগণ একটি অব্দ গণনা করিতেন জানিতে পারিয়াছি। আর কোথাও এ তত্ব পাইবার উপায় নাই।

এই সময় আর্যগণ দুইটি অব্দ গণনা করিতেন। এ সংবাদ আর্য-গ্রন্থেও নাই। আমরা তাঁহার লিখিত সময় অবলম্বন করিয়াই আর্যদিগের ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছি। এই সময় ঠিক বলিয়াই বোধ হয়।

চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের পশ্চিমস্থ পর্বতমালা হইতে পূর্বে লৌহিত্য নদ পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমগিরি হইতে দক্ষিণে নীলগিরি পর্যন্ত সমস্ত স্থানে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত মন্ত্রী চাণক্য পণ্ডিত তক্ষশীলাবাসী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্তের রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার প্রণীত অর্থশাস্ত্র রাজনীতি সংক্রান্ত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

৩০৩ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র **বিন্দুসার** ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ প্রিয়দর্শী **অশোক** মগধ সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি ২৭৮ খৃঃ পূঃতে রাজ সিংহাসন পাইয়াছিলেন। কিন্তু নানা আভ্যন্তরিক গোলযোগে ৪ বৎসর পরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অভিষেকের ১৩ বৎসর কালে তাঁহার ত্রয়োদশ লিপি প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে ৫ জন গ্রীক রাজার নাম আছে। তাহাদের রাজত্বকাল বিবেচনায় জানা গিয়াছে ২৬১ খৃঃ পূঃতে ত্রয়োদশ লিপি প্রচারিত হইয়াছিল। (১৯২)

রাজা অশোক রাজত্বের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। তার পরেই তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিন্দুসার ৬০০০০ ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতেন। কথিত আছে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া ৬০০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে স্থান দিয়াছিলেন। এই সময়ে সাকল্যমতে সপ্তর্ষি পূর্বাষাঢ়ায় ছিল।

এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত দেবোপাসনা তাঁহার নিকট অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি দেবগণকে মনুষ্য সমান ও মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে তিনি সর্বত্র বুদ্ধের বাণী প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিবিধ চিত্র প্রচার দ্বারা প্রজাদিগকে বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব বুঝান হইত (১)। তাহা দেখিয়া প্রজাগণ বৌদ্ধধর্মে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিল। প্রাণী হত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণগণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, মাতাপিতার শুশ্রূষা, বৃদ্ধের সেবা ও অন্যান্য বহু প্রকার ধর্মোপদেশ দেওয়া হইত। তাঁহার নিযুক্তীয় ধর্মমহামাত্রগণ সর্বত্র এই সমস্ত প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। কোন পরধর্মের নিন্দা করা নিষেধ ছিল। যবন, কাম্বোজ, অন্ধ্র, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি অশোকের উপদেশের অনুসরণ করিত। অস্ত্রবলে দেশজয় করিতে নিষেধ

(১) চতুর্থ অনুশাসন।

করিয়াছিলেন। ধর্ম-বিজয়ই তিনি যথার্থ বিজয় মনে করিতেন। মানুষ ও পশুর জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পথে পথে বটবৃক্ষ রোপণ, আম্রকানন প্রস্তুত, অর্দ্ধক্রোশ অন্তর কূপ খনন করাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করা হইত। এই মূর্ত্তি ভগ্ন করার জন্য রাজা অশোক প্রাণদণ্ড পর্যন্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে বুদ্ধদেবের নির্বাণের ৩৩৬ বৎসর পরে এবং দ্বিতীয় মহাসঙ্ঘের ২৩৬ বৎসর পরে তিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ আহ্বান করিয়াছিলেন।

অশোক ধর্ম প্রচারার্থ ৩৪ খানি অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা চারি ভাগে বিভক্ত—(১) স্তম্ভ লিপি (২) ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি, (৩) বৃহৎ লিপি ও (৪) গিরি লিপি। ধর্মপ্রচার জন্য মহেন্দ্র নামক পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নগরে নগরে ৮৪০০০ ধর্মারাম (ভিক্ষুদিগের আবাস স্থান) নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষ পরে ২৫৬ খৃঃ পূঃতে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার ২৩৬ বৎসর পূর্বে রাজা কালাশোকের রাজত্বের দশম বৎসরে ৪৯২ খৃঃ পূঃতে দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার ১০০ বৎসর পূর্বে নির্বাণের বৎসরে ৫৯২ খৃঃ পূঃতে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। দুই অশোককে পৃথক করিবার জন্য প্রথম অশোকের নাম কালাশোক এবং দ্বিতীয় অশোককে ধর্মাশোক বলা হইত। ধর্মাশোক ২৩৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধগণ পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। একটি বুদ্ধ মুর্ত্তি ভঙ্গ করায় এক ব্রাহ্মণকে রাজা অশোক হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই আদেশের ফলে রাজভ্রাতা বিগতাশোক ভ্রম ক্রমে হত হইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ হিন্দুগণও এই সময় দেখাদেখি মূর্ত্তি পূজা আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। অন্ততঃ পক্ষে চণ্ডী পূজা এই সময় প্রচলিত হইয়াছিল। অশোকের কলিঙ্গ হইতে মনে হয় মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর শুম্ভের গল্প তদবলম্বনে কল্পিত হইয়া থাকিবে শুম্ভের সহিত মৌর্যসৈন্য থাকিবার কথা চণ্ডীতে আছে (১)।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শুঙ্গবংশ—রাজা অশোকের পরে মৌর্যবংশ ১৯০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন, তৎপরে শেষ রাজা বৃহদ্রথকে সেনাপতি পুষ্যমিত্র হত্যা করিয়া মগধে রাজা হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ কেহ বলেন পুষ্যমিত্র ১৭৭ খৃঃ পূঃতে, কেহ বলেন ১৮৪ খৃঃ পূঃতে, কেহ বলেন ১৭৬ খৃঃ পূঃতে রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের একটিও ঠিক নহে। ইহার কোন ভিত্তি নাই। আমরা পুরাণমতে স্থির করিয়াছি ১৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পুষ্যমিত্র মগধে রাজা হইয়াছেন। এই সময় ঠিক।

৫ জন বিশেষ শক্তিশালী রাজা এই সময় ছিলেন—(১) পুষ্যমিত্র, (২) খারবেল, (৩) ডেমিট্রিয়াস্, (৪) মিন্যাণ্ডার (৫) সাতবাহন রাজ।

কলিঙ্গের চেত বংশীয় খারবেল ১৭৫ খৃঃ পূঃতে তথাকার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে সাতকর্ণি প্রথমকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষে তিনি মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়াছিলেন। গ্রীক ইউথিডিমাসের পুত্র ব্যাকট্রিয়ার রাজা ডেমিট্রিয়াস মগধ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মথুরা

---

(১) রক্তবীজ বধ অঃ ৬।

পর্যন্ত আসিয়া শুনিলেন, খারবেল মগধ আক্রমণ করিয়াছে। শুনিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

রাজা খারবেল তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে আবার মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এবারে পুষ্যমিত্রের পুত্র **বৃহস্পতি মিত্র** সদ্য রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য যুদ্ধে খারবেলের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু খারবেল মগধ জয় করিলেও নিজ রাজ্যভুক্ত করেন নাই।

পুষ্যমিত্র দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। পাণিনী ব্যাকরণের মহাভাষ্য প্রণেতা **পতঞ্জলি** এই যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ বংশের রাজত্বকালে হিন্দুধর্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মুর্ত্তিপূজা এই সময়েই আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই বংশের রাজত্বকালে অগ্নিমিত্রের সময় বিদর্ভ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

এই বংশ ১৯০ খৃঃ পূঃ হইতে ৭৮ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় বিখ্যাত গ্রীক রাজ **মিন্যাণ্ডার** ১৬০ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইনি ভারতে মিলিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। মধ্যদেশের মথুরা পর্যন্ত ইহার রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল।

কণ্ববংশ—খৃঃ পূঃ ৭৮ অব্দে সুঙ্গ বংশের শেষ রাজা দেবভূমিকে হত্যা করিয়া বাসুদেব নামক অমাত্য রাজা হইয়াছিলেন। এই বংশ কাণ্ববংশ নামে খ্যাত। এই বংশের ৪ জন রাজা ৩৩ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এই বৎসরে সাতবাহন বংশীয় শিপ্রক নামক কণ্ব-বংশীয়দিগের এক ভৃত্য, শেষ রাজা সুশর্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পৈতৃক রাজধানী পৈঠন উদ্ধার করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

অন্ধ্র সাতবাহন বংশ

নাসিক ও নানাঘাট গুহার প্রস্তর লিপিতে সাতবাহন বংশ স্থাপনকর্ত্তা সিমুক সাতবাহনের নাম আছে। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ সাতবাহনের একজন সেনাপতি নাসিকে একটি গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপিতে জানা যায় তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে তিনি সাতকর্ণি ১মকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খারবেল ১৭৫ খৃঃ পূঃতে রাজা হইয়াছিলেন। ১৭৩ খৃঃ পূঃতে সাতকর্ণিকে আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার ১০ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণকে ধরিলে ১৮৩ খৃঃ পূঃতে তাহার সময় পাওয়া যায়। তাঁহার ১০ বৎসর পূর্বে সিমুককে ধরিলে ১৯৩ খৃঃ পূঃতে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি অনুমান ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকিলে ২১৬ খৃঃ পূঃতে সিমুকের রাজ্যকাল পাওয়া যায়। এই ২১৬ খৃঃ পূঃ, হইতে ১৭৩ খৃঃ পূঃর পরে এই বংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৎপরে ৩৩ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের কাম্ববংশের রাজা সুশর্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার অন্ধ্র ভৃত্য শিপ্রক মগধ অধিকার করিয়াছিলেন।

নাসিকে প্রাপ্ত একখানি ও কার্লিগুহাতে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে জানা যায় গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি তাঁহার রাজত্বের ১৮ বৎসরকালে ঋষভ দত্তের ভূমি অন্যকে দান করিয়াছিলেন।

ঋষভদত্তের প্রস্তর লিপিতে জানা যায় তিনি নহপানের জামাতা। নহপানের মন্ত্রী অয়মার জুনারে প্রাপ্ত লিপিতে জানা যায় ৪৬ বর্ষে এই লিপি প্রদত্ত হইয়াছে। এই ৪৬ বৎসর শকাব্দা হইলে ৭৮+৪৬=১২৪ খৃষ্টাব্দে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। আর একখানি লিপিতে জানা যায় খহরাত বংশকে (নহপান এই বংশীয়) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি তাঁহার রাজত্বের ১৮বর্ষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ধ্বংসের পরে তাহাদের ভূমি দান করা হইয়া থাকিবে।

অতএব ১২৪ — ১৮ = ১০৬ খৃষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির অভিষেক হইয়া থাকিবে। ইহার পুত্র পুলোমাবি রুদ্রদমনের জামাতা। রুদ্রদমনের একলিপির তারিখ ৭২, সুতরাং সম্ভবতঃ ৭২ + ৭৮ = ১৫০ খৃষ্টাব্দে রুদ্রদমন মহাক্ষত্রপ ছিলেন। ইহাতে জানা যায় তিনি দক্ষিণাপথস্বামী সাতকর্ণিকে দুইবার পরাস্ত করিয়াছেন। তারপর হয়ত পুলোমাবির সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

রুদ্রদমন চষ্টনর পৌত্র এবং বাশিষ্টী-পুত্র পুলোমাবির শ্বশুর। এই পুলোমাবি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির পুত্র। ইহার ১৯ বর্ষ রাজত্তকালে ইহার পিতামহী রাণী গৌতমী বলশ্রী নাসিকে একখানি প্রস্তরলিপি সম্পাদন করিয়াছিলেন। টলেমী ১৬১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার ভূগোল বিবরণে চষ্টন ও পুলোমাবির নাম করিয়াছেন।

এইরূপে জানা যাইতেছে ১০৬ হইতে ১৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নহপান, রুদ্রদমন, ঋষভদত্ত, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি, তৎপুত্র পুলোমাবি বর্তমান ছিলেন। এই বংশের রাজা যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি চীন ইতিহাস মতে ৪০৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। চন্দ্রশ্রী সাতকর্ণির নাম ও পাওয়া যায়।

আরও অনেকগুলি রাজা ও রাণীর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সময় ঠিক করা যায় না। এই বংশের যে সমস্ত নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের আনুমানিক সময় বংশাবলী কস্কালে লিখিত হইল। মগধ তাহাদের অধিকারে ৩৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকিলেও পরবর্তী ৭জন অন্ধ্র রাজা ৪২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

কবি কালিদাস কৃত বত্রিশ সিংহাসনে দ্বিতীয় পুত্তলিকার গল্পে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন—"যখন সপ্তর্ষি রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে অবস্থিত ছিল, তখন আমি হোম আরম্ভ করিয়াছি ; এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতি

করিতেছে। ১০০ বৎসর অতীত হইল আমি হোম করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হইলেন না।" ইহা কোন সময়ের কথা?

আমরা দেখিয়াছি ৪২৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র রাজত্ব শেষ হইয়াছে। অতএব ২৭০০ বর্ষ মধ্যে ৪২৩ বাদ দিলে ২২৭৭ খৃঃ পূঃ থাকে। ১৯৩৭ খৃঃ পূঃতে ভারত যুদ্ধ হইয়াছে। ২২৭৭ মধ্যে ১৯৩৭ খৃঃ পূঃ বাদ দিলে ৩৪০ খৃঃ পূঃ অবশিষ্ট থাকে। শান্তনু বিচিত্রবীর্য ও পাণ্ডুরাজার ৭৫ বৎসর বাদ দিলে (৩৪০-৭৫) ২৬৫ খৃঃ পূঃ থাকে। সুতরাং সপ্তর্ষি রাজা প্রতীপের সময় ঠিক তৃতীয় নক্ষত্র কৃত্তিকাতেই ছিল। (১) অতএব আমাদের সময় গণনা ঠিক হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃঃপূতে ভারত যুদ্ধ হইয়াছে। ৪২৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র রাজত্ব শেষ হইয়াছে। মগধে অন্ধ্র রাজত্ব ৩৪৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হইলেও অন্ধ্রবংশ সম্ভবতঃ ৪২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৈঠনে রাজত্ব করিয়াছে।

অন্ধ্রগণ এইরূপে যখন পূর্ব ভারতে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখন পশ্চিম ভারতের রঙ্গমঞ্চে মাৎস্যন্যায় অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হইতেছিল। ৩৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অভিনয় চলিয়াছিল। অন্ধ্রগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

উনত্রিংশ অধ্যায়।

শক জাতি।

খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইউচি জাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া শকজাতি বক্ত্রিয়া হইতে বালুচিস্তান, সিস্তান, সিন্ধুদেশ, কচ্ছ ও সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ জয় করতঃ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে মথুরা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০০ কি ১৫০ বৎসর এই রাজ্য স্থায়ী হইয়াছিল। তৎপরে পার্থিয়াবাসী পারদ রাজগণ শকাধিকৃত স্থান অধিকার

(১) ব ৯১।৪১৮ ; মৎস্য ২৭৩।৩৮।

করিয়াছিল। অন্ধ্রারাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীর প্রথমেই খহরাত বংশীয় ক্ষত্রপ নহপানকে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

পহ্লব বংশ।

শকগণের পরে কিছুদিন পহ্লব বংশীয় দেবব্রত গুহবার বা বিন্দফর্ণ (গণ্ডোফার্ণিশ) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কুষণ বংশ।

ইহারা চীনের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবাসী ইউচিঃ জাতি হইতে আগত। কোন এক পরাক্রান্ত জাতি কর্তৃক ইউচিগণ তাড়িত হইয়া জাকৃজার্টিস্ নদী তীর হইতে শকগণকে তাড়াইয়া অকৃসাস তীরবর্তী স্থান পর্যন্ত বাস করিয়াছিল। ইহাদিগকে কুষণ জাতি বলে। ইহাদিগের অধিনায়ক কদ্ফিস্ পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু নদী পর্যন্ত রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কদ্ফিস্ কাশী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ঐ কুষণ বংশীয় প্রসিদ্ধ কনিষ্ক কাশ্মীর হইতে কাশী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার রাজধানী পেশোয়ারে ছিল। কেহ কেহ বলেন কনিষ্ক ৭৮ খৃঃঅব্দে রাজা হইয়া শকাব্দা স্থাপন করিয়াছেন। এই অনুমানের কোন প্রমাণ নাই। ইহার অনেক কীর্তি আছে। পেশোয়ারে তাঁহার নির্মিত একটি বৃহৎ চৈত্য আছে। বৌদ্ধ ধর্মে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। শেষ বৌদ্ধ মহাসভা ইহাঁর রাজত্বকালে ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্মিলিত হইয়াছিল। ইহাঁর নির্মিত অনেক বিহার ও স্তূপ আছে। হিন্দুধর্মের দেবদেবীর প্রতি ও তাঁহার অনুরাগ ছিল।

তিনি চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে সন্ধি হইলে এক চীন রাজকুমার প্রতিভূস্বরূপ কনিষ্কের সভায় ছিলেন। ইহাঁর সম সময়ে

অশ্বঘোষ, চরক, নাগার্জুন, বসুমিত্র প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মথুরার নিকট ইহাঁর নামাঙ্কিত একটি বড় অর্দ্ধভগ্ন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

ইহাঁর পরে কয়েকজন কুষাণ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছেন কিন্তু সে প্রতাপ আর ছিল না। নাগ এবং যৌধেয় বংশীয় গণতন্ত্র শাসিত কয়েকটী জাতি পশ্চিম ভারতে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মহাক্ষত্রপ বংশীয় **চষ্টন** এই বংশের আদি রাজা। ভূগোল প্রণেতা টলেমী ইহাঁর এবং সাতবাহন বংশীয় পুলোমাবির নাম করিয়াছেন। চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদমন প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব মালব, সুরাষ্ট্র, কচ্ছ, সিন্ধু প্রভৃতি স্থান ব্যাপিয়া ছিল। গৌতমী পুত্র সাত কর্ণির পুত্র বাসিষ্ঠী পুত্র পুলোমাবির সহিত রুদ্রদমনের এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

৩৮৮ খৃষ্টাব্দ বা তাহার অব্যবহিত পরেই গুপ্ত বংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের শেষ রাজাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন।

ত্রিশ অধ্যায়।

গুপ্তবংশ।

চতুর্থ খৃষ্টশতাব্দের কোন সময় শ্রীগুপ্ত গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত। ইহাঁরা কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন প্রকাশ নাই, কিন্তু ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজ বংশের কন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করিয়া সম্ভবতঃ তাহার সাহায্যে ক্ষমতাশালী হইয়া সাত বাহন বংশীয় রাজার নিকট হইতে মগধ জয় করিয়াছিলেন। তিনি ৩২০ খৃঃ হইতে একটি অব্দ প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহার নাম গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত সংবৎ।

সমুদ্রগুপ্ত।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত রাজা হইয়া বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত দেশের রাজাগণ উপহার দানে সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দিল্লির লৌহস্তম্ভে লিখিত আছে মালবরাজ সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের পূর্বে বঙ্গদেশ জয় করিয়া বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্বতে একটি লিপি রাখিয়া গিয়াছেন। এই চন্দ্রবর্মার জয় স্কন্ধাবার সম্ভবতঃ বীরভূমে তারা পীঠের নিকটস্থিত **ডবাক্** নামক স্থানে ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ঐ ডবাক্ অর্থাৎ বঙ্গের তাৎকালিক রাজধানী জয় করিয়া চন্দ্রবর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্মাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রবর্মা দামোদর তীরস্থিত পোকর্ণগ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (১) কামরূপ রাজ্যের পূর্বদিকে নওগাঁয়ের নিকট যমুনামুখ ও হোজাই রেলষ্টেসনের নিকট এক ডবাক্ রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। (২) কামরূপ ও সমতট রাজ্যের মধ্যভাগে এই রাজ্য অবস্থিত। এখানে গুপ্তাব্দ প্রচলিত ছিল দেখিয়া অনুমান হয়, হয়ত ইহা সমুদ্র গুপ্তের লিপির ডবাক্ রাজ্য হইতে পারে। বিষয়টি বিচার্য বটে। ঢাকা ডবাক্ নহে।

কবি কালিদাস তাঁহাব রঘুবংশ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "রঘু দিগ্বি-জয়ে বহির্গত হইয়া গঙ্গা পার না হইয়াই পুর্ব মুখে সমুদ্রের তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানের পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র ছিল। এখন দেশ গঠিত হইয়া তথায় বহুদিন হইল মনুষ্য বসত হইয়াছে। এই স্থানে সুহ্মাধিপতি আসিয়া রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(১) প্রবাসী ২০।২।৪৯৯ পৃষ্ঠা।
(২) ভারতবর্ষ ৪৮।১।৮৫ পৃষ্ঠা।

বঙ্গবাসী রাজাগণ রণতরি যোগে রঘুকে আক্রমণ করিয়াছিল। রঘু তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া গঙ্গাস্রোত মধ্যস্থ দ্বীপে জয় পতাকা প্রোথিত করিতে করিতে 'ব' দ্বীপ জয় করতঃ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে 'ব' দ্বীপ জয় করা হইল। এই 'ব' দ্বীপের পূর্বে সমতট। সমতট ও 'ব' দ্বীপ মধ্যে তখনও সমুদ্র ছিল। ৮নং (চিত্র)। (১)

বঙ্গদেশের পরাজিত রাজাগণ রঘুর শরণ লইলে তিনি তাহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিয়া কপিশা নদী পার হইয়া কলিঙ্গ দেশে গমন করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি তখন এই বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। নরবর্মা এই বঙ্গের ডাবুকে (ডবাকে) সমুদ্র গুপ্তের অনুগ্রহে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহাই প্রাচীনবঙ্গ। এখনকার শিক্ষিত ঐতিহাসিকগণ পূর্ব বঙ্গকেই, প্রাচীন বঙ্গ বলেন। তাহা ঠিক নহে। পূর্ববঙ্গ তখনও গঠিত হইয়াছিল না।

অনেকেই রাজা সমুদ্রগুপ্তকে কবির রঘু মনে করেন। অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় অবলম্বন করিয়াই রঘুর দিগ্বিজয় লিখিত হইয়াছে।

পঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালবের গণতন্ত্র শাসিত রাজ্য সমূহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণকে তিনি বুদ্ধ গয়ায় একটি সংঘারাম প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মে তিনি আস্থাবান ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

সমুদ্র গুপ্ত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্রাট ছিলেন। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বীর ছিলেন। নিজ বাহুবলে বহু রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে রাখেন নাই। সেই সমস্ত রাজাকেই স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু সুবর্ণ মুদ্রা নানা স্থানে পাওয়া

(১) বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ্ তাম্রশাসন—**Inscriptions of Bengal Vol. III. p. 142.**

গিয়াছে। রাজকবি সান্ধিবিগ্রহিক কুমারামাত্য হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত সম্রাট অশোকের শিলাস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

শিলালিপিতে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের স্ত্রী দত্তদেবী "বহু পুত্র সংক্রামিনী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক চন্দ্রগুপ্ত (২য়) উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত, সম্ভবতঃ রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া তাঁহার রাণী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন (ভারতবর্ষ ৪৫।২।৩৩৮)।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়) বিক্রমাদিত্য।

সমুদ্র গুপ্তের পরে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি আরও কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। নানাস্থানে ইহাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েকটি তাম্রমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এই সময় ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত, হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। শকরাজ্য জয় করিয়া ইনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বত্রিশ সিংহাসন এবং রঘুবংশ দেখিয়া অনুমান হয় কালিদাস ইহারই রাজসভায় পণ্ডিত ছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক **ফাহিয়েন** এই সময় ভারতে আসিয়াছিলেন। ৪০৫ হইতে ৪১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বৎসর ইনি ভারতে ছিলেন।

কুমারগুপ্ত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তদীয় পুত্র কুমারগুপ্ত মগধ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ের অনেকগুলি তাম্র লিপি পাওয়া গিয়াছে। উত্তর বঙ্গে ফুলবাড়ী রেল ষ্টেসনের নিকটস্থিত দামোদরপুরে পাঁচখানি তাম্র লিপি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি ভূমি ক্রয়ের দলিল।

রাজা কুমারগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহার স্বর্ণ মুদ্রা নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্কন্দগুপ্ত।

কুমারগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে মধ্যএসিয়াবাসী হুন জাতি গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাজিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পুরগুপ্ত।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা পুরগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন।

পুরগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র নরসিংহ গুপ্ত, তৎপরে তৎপুত্র কুমার গুপ্ত দ্বিতীয় রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত (৩য়), বিষ্ণুগুপ্ত, জীবিত গুপ্ত, জয়গুপ্ত, কুমার গুপ্ত (৩য়) প্রভৃতি এই বংশে রাজা হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুমার গুপ্ত (৩য়) সহ মৌখরী রাজ ঈশান বর্মার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ ঈশান বর্মা পরাজিত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ সমুদ্রতীরবাসী গৌড়দিগকে জয় করিয়াছিলেন।

মগধে তৃতীয় কুমার গুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র দামোদর গুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মৌখরীগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দামোদর গুপ্তের কন্যা মহাসেন গুপ্তার সহিত স্থান্বীশ্বর (থানেশ্বর) রাজ আদিত্য বর্মার বিবাহ হইয়াছিল। এই মহাসেন গুপ্তার পুত্র প্রভাকর বর্দ্ধন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দামোদর গুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য তীরে কামরূপরাজ সুস্থিত বর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর

সময়ে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে অনেক কীর্ত্তি আছে। এখানে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নিম্নতলে হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং উচ্চতলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সময় দাক্ষিণাত্যে চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও চালুক্য রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

শশাঙ্ক।

এই সময় শশাঙ্ক নামে এক রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কোন বংশজাত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও দুইখানি খোদিত লিপি হইতে শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায়। বঙ্গ ও মগধের নানা স্থানে শশাঙ্ক নামের খোদিত লিপি ও মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

খোদিত লিপির প্রথম খানি তাম্র শাসন। তদ্বারা ৩০০ গৌপ্তাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যকালে সৈন্যভীত মাধব বর্ম্মা নামক জনৈক সামন্ত নরপতি এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। শিলালিপি খানি দক্ষিণ মগধে রোহিতাশ্ব দুর্গাভ্যন্তরে (বর্ত্তমান রোহতস্ গড়) পর্ব্বত গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার ছাঁচ। এই শশাঙ্ক দক্ষিণ মগধে সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন। ইউয়ান চোয়াঙ্গ লিখিয়াছেন, "কর্ণ সুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল শত্রু দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড বিনাশে অসমর্থ হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। শশাঙ্ক বুদ্ধ গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা রাজা অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণ বর্ম্মার যত্নে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।" এই অভিযোগ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ এই শশাঙ্ক অন্য ব্যক্তি। ইউয়ান

চোয়াঙ্গ কর্ণসুবর্ণে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের কোন চিহ্ন পান নাই। সেখানে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দুই দেখিয়াছেন। শশাঙ্ক তাহার কোন অনিষ্ট করেন নাই। সুতরাং অনুমান হয় ঐ বৌদ্ধ বিদ্বেষী শশাঙ্ক বাঙ্গলার কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক নহেন। হয় ত মগধের কেহ হইবেন।

ইউয়ান চোয়াঙ্গ শশাঙ্ককে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী বলিয়াছেন কিন্তু হর্ষচরিত প্রণেতা বাণ কিম্বা হর্ষবর্দ্ধনের কোন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে একথা নাই। বরং বাণ প্রণীত হর্ষচরিতে "নরেন্দ্রের" নাম আছে। কথাটা এই—"দুর্ণরেন্দ্রাভিভবরোষিত" অর্থাৎ দুষ্ট নরেন্দ্র কর্তৃক অভিভব হইয়া রুষ্ট (হর্ষবর্দ্ধন)। নরেন্দ্র অর্থ বড় রাজা ও হয়। এখানে বাণ ভট্ট রাজ্যবর্দ্ধন হন্তাকে "নরেন্দ্র" বলিয়া সম্মানিত করিবেন ইহা সম্ভব নহে, সুতরাং অনুমান হয় বাণ নরেন্দ্র নামক ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অনুমান হয় রাজ্যবর্দ্ধন হন্তার নাম উচ্চারণ করাই নিষেধ হইয়া থাকিবে সেইজন্য বাণ এই স্থানে কৌশলে নরেন্দ্রের নাম করিয়া থাকিবেন। নরেন্দ্রগুপ্ত মহাসেনগুপ্তের পুত্র। সম্ভবতঃ ঐ সময় সে মগধে রাজা হইয়াছিল। হর্ষচরিতের গৌড়াধম, গুপ্ত নামা কুল পুত্র ইত্যাদি সেই। শশাঙ্কের সহিত মগধ রাজের কোন সম্বন্ধ ছিল না। মগধের সহিত কোন দিন তাহার নাম উচ্চারিত হইবার কোন প্রমাণই নাই। নরেন্দ্র নামে মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রায় "শ্রীনরেন্দ্র বিনত" লেখা আছে। একসঙ্গে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রের নাম একত্রে কোনখানে পাইবার কোন প্রমাণ নাই। অথচ ঐতিহাসিকগণ শশাঙ্কেরই নাম 'নরেন্দ্র গুপ্ত" ঠিক করিলেন কোন প্রমাণে ? কোন প্রমাণ নাই।

হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "রাজ্যবর্দ্ধন হন্তাকে শাস্তি না দিয়া তিনি দক্ষিণ হস্তে আহার্য গ্রহণ করিবেন না।" তিনি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ করিয়া ছয় বৎসর পরে ফিরিয়াও

আসিয়াছিলেন। আহার্যও দক্ষিণ হস্তে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শশাঙ্ক সহ তাঁহার সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাই। বরং এই সময় শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে বাহির হইয়া ৬১২ খৃষ্টাব্দে **দিগ্বিজয়** করিয়া ফিরিয়াছেন। তিনি ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হইতে হর্ষাব্দ প্রচলিত করিয়া ছিলেন। শশাঙ্কসহ তাহার কোন যুদ্ধ হয় নাই। ইহাতে বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যায় রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী শশাঙ্ক নহেন। গৌড়াধম, গুপ্ত নামা কুল পুত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত নরেন্দ্র গুপ্তই সম্ভবতঃ হত্যাকারী। নরেন্দ্র নামের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে এবং দিগ্বিজয় হইতে ফিরিবার পূর্বে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সহচর ও মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধব গুপ্তকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছেন। এখনও কি বুঝিতে বাকী থাকে রাজ্যবর্দ্ধন হত্যাকারী কে ?

শশাঙ্ক ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। মহাসেনগুপ্ত ও মাধবগুপ্তের মধ্যে আর একজন ছিলেন। নতুবা মাধবগুপ্ত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ মালব রাজের নিকট, পরে হর্ষবর্দ্ধনের সহচররূপে থাকিবেন কেন ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্য প্রাপ্তির নিয়ম না থাকাতেই সম্ভবতঃ মাধবগুপ্ত মালব রাজের নিকট ছিল, পরে হর্ষবর্দ্ধনের সহচর হইয়াছিল। অনুমান হয় মহাসেনগুপ্তের পর তৎপুত্র নরেন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন তাহাকে হত্যা করিয়া মহাসেনগুপ্তের অপর পুত্র তাঁহার সহচর মাধবগুপ্তকে মগধের রাজা করিয়াছিলেন। মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেনের অফসরগড় লিপিতে মহাসেনগুপ্তের পরে মাধবগুপ্তের নাম আছে, নরেন্দ্রগুপ্তের নাম নাই। সব এক পরামর্শ। যে কারণে হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় লিপিতে রাজ্যবর্দ্ধন হন্তার নাম লিখেন নাই, সেই কারণে বাণভট্ট হর্ষচরিতে তাহার নাম লিখে নাই, সেই কারণেই মাধবগুপ্তের পুত্র ও স্বীয় প্রস্তর লিপিতে রাজ্যবর্দ্ধন হন্তার নাম লিখেন নাই। সম্ভবতঃ এইরূপেই গুপ্তবংশের নিন্দিত কার্যের জন্য

কলঙ্ক ঢাকা হইয়া থাকিবে। কারণ নরেন্দ্র মহাসেনগুপ্তের পুত্র, রাজ্যবর্দ্ধন মহাসেনগুপ্তের ভগিণী মহাসেনগুপ্তার পৌত্র।

কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার নিধানপুরে প্রাপ্ত তাম্র-শাসন কর্ণসুবর্ণ জয় স্কন্দাবার হইতে প্রদত্ত দেখিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে ভাস্করবর্মা কোন সময় শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়া ঐ তাম্রশাসন দিয়া
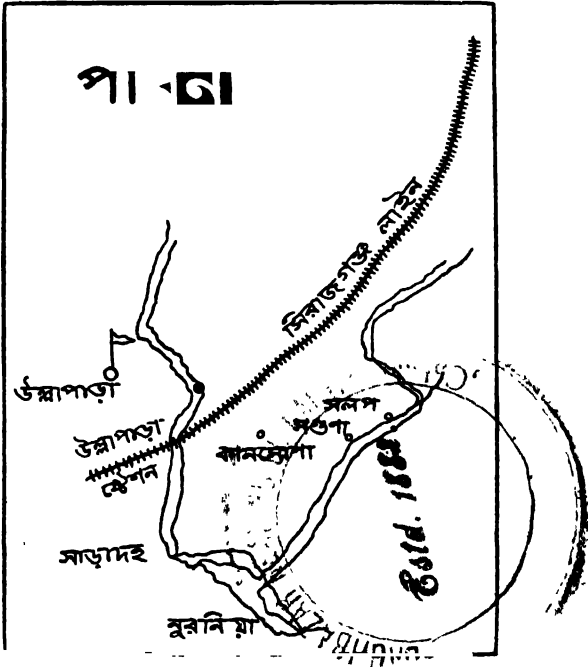
৯ নং চিত্র

থাকিবেন। কিন্তু ভাস্কর বর্মার ঐ কর্ণসুবর্ণ জয় করিবার কোন প্রমাণ নাই। অনুমান হয় ঐ কর্ণসুবর্ণ পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত সলপের নিকটস্থিত কাণসোনা গ্রাম (চিত্র)। ভাস্করবর্মা নৌকায় আসিয়াছিলেন। কাণসোনা তাঁহার পথের মধ্যেই ছিল। সম্ভবতঃ তখন ঐ কাণসোনার নিকটেই ব্রহ্মপুত্র নদ পদ্মা নদীতে পতিত হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা সেই
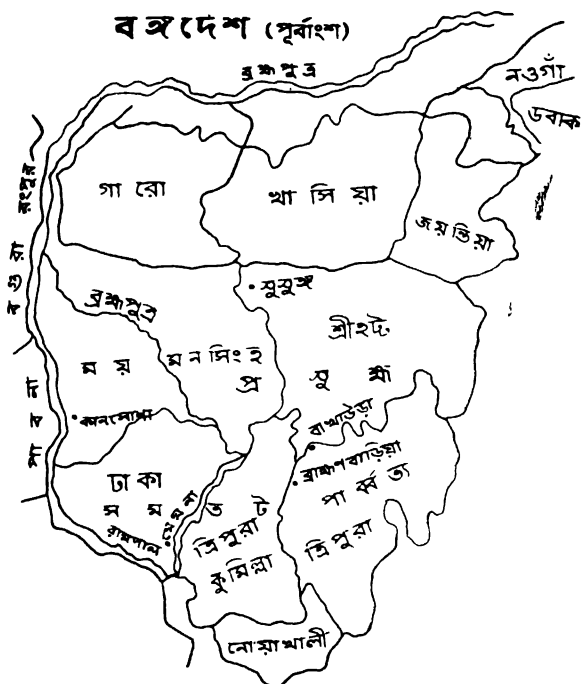
১০ নং চিত্র

কাণসোনা হইতেই ঐ তাম্রশাসন দিয়া থাকিবেন। হয়ত পদ্মায় যাইবারপূর্বে ২।৩ দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া থাকিবেন। তখন সম্ভবতঃ এই কর্ণসুবর্ণও শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্গতই ছিল। সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্রের (যমুনার পূর্বপরে ভাস্করবর্মার রাজ্য মধ্যে ঐ সময় কাণসোণা থাকিতে পারে। পরে হয়ত ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে পাবনা জেলায় গঠিত হইয়া থাকিবে (২৩২)।

মাধবগুপ্তের পরে তৎপুত্র আদিত্যসেন মগধে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে তৎপুত্র দেবগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে ২য় জীবিতগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ যশোবর্মা এই জীবিতগুপ্তকে হত্যা করিয়া মগধ জয় করিয়া থাকিবেন।

বত্রিশ অধ্যায়।

আদিশূর।

যশোবর্ম্মা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে মগধ ও বঙ্গ জয় করিয়া থাকিবেন, কিন্তু নিজ রাজ্যভূক্ত করেন নাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় দেখা যায় আদিশূর ৭৩২ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া থাকিবেন। বঙ্গের সিংহাসন এই সময় শূন্য ছিল! অনুমান হয় আদিত্যশূর বা আদিশূর সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মার সেনাপতি ছিলেন। তিনি আদিশূরকে বঙ্গের এবং অন্য এক সেনাপতিকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকিবেন। আদিশূরের আদি বাস কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। এইরূপে তিনি বঙ্গের রাজা হওয়া অসম্ভব নহে। বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে আদিশূর কনোজরাজ চন্দ্রকেতুর জামাতা ছিলেন। চন্দ্রকেতু নামে কোন রাজা ঐ সময় কনোজে ছিলেন না। সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মাই ঐ নামে উক্ত হইয়া থাকিবেন। আকবর নামায় বঙ্গের রাজাগণের মধ্যে আদশূর বা আদৎশূরের নাম পাওয়া যায়। যশোবর্ম্মা কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের নিকট ৭৪০ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রতিহার নাগরাজের পৌত্র বৎসরাজ গৌড় বঙ্গ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকুট রাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

আদিশূর ৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছেন, কুল পঞ্জিকার এইকথা ঠিক মিলিতেছে, কারণ ঠিক এই সময়েই বঙ্গের সিংহাসন শূন্য হইয়াছিল। আদিত্যশূর কনোজের রাজার জামাতা ছিলেন একথাও ঐ সঙ্গে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। একটি কথা মিলিলে আর একটি কথার মিল হওয়া খুব সম্ভব। এই বিশ্বাসে আমরা এ তত্ত্ব গ্রহণ করিলাম।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে দেখা যায় রাজা আদিশূর ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ কোন যজ্ঞ নির্বাহার্থে আনিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। জনশ্রুতিতে জানা যায় "যজ্ঞান্তে এই ব্রাহ্মণগণ দেশে ফিরিয়া গেলে তথাকার সমাজে গৃহীত হন নাই। এজন্য তাঁহারা বঙ্গে আদিশূরের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে আদিশূর তাঁহাদিগকে বঙ্গে বাস করাইয়াছিলেন।

৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পরে সম্ভবতঃ কোন সময় মগধের রাজা গোপাল বঙ্গ জয় করিয়া থাকিবেন। আদিশূর পলাইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। যে কয়জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্রগণ মধ্যে যাঁহারা দেশে ছিলেন, তাঁহারা তথাকার সমাজে অবহেলিত হওয়ায় তাঁহারা আদিশূরের নিকট পৌণ্ডবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বরেন্দ্রে বাস করাইয়াছিলেন। ইহাঁরাই বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ। সুতরাং রাঢ়ি ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণ পদ্মানদী। ঐ সময় পদ্মার ভীষণ বেগ ছিল। সকলে পার হইতে সাহস করিত না। এইজন্য উভয় পারের লোকেদের যাতায়াত তেমন ছিল না। এইরূপে বহুদিন বিবাহ অপ্রচলিত থাকার পরে দেশাচারে পরিণত হইয়া বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই শূর বংশের কোন রাজা পালবংশের কোন রাজা কর্ত্তৃক বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণ রাঢ়ে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে গিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়া থাকিবেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে গিয়া সম্ভবতঃ এই রাজাই ঐ রাজধানীর পাণ্ডুয়া নাম দিয়া থাকিবেন। আদিশূরের সপ্তম পুরুষ পাণ্ডুয়ারাজ রণশূর সম্ভবত রাজা:রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

রাঢ় ও বরেন্দ্রেতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ, রাজা বল্লালের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন বল্লালের তাম্রশাসনে এ বিষয়ে

কিছু উল্লেখ নাই। বল্লাল এক এক ব্যক্তিকেই এই মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। বংশানুক্রমে দেন নাই, সুতরাং সম্ভবতঃ ইহা সাধারণ ঘটনা বিবেচনায় তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয় নাই। তাঁহাদের বংশ এখনও বঙ্গে বাস করিতেছেন। ইহারাই সজীব প্রমাণ।

তেত্রিশ অধ্যায়।

সুহ্মদেশ।

প্রাচীন সুহ্ম গারো ও জয়ন্তী পাহাড়ের উপর সম্ভবতঃ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার রাজধানী শিলং ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। তবে আসুহ্ম বা আসাম, সুসুহ্ম বা সুসুঙ্গ, প্রসুহ্ম (ময়মনসিংহ) ও সুহ্মতট বা সমতট (ঢাকা), সুহ্মার বা সোমার প্রভৃতি চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। সুহ্মদেশ এই স্থানে না থাকিলে ঐ সমস্ত নাম হইত না।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন সুহ্মদেশের এক দেশত্যাগী রাজপুত্র কর্ত্তৃক বঙ্গের পশ্চিমাংশস্থিত সুহ্মদেশ স্থাপিত হইয়া থাকিবে। অনুমান ৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আহোম অর্থাৎ আসুহ্ম বা আসাম প্রদেশের রাজবংশীয় কোন রাজা তাড়িত হইয়া মৌলঙ্গ নামক স্থানে বাস করেন। (১) ইহাঁর দুই পুত্র ছিল—(১) খুনলঙ্গ, (২) খুনলাই। খুনলঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র "খুঞ্জু" পিতৃ সিংহাসন পাইয়াছিলেন।

রাঢ় (তখনকার বঙ্গ) দেশের মল্লভূমি, মল্লারপুর প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে। অনুমান হয় ইহা মৌলঙ্গ রাজ্যেরই চিহ্ন। ময়ুরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদা, কিন্তু প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল "খিচিং"। ইহার প্রাচীন নাম খিজিং কোট্ট। এখানে অনেক শ্রীমূর্ত্তি আছে তাহাদের

(১) বিশ্বকোষ।

নাক, মুখ, ভ্রু প্রভৃতির গঠন বঙ্গদেশের সহিত মিলে না (১)। সম্ভবতঃ ইহা আসামী ধরণ হইতে পারে। গুপ্ত যুগে প্রথমে সুহ্মদেশ এখানে ছিল না। কালিদাস যে সুহ্মের কথা রঘুবংশে লিখিয়াছেন, উহা এ সুহ্ম নহে। প্রাচীন সুহ্ম। তথা হইতে রঘু গঙ্গা গর্ভস্থ দ্বীপ সমূহ পার হইয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎপরে কপিশা নদী পার হইয়া উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজা খুঞ্চু এই রাজধানী নির্মাণ করিয়া থাকিবেন।

খুনলাই মঙ্গরী মুঙ্গরাম নগরে রাজত্ব করিতেন। বর্দ্ধমান জেলার দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে মুগরী ও মকুর নামে গ্রাম এখনও বর্তমান আছে, তাহাই প্রাচীন মুগরী ও মুঙ্গরাম হইতে পারে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আয়ারাঙ্গ সুত্ত নামক একখানি জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে—মহাবীর লাড়দেশের অন্তর্গত বজ্জভূমি ও সুব্বভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সুহ্ম সুহ্বভূমি নামে এবং ভঞ্জভূমি বজ্জভূমি নামে ঐ গ্রন্থে কথিত হইয়া থাকিবে। এই সুহ্বভূমি সম্ভবতঃ এখনকার সিংহভূম এবং ভঞ্জভূমি ময়ুরভঞ্জ নামে কথিত হইয়া থাকিবে। সুহ্মনাম এখন নাই। বীরভূমে সুহ্মেশ্বরী মূর্ত্তি আছে।

রাঢ় দেশ।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে 'রাঢ়' নাম আছে। এই তাম্রশাসন বক্র তেন্তলিতাম্রলিপি নামে প্রসিদ্ধ (২)। ১০০২ খৃষ্ঠাব্দে যশোধর্ম দেবের পুত্র ধঙ্গদেবের খর্জ্জুরাহো লিপিতে রাঢ় নাম আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দে যে লাড়দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা এই রাঢ় দেশ। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে বা কোন গ্রন্থে রাঢ় নাম পাওয়া যায় না।

(১) ভারতবর্ষ ৪৪।২।৭৬৩ পৃষ্ঠা। (২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড।

রাজা ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে "লাট" নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয় সপ্তম শতাব্দীতে লাট নাম হইয়া থাকিবে। পরে তাহা হইতে লাড; তার পরে রাঢ় হইয়া থাকিবে। রাঢ়দেশের মাটী কঙ্করময়, রূঢ়দেশ। তাহা হইতেও রাঢ় নাম হইতে পারে। প্রাচীন বঙ্গের পূর্ব-ভাগের নাম রাঢ় ও পশ্চিমভাগের নাম সুহ্ম হইয়া থাকিবে। বঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গৌড় নামে রহিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বঙ্গ বা গৌড, তাহার পশ্চিমে রাঢ়, তাহার পশ্চিমে সুহ্ম হইয়াছিল। 'ব' দ্বীপ বসিযা গেলে সম্ভবতঃ ঐ সঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম পারের বঙ্গও বসিয়া গিয়া থাকিবে। এইরূপে বঙ্গ নাম তখন সম্ভবতঃ লোপ পাইয়াছিল। বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপ সপ্তম খৃষ্ট শতাব্দীতে বসিয়া গিয়া থাকিবে। তখন 'ব' দ্বীপের নাম উপবঙ্গ ছিল (১)।

উপবঙ্গ বসিয়া গেলে সে নাম লোপ পাইয়া থাকিবে। সেইস্থানে পুনরায় চর পড়িলে ঐ চর প্রদেশের নাম বঙ্গ হইয়াছে। উপটুকু হয় ত সেই সময় বাদ গিয়াছে। দশম শতাব্দী হইতে লাড় বা রাঢ় নামে বঙ্গ কথিত হইয়া থাকিবে। একাদশ শতাব্দীর প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ় নাম আছে। দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে রাঢ়দেশ নাম আছে—"গৌড়ের পশ্চিম, বীরভূমের পূর্ব, দামোদর নদের উত্তরে রাঢ়দেশ প্রসিদ্ধ।" সুতরাং এ সময় রাঢ়ের পূর্বেই ভাগীরথী নদী ছিল না। গৌড় বা বঙ্গদেশ ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মকেই রাঢ় বলিয়াছেন।

বঙ্গদেশ।

'ব' দ্বীপ বসিয়া গিয়া পুনরায় গঠিত হইলে তাহার নাম সম্ভবতঃ বঙ্গ হইয়া থাকিবে। পূর্বে উহার নাম ছিল উপবঙ্গ। ঐ সময় ভাগীরথী

(১) বৃহৎ সংহিতা।

পর্যন্ত রাঢ় হইয়া থাকিবে। বর্মবংশের রাজত্ব এই বঙ্গে বিক্রমপুর নামক স্থানে ছিল। রেণেলের মানচিত্রে নদীয়া জেলায় এই বিক্রমপুর দেখা যায়। সমতটের নাম তখনও সমতটই ছিল। এই সময় সমতট ও 'ব' দ্বীপ মধ্যে সমুদ্র ছিল (১)। লক্ষ্মণসেন পলাইয়া সমতটে গিয়াছিলেন। তখন সমতটে বিক্রমপুর নামে কোন স্থান ছিল না। লক্ষ্মণসেন ধাত্রী গ্রামে রাজধানী করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের রাজধানী ফল্গু গ্রামে ছিল। পূর্ববঙ্গ নাম তখনও হয় নাই। সমতটের বিক্রমপুর কবে হইয়াছে তাহা ঠিক নাই। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে হইয়া থাকিবে। পূর্ববঙ্গ প্রাচীন বঙ্গ নহে। বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি প্রাচীন বঙ্গ। ঐ দেশের নাম সুহ্ম ও রাঢ় হইলে 'ব' দ্বীপের নাম বঙ্গ বলা হইয়াছিল। এই বঙ্গের পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে সমতটের নাম পূর্ববঙ্গ হইয়া থাকিবে। ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র রোম পর্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হইত।

সমতট।

এখনকার ঐতিহাসিকগণ যশোরের কতকাংশ, ফরিদপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এবং ত্রিপুরা জেলাকে সমতট বলেন। তাহা ঠিক নহে।

বঙ্গোপসাগরের উত্তরে, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বে, ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের পশ্চিমে ভাওয়ালের লাল মাটীর দেশের দক্ষিণে সমতট অবস্থিত ছিল। ত্রিপুরার বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত নারায়ণ মূর্ত্তির পাদ পীঠে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় বাঘাউড়া গ্রাম সমতটে অবস্থিত

(১) বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন ৪৭ লাইন।

ছিল। সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গ জয় করিলে সম্ভবতঃ সমতটরাজ তাঁহাকে করদান করিয়া থাকিবেন। তখন 'ব' দ্বীপও সমতটের মধ্যে সমুদ্র ছিল। বৃহৎ সংহিতায় সমতট ও বঙ্গ দুই স্থানে আছে সুতরাং সমতট প্রাচীন বঙ্গ হইতে পারে না।

চৌত্রিশ অধ্যায়

গোপাল।

পালরাজ গোপাল প্রজাগণ কর্ত্তৃক মগধ সিংহাসনে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পরে আদিশূরের নিকট হইতে বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। আদিশূর পলাইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছেন। ধর্ম্মপাল পৌণ্ড্র জয় করিয়াছিলেন। দেবপালের সময় সুমাত্রারাজ বালপুত্রদেব নালন্দা মহাবিহারে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতিহার রাজ ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল নারায়ণপালের সময় মগধ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই পালবংশের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল।

পালরাজ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় কাম্বোজরাজ বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপুত্র মহীপাল কেবল রাঢ়ের রাজত্বই পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০২১ খৃষ্টাব্দে মহীপাল রাজা হইয়া থাকিবেন। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে আসিয়া রাজা ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তন্দভুক্তি, রণশূরকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণ রাঢ় (তক্কণ লাড়), গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া "বঙ্গাল দেশ" এবং প্রথম মহীপালকে পরাস্ত করিয়া উত্তর রাঢ় (উত্তির লাড়) গঙ্গা পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মহীপাল পলাইয়া সমতটে গিয়াছিলেন।

পাটিকানগরের রাজা গোবিন্দ চন্দ্র চারি সহস্র কল্যব্দে গঙ্গাসাগর তীর্থে আসিয়া কলিকাতায় গোবিন্দপুরে নিজ নামে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিসেন। ৪০০০—৩১০১ খৃঃ পূঃ=৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সময় অনুমানে লেখা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময় গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তখন 'ব' দ্বীপের ঐ অঞ্চলের নাম সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশ ছিল। স্থানে স্থানে আইল দিয়া বন্যার জল আটকাইতে হইত যে প্রদেশে তাহার নাম বঙ্গাল (বঙ্গ-আল) দেশ। রাজেন্দ্র চোল এই দেশ স্থাপনের পরে জয় করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর জেলার ডিমলা থানার অন্তর্গত পাটিকাপাড়া সম্ভবতঃ প্রাচীন পাটিকানগর হইতে পারে।

পয়ত্রিশ অধ্যায়

বর্ম, চন্দ্র ও সেন বংশ।

রাজেন্দ্র চোল বিজিত দেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার সঙ্গে আগত সেনাপতি সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্তসেন উত্তর রাঢ়ের, জোতবর্ম্মা দক্ষিণ রাঢ়ের এবং অনুমান হয় বিক্রমসিংহ নামে এক সেনাপতি 'ব' দ্বীপের অন্তর্গত বঙ্গে, রাজত্ব স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

রাজেন্দ্র চোল চলিয়া গেলে মহীপাল আসিয়া হেমন্ত সেনকে পরাস্ত করতঃ উত্তর রাঢ় উদ্ধার করিয়া থাকিবেন। তদুপলক্ষে চণ্ড কৌশিক নাটক অভিনীত হইয়া থাকিবে। তিনি যে কর্ণাটকে জয় করিয়াছিলেন তিনি হেমন্ত সেন বলিয়াই অনুমান হয়।

সম্ভবতঃ হরি বর্মার পিতা জোতবর্মা দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করার পরে হরিবর্মা রাজা হইয়া বিক্রম সিংহকে পরাস্ত করতঃ বিক্রমপুর জয় করিয়া থাকিবেন এবং নিজ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া পৌণ্ড্রভুক্তি নাম দিয়াছিলেন। অনুমান হয় তিনি এই রাজ্য জয় করিয়া বিক্রামপুর জয় স্কন্ধাবার করতঃ তাঁহার তাম্রশাসন দান করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ তিনি ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

তাঁহার পরে তৎপুত্র অল্পদিন রাজত্ব করিবার পর সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপ রাজ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর জয় করতঃ তথায় রাজত্ব করিয়াছেন। হরিকেল নামক বঙ্গের অন্তর্গত একটি স্থান তাঁহার রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। এখানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তি ছিল। 'ব' দ্বীপ বসিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কীর্ত্তি মৃত্তিকা তলে প্রোথিত হইয়া থাকিবে। চন্দ্রদ্বীপের নিকটে, সম্ভবতঃ পশ্চিমে, হরিকেল নামে এই স্থান ছিল। তাহা এখন ঠিক করিবার উপায় নাই। ইৎসিং বলিয়াছেন ভারতবর্ষের পূর্ব সীমায় হরিকেল নামে একটি স্থান ছিল। সম্ভবতঃ ইৎসিং 'ব' দ্বীপকেই ভারতের পূর্ব সীমানা ধরিয়াছেন, কারণ 'ব' দ্বীপ ও সমতট মধ্যে তখন সমুদ্র ছিল। ইৎসিং বলিয়াছেন তথায় অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তি ছিল। অনুমান হয় যশোরই প্রাচীন হরিকেল। এখানকার মৃত্তিকা খনন করিলে অনেক হিন্দূ ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

অল্পদিন মধ্যেই জাতবর্মার পুত্র, হরিবর্মার আত্মীয়, রাজা সামল বর্মা শ্রীচন্দ্রের নিকট হইতে বিক্রমপুর (বঙ্গ) জয় করেন। তিনি হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া বিক্রমপুর ভুক্তি নাম দিয়া 'ব' দ্বীপকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকিবেন। সামলবর্মার পুত্র ভোজ বর্মার সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিরাজ বিজয় সেন বিক্রমপুর অধিকার করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল করিয়াছিলেন। সেই হইতে পৌণ্ড্রভুক্তি নাম লোপ পাইয়াছে।

পৌণ্ড্রভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি।

কেহ কেহ মনে করেন পৌণ্ড্রভুক্তি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সংক্ষিপ্ত নাম (১)। তাহা ঠিক নহে। পৌণ্ড্রভুক্তি অর্থ হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার অন্তর্ভুক্তি। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তি উত্তর বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত। বিজয় সেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির রাজা ছিলেন। তিনি 'ব' দ্বীপ জয় করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল করিয়াছিলেন।

বিজয় সেনের পরে বল্লাল সেন, তৎপরে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন, 'ব' দ্বীপের রাজধানী বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণে লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়া সমতটে ধাত্রী গ্রামে গিয়াছিলেন।

ছত্রিশ অধ্যায়।

পাল বংশ।

প্রথম মহীপাল কাম্বোজ রাজের হস্ত হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি কাশীর নিকট সারনাথে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে একটি গন্ধ কুঠি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ তিনি রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত হইয়া সমতটে গিয়াছিলেন। তাই গন্ধকুঠি শেষ হইবার সময় ১০২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামের পূর্ব্বে গন্ধকুঠির লেখাতে শ্রীশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। রেল ষ্টেসন সাগরদীঘির নিকটস্থিত বৃহৎ মহীপাল দীঘি সম্ভবতঃ (৭১০+৩২০) ১০৩০ খৃষ্টাব্দে এই মহীপাল কর্ত্তৃক খনিত হইয়া থাকিবে। ইনি সম্ভবতঃ ১০৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

(১) ভোজবর্ম্মার তাম্র শাসন ৮ শ্লোক।

প্রথম মহীপালের পুত্র রাজা **নয়পালের** সময় চেদি বংশীয় রাজা কর্ণ রাঢ় জয় করিয়াছিলেন। এই সময় বরেন্দ্রবাসী বীর দিব্য সম্ভবতঃ নয়পালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জাতবর্মা সম্ভবতঃ কর্ণের সেনাপতি ছিলেন। দিব্য জাতবর্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন (১)। সম্ভবতঃ এইজন্য নয়পাল দিব্যকে পদচ্যুত করিয়া থাকিবেন।

পরে কোন সময় নয়পাল রাঢ় উদ্ধারে প্রবৃত্ত হওয়ায় আবার রাজ কর্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। অতীশ শ্রীজ্ঞান উভয়ের মধ্যে আপস করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের সহিত কর্ণদেব নিজ কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপূর্বে জাতবর্মাসহ জ্যেষ্ঠা কন্যা বীরশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কর্ণদেব এই বিবাহে সম্ভবতঃ বিজিত রাঢ় দেশ যৌতুক স্বরূপ বিগ্রহ পালকে দিয়া থাকিবেন (১)।

তৃতীয় বিগ্রহপালের ৩ পুত্র ছিল। (১) মহীপাল, (২) শূরপাল, (৩) রামপাল। রামপালের পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনে জানা যাইতেছে মহীপাল নামক নন্দন শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ পিতা বর্তমানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি শিব ভক্ত ছিলেন। নন্দন শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে তিনি রাজা হন নাই (২)।

রামপাল রাজা হইলে দিব্য তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জনকভূ বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে রাজা হন নাই। ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীমকে রাজা করিয়াছিলেন (৩)। রামপাল এই ভীমরূপ রাবণকে বধ করিয়া জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভূমি বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন। বৈদ্য-দেবের কমৌলি লিপিতেও এই কথাই আছে (৪)। রামচরিত লেখক এই

(১) রাম চরিত ১।৯।
(২) মদন পালের তাম্র শাসন ১৩ শ্লোক
(৩) রাম চরিত ১।৩৯ শ্লোক
(৪) কমৌলি লিপি ৪ শ্লোক।

সমস্ত সাক্ষী থাকিতে দ্বিতীয় মহীপালকে রাজা করিয়া অতি হীনভাবে সাজাইয়াছেন। মদনপাল কি পিতার নিন্দা করিয়া জ্যেষ্ঠজাত মহীপালকে নিন্দা হইতে রক্ষা করিয়াছেন? একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই দুই তাম্রশাসন থাকিতে কবির কাব্য রামচরিতের কথা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। সন্ধ্যাকর নন্দী বা তৎপিতা পাল বংশের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন না। বরং প্রজাপতি নন্দীর ভীমের সান্ধিবিগ্রহিক থাকিবার আভাষ পাওয়া যায়। দিব্য শত্রুতার ছদ্ম আবরণে বিদ্রোহী স্বরূপে বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য নিজ কলঙ্ক অপনোদন ও প্রতিশোধ গ্রহণ (১)। রামপাল স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করতঃ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছেন। গোবিন্দ পাল এই বংশের শেষ রাজা। ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। বরেন্দ্রের তিনজন সামন্ত রাজা রামপালের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন—(১) নিদ্রাবলের বিজয়রাজ—নিদ্রাবল বর্তমান নন্দনালী, রাজসাহী জেলায় একটি বর্তমান থানা। (২) কৌশাম্বীপতি খুব সম্ভব কুশুম্বীর সামন্ত। (৩) পদুবন্বা অর্থাৎ পাবনার সামন্ত।

সেন বংশ

রাজা লক্ষ্মণসেন ১২০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণে বিক্রমপুর হইতে পলায়ন করিয়া সমতটে গিয়াছিলেন। তখন সমতটে বিক্রমপুর নামে কোন স্থান ছিল না। পরে তৎপুত্র কেশবসেনও বিশ্বরূপসেন রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের তাম্র শাসনে 'ব' দ্বীপের নাম "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ" নামে কথিত হইয়াছে। শামলবর্মার সময় ইহার নাম হইয়াছিল "বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তি"। বর্তমান ঐতিহাসিকগণ শামলবর্মার তাম্রশাসনকে, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন দেখিয়া জাল

১ রাম চরিত ১।৩৮ শ্লোক।

করা বলেন (১) কিন্তু অনুমান হয় শাসলবর্মার তাম্রশাসন, হরিবর্মা ও কর্ণদেবের তাম্রশাসন দেখিয়া কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্র শাসনের মুসাবিদা করা হইয়া থাকিবে।

সাইত্রিশ অধ্যায়

দিল্লী।

ভারত যুদ্ধের পরে রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন। বংশ পরম্পরায় ৩০ পুরুষ পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করার পর পাণ্ডব রাজমন্ত্রী বিসর্ব সিংহাসন অধিকার করেন। বিসর্বের বংশধরগণ ৫০০ বৎসর রাজত্ব করিলে পরে পঞ্চদশ গৌতমরাজ ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌতম বংশীয় রাজগণের পরে ময়ুরবংশীয় রাজগণের শেষ রাজা দিলু রাজত্ব করিয়াছেন।

ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। বর্তমান নগর প্রাচীরের ২ মাইল দক্ষিণে যেস্থানে ইন্দ্রপথ বা পুরাণ কিল্লা নামক গ্রাম এবং দুর্গ আছে তাহাই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ।

খৃষ্ট জন্মের ৫০ বৎসর পূর্ব হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের নাম দিল্লি হইয়া থাকিবে। ফেরিস্তার মতে রাজা দিলু হইতে দিল্লী নাম হইয়াছে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা **ধাব** দিল্লীর লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছেন। উহার ব্যাস ১৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট। ইহার অর্দ্ধেকের উপর মৃত্তিকায় দৃঢ় প্রোথিত। স্তম্ভের গাত্রে একটি সংস্কৃত লিপি আছে। ইহা গুপ্তকালের অক্ষরে লিখিত। ইহাতে লিখিত আছে "ধাব রাজা এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন"।

(১) ভারতবর্ষ ৪৪।২।১৭২ পৃষ্ঠা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তোমর বংশীয় রাজা অনঙ্গপাল এই স্তম্ভ কৌতূহলবশতঃ উঠাইতে চেষ্টা করিয়া পারেন নাই। দৃঢ় করিয়া প্রোথিত করিতেও পারেন নাই। একটু ঢিলা ছিল। এই ঢিলা অর্থাৎ ঢিল্লি হইতে দিল্লি নাম হওয়া অসম্ভব নহে।

দিল্লি বহুকাল ভগ্নাবস্থায় পতিত থাকা পর ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তোমর বংশীয় রাজা অনঙ্গপাল তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বংশীয় পরবর্তী কোন রাজা কনোজে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাঠোর বংশ স্থাপয়িতা চন্দ্রদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জ হইতে তোমরদিগকে তাড়াইয়া দিলে ঐ বংশীয় ২য় অনঙ্গপাল দিল্লিতে পুনরায় তোমর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। লৌহস্তম্ভ লিপির অপর এক পংক্তিতে লিখিত আছে, "১১০৩ সংবতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) রাজা অনঙ্গপাল দিল্লিকে জনপূর্ণ করিয়াছিলেন।"

ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে তোমর বা তুয়ার বংশীয় শেষ রাজা ২য় অনঙ্গ পালের সময় আজমীরাধিপতি চোহান বংশীয় রাজা বিশলদেব দিল্লি অধিকার করিয়া তোমর রাজকে সামন্তরূপে দিল্লিতে রাখিয়াছিলেন। ক্রমে উভয়পক্ষ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাহার ফলে পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই দিল্লির শেষ হিন্দু রাজা। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর নিকট তিনি পরাজিত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

এই সময় উত্তর ভারতে আরও চারিজন প্রধান রাজা ছিলেন—(১) গাহারবালরাজ জয়চ্চন্দ্র, (২) পৃথ্বীরাজ, (৩) চন্দেল্লরাজ, (৪) চালুক্য রাজ (পাটন)। পৃথ্বীরাজকে তিনজন রাজা সাহায্য করিলেন না। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইন বা তলাবারীর যুদ্ধে সিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরীকে পৃথ্বীরাজ পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী অধিক দলবল সংগ্রহ

করিয়া পুনরায় তরাইন বা তলবারী যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন। এবারেও পৃথ্বীরাজকে একাকী যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অপর তিন রাজা তাঁহাকে সহোয্য করিয়াছিল না। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ধৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল। যে কিছু বাকী ছিল বঙ্গদেশে নদীয়ার যুদ্ধে লক্ষ্মণসেনের পলায়নে তাহাও গিয়াছিল। লক্ষণসেন তাঁহার সেনাপতি প্রভৃতিকে না দেখিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি কাহারও সাহায্য পান নাই। এইরূপেই হিন্দুর গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছে।

আটত্রিশ অধ্যায়।

আর্য ও দ্রাবিড়জাতি।

মহাজল প্লাবনের পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ জলমগ্ন ছিল। ক্রমে দেশ গঠিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া তাহাতে বসতি বিস্তার করিতে করিতে পূর্বদিকে জাভা যপদ্বীপ পর্যন্ত গিয়াছে।

তেমনি ভারতের পূর্বোত্তর দিক হইতে খাসিয়া (দ্রাবিড়) জাতি দলে দলে তমলুক পথে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসত করিয়াছে। দ্রাবিড়গণ মেনহির, ডলামন প্রভৃতি চিহ্ন রাখিয়া পশ্চিম মুখে স্পেন পর্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে উত্তর মুখে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়াছে। সার্ডিনিয়াতে নুরঘাই ডলমেনের উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত। এই আদর্শে মিশরে পিরামিড প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। মরুভূমির বালুকারাশির উৎপাত জন্য সম্ভবতঃ ইহার উর্দ্ধভাগ কোণাকারে নির্মিত হওয়ায় বালুকারাশি তাহার উপর জমিতে পারে না, পড়িয়া যায়।

দ্রাবিড়দিগের আদিবাস ভূমধ্যসাগরের তীরে নহে। ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্বমুখে তাহারা ভারতে আসিবার কোন প্রমাণ নাই।

১১ নং চিত্র।

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট।

—:*:—

চিত্র-সূচী

—:o:—

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে মতামত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন—বিনোদবাবু আমাদিগকে একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ দেখাইলেন। তিনি ঋগ্বেদ হইতে যে প্রাচীন অব্দ গণনাপ্রণালী উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ ঋগ্বেদে আছে, তাহা অনেকের জানা ছিল না। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স ১৩১৮ সালে ৫৬৪৩৭ ছিল। তাঁহার কৃত কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে ব্রহ্মচক্র গণনা চক্র এবং ক্রান্তিপাত গতি অনুসারে অব্দগণনা সম্পূর্ণ নূতন। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নক্ষত্র সাহায্যে যে বৎসর গণনার উল্লেখ আছে, এই চক্রানুসারে সহজেই তাহার সময় ঠিক করা যায়।

বিনোদবাবুর একটী বাহাদুরী এই যে, তিনি তাঁহার গণনা জ্যোতিষিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছেন এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে গণনা করিয়া ও শাস্ত্রোক্ত বর্ত্তমান কল্পাব্দ সহ একেবারে মিল করিয়া দিয়াছেন। যুগ বিভাগের যুক্তি ও অর্থ অতি অপূর্ব্ব এবং সম্পূর্ণ নূতন। ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সহ মিল করিয়া **পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ নূতন**, এরূপভাবে আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। সৌর কেন্দ্রিক জ্যোতিষ বৈদিককালে প্রচলিত ছিল। কিরূপে তাহা পৌরাণিক কালে ভৌমকেন্দ্রিক হইয়া গিয়াছে, তাহা বিনোদ বাবু উত্তমরূপে দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন।

এই পুরাতত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিল করিয়া এই সমস্ত আলোচিত হইয়াছে, ইহাও এই গ্রন্থের একটী বিশেষত্ব।

রিপণকলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন—এই সকল বিষয়ের আলোচনা যতই হয় ততই সাহিত্যের উপকার, আপনার গ্রন্থ এজন্য আদৃত হইবে আশা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক বিবরণীতে সভাপতি ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য একখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—আপনার প্রণীত পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব পড়িয়া একান্ত প্রীত হইয়াছি। আপনার এই প্রযত্ন প্রশংসনীয়, আশা করি এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে।

ভারতী পত্রিকার মত—গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের চতুর্দ্দশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল, বঙ্গ সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। জ্যোতিষ ও বেদের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়া ভূতত্ত্ব, বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর এই পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, ইহাতে কোন অপ্রামাণিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসীত ঘটনা লিখিত হয় নাই; প্রত্যেক বিষয় তিনি প্রমাণসহ লিখিয়াছেন, রূপক ভাঙ্গিয়া প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। **গ্রন্থখানি সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক —প্রত্নতত্ত্বের নিতান্ত নীরস আলোচনা নহে।** অভিনব বিষয়সমূহ যুক্তি তর্কের সমাবেশে ও প্রমাণাদির সংযোগে উপাখ্যানের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার নানা গবেষণা ও আলোচনান্তে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স এখন

৫৬৪৩৬ (১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত) বৎসর। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অদ্ভুত গবেষণা ও অনুশীলনশক্তি **দেখিয়া মুগ্ধ** হইয়াছি। গ্রন্থকার ভূমিকায় আপনার ভাষা সম্বন্ধে একটু সসঙ্কোচ হইয়াছেন কিন্তু এ সসঙ্কোচের কোন কারণ নাই। তাঁহার **ভাষা বেশ সরল ও সরস হইয়াছে।** গ্রন্থখানি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক কালের **সুযুক্তিপূর্ণ ও সুদক্ষ আলোচনা।** বিশেষজ্ঞগণ ইহা পাঠ করিয়া এক বিরাট অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।
—পৌষ, ১৩১৮ সাল।

ভারতবর্ষ (২১।১।৫৬২)—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব। ইহা শুধু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব নহে—সঙ্গে সঙ্গে জীবতত্ত্ব নক্ষত্রযুগ, ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব প্রভৃতি নানাতত্ত্বের ইহাতে আলোচনা আছে। এই পুস্তকের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব দার্শনিক নহে। প্রধানতঃ যে ভাবে ইনি সৃষ্টির দুরূহ সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ চিন্তাশীলতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। রাশি ও রাশিসংক্রান্ত যুগ বিচার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। * * আর একটি কথা, গ্রন্থকার আপনার দৈন্য বা অজ্ঞতা আশঙ্কায় যেরূপ সঙ্কোচভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। তিনি আপনার বক্তব্য অতি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

নব্যভারত পত্রিকার মত—অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য গভীরতত্ত্ব সুন্দর ভাষায় এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অসাধারণ গবেষণার পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম। **প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এ পুস্তক স্থান পাইবার যোগ্য**।—১৩১৮ সাল, চৈত্র।

উপাসনা পত্রিকার মত—গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় তত্ত্বের একটি মনোজ্ঞ মঞ্জুষা। বেদ, পুরাণ, অবস্তা,

বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রন্থকার পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সঙ্কলিত করিয়া পৃথিবীর বয়স এবং সেই সঙ্গে বিবিধ প্রাগ্ ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাপার অতিশয় বিরাট ও বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ। গ্রন্থকার স্বমুখে ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন—"প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালের সম্পূর্ণ পুরাতত্ত্ব এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দরিদ্রতা বশতঃ তাহা পারিলাম না। সম্পূর্ণ মুদ্রাঙ্কন ব্যয় চিত্র সহ পাঁচ ছয় হাজার টাকার কম নহে। আমার অর্থের সংস্থান কিছুমাত্রও নাই, কাহারও সাহায্যও পাই নাই, তজ্জন্য ঋণ করিয়া উপক্রমণিকা স্বরূপ প্রথম খণ্ড সংক্ষেপে সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।" পাশ্চাত্য দেশ হইলে অনেক বিদ্যোৎসাহী ধনকুবের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিনোদ বাবুর সাহিত্য সাধনায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। তাহা হইলে তাঁহাকে এই নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস আর ফেলিতে হইত না। গ্রন্থখানি সূচী সমেত দুইশত ষোল পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিশাল গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার উপক্রমণিকা মাত্র। এই উপক্রমণিকার সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে তিনি প্রতিপাদ্য ও মূল গ্রন্থের সকল তত্ত্বই বীজভাবে নিহিত করিয়াছেন। সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি, গ্রহগণের রাশিভ্রমণ, কাল, অব্দগণনা, ঋতু গণনা, ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এই কয়টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রন্থকার উপক্রমণিকা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানের সংকীর্ণতা জন্য অনেক বিষয় তাঁহাকে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইয়াছে, তথাপি ইহাতে তাঁহার গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার মৌলিকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি সর্ব্বসমেত পাঁচটি তত্ত্বে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন। আমরা অবশিষ্ট তত্ত্ব চতুষ্টয়ের সুচারু প্রকাশের জন্য বিনোদ বাবুর মুখ চাহিয়া রহিলাম। —১৩১৯, চৈত্র।

কায়স্থ পত্রিকার মত—পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রাগ্ঐতিহাসিক কালের ইতিহাস। ইহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লাপ্লাসের থিওরী প্রকারান্তরে বৈদিককালের ঋষিগণ জানিতেন, এই গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। সায়ণের সময় বিজ্ঞানের চর্চ্চা এদেশে একেবারে না থাকায়, যে সকল ঋকের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই, গ্রন্থকার সেই সমস্ত ঋকের প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া বেশ বুঝা যায়। হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ঋগ্বেদের সহিত মিল করিয়া সৃষ্টাব্দ গণনা এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। আর্য্যগণ যে ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব অবগত ছিলেন তাহা গ্রন্থকর্ত্তা রাশি ও নক্ষত্রের অর্থ, মধুকৈটভ বধ, শঙ্খাসুর বধ, হিরণ্যকশিপু বধ ইত্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত ব্যাপার দ্বারা বেশ বুঝাইয়াছেন। এভাব সম্পূর্ণ নূতন, কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই; গ্রন্থকর্ত্তা যে ভাবে ডারউইনের থিওরীর প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব। বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই বিশ্বাস সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে—এ তত্ত্ব আর্য্যগণ জানিতেন না, কিন্তু বিনোদ বাবু দেখাইয়াছেন ঋগ্বেদেও ঋষিগণ বৈদিককালের আদিতেই এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। পরে কিরূপে পৃথিবী মধ্যে পড়িয়াছে এবং সূর্য্যকে তাহার চারিদিকে ঘুরাণ হইয়াছে তাহাও এই গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। রাহুর অর্থ বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের; ইহার সবই নূতন, সবই সঙ্গত। শাস্ত্রের বিষয় বিশেষের অতি সঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করিয়া লেখক হিন্দু সমাজের বিজ্ঞানের দিকটা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন, ইহাতে বহু অহিন্দু, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রকে আদর করিতে বাধ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতায় আর কাহার সন্দেহ থাকিবে না। * * *।—১৩২০, আশ্বিন।

পদ্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা।

দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া রাক্ষস ভীষণে।
জর্জ্জরিত করিতেছে বঙ্গবাসীগণে॥
অর্থহীন, দিন দিন, অন্নাভাবে জীর্ণ।
চিকিৎসা অভাবে রোগে হইতেছে শীর্ণ॥
ব্যয়-সাধ্য চিকিৎসায় অক্ষম বলিয়া।
অকালে সংসার ছাড়ি যাইতেছে চলিয়া॥
সহজে রোগের হাতে করিতে নিস্তার।
পদ্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিনু প্রচার॥
ঘরে ঘরে এই পুথী রাখ ভ্রাতৃগণ।
লিখিত ঔষধবিধি করহ গ্রহণ॥
সহজে রোগের হাতে পাইবে নিস্তার।
বিনা ঔষধেতে কেহ মরিবেনা আর॥
অল্পব্যয়ে রোগমুক্ত হইবে সত্বরে।
মেয়েদের হাতে রাখ প্রতি ঘরে ঘরে॥
সর্ব্বদাই পদতলে দলিতেছ যাহা।
অমূল্য জীবন দেখ, কত রাখে তাহা॥

মূল্য—১৲ টাকা।
,, পোকাকাটা ৸৹ আনা।